# মাদাগাস্কারস্থ খ্রীষ্টমণ্ডলীর ইতিবৃত্ত।

---

# HISTORY OF THE CHURCH OF MADAGASCAR.

---

কলিকাতা;

চৌরঙ্গী রোড ২৩ নং ভবনে প্রকাশিত।

# মাদাগাস্কারস্থ খ্রীষ্টমণ্ডলীর ইতিবৃত্ত।

প্রথম অধ্যায়।

ভারতমহাসাগরের যে অংশ আফ্রিকাখণ্ডের দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে বিস্তৃত হইয়া আছে, মাদাগাস্কার সেই অংশে স্থিত। পৃথিবীতে যে সকল প্রধান দ্বীপ আছে, মাদাগাস্কার তাহার মধ্যে একটি। মাদাগাস্কার ৪৫০ ক্রোশ দীর্ঘ, ১৪০ ক্রোশ প্রস্থ। ইহার মধ্যপ্রদেশ উচ্চ ও পর্ব্বতময়। নানাপ্রকার বৃক্ষাদিদ্বারা দ্বীপটি সুসজ্জিত, দেখিতে অত্যন্ত মনোহর; কিন্তু এখানকার জলবায়ু বৎসরের কোন২ সময়ে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর, সমুদ্রের জল নানা স্থান দিয়া দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রুদ্ধ হইয়া থাকে; সেই সকল রুদ্ধ জলে রোগের উৎপত্তি হয়। এ জন্য এ দেশের লোকেরা অনেক পীড়া ভোগ করিয়া থাকে। এ দেশে অধিককাল সুস্থাবস্থায় অবস্থান করা বিদেশীয় লোকের পক্ষে বড়ই দুষ্কর। অনেকে এদেশে বসতি করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। অস্বাস্থ্যকর হইলেও, মাদাগাস্কারে অনেক বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে। নানাপ্রকার উদ্ভিদ্ ও ধাতু এই দ্বীপে প্রাপ্ত হওয়া যায় অধিবাসিরা পরিশ্রমী হওয়াতে দ্বীপটি বিলক্ষণ উর্ব্বরা।

তাহাদিগের যত্নে ও ভূমির গুণে কৃষিকার্য্য অতি সুচারু রূপে হইয়া থাকে।

এই দ্বীপের লোকসংখ্যা প্রায় ৩,০০০,০০০ লক্ষ। ইহারা সকলেই আদিমবাসি নহে। বাজিম্বা নামক এক জাতি অতি পূর্ব্বকালে এই দ্বীপে বাস করিত। তাহাদের বংশ এখনও আছে। ক্রমে আফ্রিকাখণ্ডস্থ ও আরবীয় লোকদ্বারা দ্বীপটি পরিপূর্ণ হইয়াছে। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে সাকালাভা নামক আর এক জাতীয় লোক দৃষ্ট হয়। ইহারা সংখ্যায় অধিক। এক কালে ইহারাই সমস্ত দ্বীপের উপরে আধিপত্য লাভ করিয়াছিল, কিন্তু এখন সাধারণ প্রজাদের মধ্যে গণ্য। বর্ত্তমান কালে হোবা নামক আর এক জাতি প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছে, ও ইউরোপীয়দিগের আগমনের পূর্ব্বহইতেই রাজত্ব করিয়া আসিতেছে। আদিম বাসিদের মধ্যে বাজিম্বা, সাকালাভা এবং হোবা, এই তিন জাতীয় লোকই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে; এতদ্ব্যতীত অন্যান্য জাতীয় লোকও এই দ্বীপে বসতি করে। ইউরোপীয়েরা মাদাগাস্কারের বিষয় জ্ঞাত থাকিয়াও অনেককাল তথায় গমন করেন নাই। দ্বীপবাসিদিগকে নিতান্ত অসভ্য ও বন্য বোধ করিয়া, তাহাদিগের সহিত আলাপাদি করা নিষ্ফল জ্ঞান করিতেন। পরে যাঁহারা যাইতেন, তাঁহারা কেবল দাস ক্রয় করণাভিপ্রায়েই যাইতেন; সুতরাং আপনাদিগের মনোরথ পূর্ণ করিয়া প্রত্যাগমন করিতেন—দেশের অবস্থাবিষয়ক কোন জ্ঞান উপার্জ্জন করিবার যত্ন করিতেন না। এই কারণবশতঃ দ্বীপ-

বাসিগণও শ্বেতাঙ্গদিগকে বিষম শত্রু মনে করিত, এবং পার্য্যমানে তাঁহাদের সহিত মিশিত না। ইংলণ্ডীয় মিশনরিগণ প্রথমে তথায় উপস্থিত হইয়া, এই ভিন্ন ভাবের বিশেষ পরিচয় পাইয়াছিলেন।

১৮১৬ খ্রীঃ অব্দে, সর্ব্ব প্রথমে ইংরাজেরা মিত্রভাবে এই রাজ্যে প্রবেশ করেন। হোবা বংশজ প্রথম রাডামা তখন রাজ্য করিতেছেন। রাডামার বয়স তখন ২৪ বৎসর। তিনি এত অল্পবয়স্ক হইলেও এবং অন্যান্য সভ্য রাজবর্গহইতে স্বতন্ত্র থাকিলেও এমন রাজনীতি ও যুদ্ধবিশারদ ছিলেন যে, এ পর্য্যন্ত মাদাগাস্কারে তত্তুল্য রাজা আর জন্মে নাই। তিনি ইংরাজ-রাজদূতদিগকে অতিশয় সমাদর ও সম্মান-সহকারে গ্রহণ করিয়া সখ্য-ভাব-সূচক পত্র স্বাক্ষর করিয়া বিদায় দিলেন। এক কালে দ্বীপের পূর্ব্বাঞ্চলনিবাসি অধীন রাজগণ কিঞ্চিৎ তাচ্ছল্য ভাব প্রকাশ করাতে রাডামা ক্রোধপরবশ হইয়া সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে অবমাননাকারিবর্গের রাজ্যে উপস্থিত হয়েন। তিনি যুদ্ধের আশয়ে যখন সমুদ্রতীরে টামাটেব্ নামক নগরে অবস্থিতি করেন, তখন ষ্টান্‌ফেল্ নামক জনৈক ইংরাজ-রাজদূত তথায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে স্বীয় আগমন-সংবাদ প্রেরণ করিলেন। রাজা সংবাদ পাইবামাত্র দুই শত সৈন্য প্রেরণ করিয়া মহাসমারোহসহকারে ষ্টান্‌ফেল্ সাহেবকে নিজ আবাসে আনয়ন করিলেন। দাসব্যবসায় নিবারণ করণাশয়ে ষ্টান্‌ফেল্ সাহেব তথায় গমন করেন। রাডামার সহিত আলাপ করিয়া ষ্টান্‌ফেল্

সাহেব সন্তোষ লাভ করেন ও নিজ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেই অবধি ইংলণ্ডীয়েরা এই দ্বীপে গতায়াত করিয়া থাকেন।

এদেশের পূর্ব্বকালীন দেশাচার ও শাসনপ্রণালী বিবেচনা করিলে ইহাদিগকে অনেক পরিমাণে অসভ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অপত্যস্নেহ ইহাদিগের মধ্যে বড় একটা ছিল না। ক্রোধ উত্তেজিত হইলে স্নেহাস্পদ সন্তানকে হত করিতে সঙ্কুচিত হইত না। বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। সচ্চরিত্রা কামিনী অতি দুর্লভ ছিল, এবং জিতেন্দ্রিয় পুরুষ প্রায় পাওয়া যাইত না। তথাচ যে২ বিবাহ উভয় পক্ষের সম্মিলনে অথবা প্রগাঢ় প্রেমে সমাধা হইত, সেই সকল দম্পতির মধ্যে সচ্চরিত্র দেখা যাইত। ধর্ম্মসম্বন্ধে তাহাদিগের এত দূর অধোগতি হইলেও সকলেই এক ঈশ্বর মানিত। এক ঈশ্বর স্বীকার করিয়াও তদ্বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানশূন্য ছিল। সেই স্বর্গ-মর্ত্ত্যাধিপ পরমাত্মার সেবা না করিয়া মৃত রাজগণের ও দেবগণের পূজা করিত। এবং তাহাদিগকে ও চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, বজ্র, বিদ্যুৎ, ও পর্ব্বতদিগকে সেই ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিত। এতদ্ব্যতীত ভূত, প্রেত প্রভৃতিকেও জীবন্ত সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া উপাস্য মনে করিত।

পাপ মার্জ্জনার্থ বলিদান যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, এ জ্ঞান তাহাদের ছিল। তাহারা নানাপ্রকার পশু পক্ষী উৎসর্গ করিয়া পাপ ক্ষমার আশা করিত; কিন্তু কি ভাবে, কোন্ ব্যক্তির উদ্দেশে বলিদান করা আবশ্যক,

তাহা অবগত ছিল না। তাহারা এক প্রকার দৈবজ্ঞে বিশ্বাস করিত, দৈবজ্ঞেরা লোকের ভাবি মঙ্গলামঙ্গল জ্ঞাত করিবার ভাণদ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিত। তাহাদের চাতুর্য্য দ্বীপমধ্যে এত প্রবল হইয়াছিল যে, ভদ্রাভদ্র সকল লোকেই তাহাদিগকে সমাদর করিত ও অনেক গুরুতর কার্য্যের ভার তাহাদেরই উপর দিত, এবং তাহাদিগকে দেবতুল্য সম্মান করিত। তাহাদের দয়ার উপর অনেকের জীবন নির্ভর করিত। কোন দৈবজ্ঞ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ করিলে, সে ব্যক্তির জীবনসংশয় হইত। যাহাদের দেশাচার ও বিশ্বাস এ প্রকার, জ্ঞানবান লোকে তাহাদিগকে কি প্রকারে সুসভ্য বলিয়া গণনা করিতে পারেন?

ইহাদিগের শাসনপ্রণালী আবার এতদপেক্ষা অপকৃষ্ট। কোন ব্যক্তির দোষ প্রমাণ করিতে হইলে, তাহাকে গরল সেবন করিতে দেওয়া হইত। যদি গরল পান করিয়াও সে বাঁচিত, তাহা হইলে তাহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ হইত, আর মরিলে সেই মৃত্যুই তাহার দণ্ড বলিয়া গণ্য হইত। এই প্রকার শাসনপ্রণালীদ্বারা যে কত নির্দ্দোষ লোকের প্রাণদণ্ড হইত, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। বহুদর্শনদ্বারা স্থির হইয়াছে যে, মাদাগাস্কারস্থ প্রায় অর্দ্ধেক লোক বিষ পানদ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু ক্রীতদাস ও দাসীগণকে প্রায়ই গুরুতর দণ্ড প্রদান করা হইত। তেমন দণ্ড প্রায় স্বাধীন লোককে প্রদত্ত হইত না। নানা উপায়ে ক্রীতদাসদিগের হস্ত, পদ, গলদেশ ও ঊরুদেশ বদ্ধ করিয়া

পীড়ন করিত। কিন্তু ধন্য ইংলণ্ডীয় লোকের ধর্ম্মানুরাগ! তাঁহারা বহু যত্ন ও অর্থ ব্যয় করিয়া দাসব্যবসায় প্রায় লোপ করিয়াছেন।

যাহাদিগের স্বভাব, চরিত্র, ও শাসনপ্রণালী এত জঘন্য, তাহাদিগের নিকটে নূতন ধর্ম্ম প্রচার করা যে কত দূর কঠিন কার্য্য, তাহা কেবল প্রচারকই জানেন। পদে২ প্রাণের ভয়, মানের হানি, দৈহিক কষ্ট হইবে জানিয়াও ইংলণ্ডীয় খ্রীষ্টীয়ানগণ তাহাদিগের সঙ্গে বাস করিয়া, প্রভুর আদেশ পালনে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহাদিগের পরিশ্রম, ধর্ম্মার্থ দেশীয় লোকদিগের যন্ত্রণাভোগ এবং ঈশ্বরীয় রাজ্যের সমৃদ্ধি, এই সকল মঙ্গলদায়ক ফলের বিবরণ এই ক্ষুদ্র পুস্তকে অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

---

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে পাদরি লিব্রন্ সাহেব ইংলণ্ডীয় ধর্ম্ম-সমাজকর্ত্তৃক মরিসস্ নামক দ্বীপে প্রেরিত হয়েন। মরিসসে অবস্থিতিকালে তথাকার মালাগাসি, অর্থাৎ মাদাগাস্কারীয় বন্দি দাসদিগের সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া তিনি অকথ্য উৎসাহ প্রাপ্ত হয়েন। মরিসসস্থ ইংলণ্ডীয় রাজপ্রতিনিধি সার্ রবার্ট ফার্কুহার, লিব্রন্ সাহেবের কৃতকার্য্যতা দর্শন করিয়া, মাদাগাস্কারে ধর্ম্মশিক্ষক প্রেরণ করিবার জন্য ইংলণ্ডীয় লণ্ডন মিশনরী সোসাইটীকে অনুরোধ করেন। উক্ত সোসাইটী পাদ্রি জোন্স ও বিভান সাহেবদ্বয়কে

খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিবার নিমিত্ত, মাদাগাস্কারে প্রেরণ করিলেন।

যে সময়ে উক্ত পাদ্রিদ্বয় স্ব২ পরিবারসমভিব্যাহারে মাদাগাস্কারে পঁহুছেন, সে সময়টী তাঁহাদিগের স্বাস্থ্যের অনুপযোগী ছিল। অতি অল্পকালেই বিভান্ সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী, এবং জোন্স সাহেবের পত্নী দেবপূজক অসভ্য মাদাগাস্কারবাসিদের অমর আত্মার রক্ষার্থ পরিশ্রম করিতে২ পীড়িত হইয়া কালের করাল গ্রাসে পতিত হইলেন। পাদ্রি জোন্স সাহেব একক রহিলেন। তিনিও পীড়ায় দুর্ব্বল এবং আত্মীয়জন বিয়োগে ক্ষুণ্নমনা হওয়াতে অল্প কালের নিমিত্ত মরিসস্ দ্বীপে গমন করিলেন। তথায় কিছু কাল বাসান্তর স্বাস্থ্যের উন্নতি লাভ করিয়া ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় মাদাগাস্কারে উপস্থিত হইলেন। মাদাগাস্কারের রাজা রাডামা ইতিপূর্ব্বে মিশনরিদিগের ত্যাগস্বীকারের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি মিশনরি জোন্স সাহেবের পুনরাগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া নিতান্ত প্রফুল্লতাসহকারে তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া, তাঁহাকে সাহস প্রদান করিলেন এবং বলিলেন যে, "আমি আপনকার সাহায্য করিতে যথাসাধ্য যত্নবান্ থাকিব, আপনকার সাহায্যার্থ যাঁহারা স্বদেশ ত্যাগ করিয়া মাদাগাস্কারে আসিবেন, তাঁহাদিগের ও আপনার রক্ষা এবং সাহায্য করিতে ত্রুটি করিব না; অতএব আপনি এই স্থানে আপনার কার্য্য আরম্ভ করুন।" জোন্স সাহেব রাজাকর্ত্তৃক এই প্রকারে উৎসাহান্বিত

হইয়া সর্ব্ব প্রথমে শিক্ষাকার্য্য আরম্ভ করিলেন। প্রথম দিবস বিদ্যালয়ে কেবল তিনজন ছাত্র উপস্থিত হইল, কিন্তু প্রভুর কি আশ্চর্য্য দয়া! অতি অল্প কালের মধ্যে প্রায় সহস্রেক ছাত্র বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিল। এই প্রকার বর্দ্ধমান কার্য্যে সাহায্য আবশ্যক হওয়াতে, ১৮২১ খ্রীঃ অব্দে লণ্ডনহইতে পাদ্রি গ্রিফিথ্, সাহেব পাদ্রি জোন্সের সহকারী হইয়া মাদাগাস্কারে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে তাঁহাদিগের পরিজনও উপস্থিত হইলে জোন্‌স্ সাহেবের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইল। উক্ত পাদ্রিদ্বয় বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান কার্য্য সমাধা করিতে লাগিলেন ও তাঁহাদিগের পত্নীরা দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে শিল্পকার্য্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাদিগের কার্য্যের উন্নতি দর্শন করিয়া নিতান্ত আপ্যায়িত হইলেন ও সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত পিতা মাতাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিলেন।

১৮২১ খ্রীঃ অব্দে, রাজা কোন রাজকার্য্য সাধনার্থ স্বীয় ভগিনীপতিকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে বাঞ্ছা করিলেন ও তৎসহ কয়েকটি বালককে বিদ্যা শিক্ষার্থ ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে চাহিলেন। কএক জন ভদ্রবংশজ যুবককে ভগিনীপতির সমভিব্যাহারে প্রেরণও করিলেন। স্বতন্ত্র একখানি পত্রে মাদাগাস্কারে আরও কার্য্যকারী প্রেরণ করিবার নিমিত্ত লণ্ডনস্থ ধর্ম্মসমাজকে অনুরোধ করিলেন। সেই অনুরোধ অনুসারে পাদ্রি জেফি সাহেব ও ৪ জন শিল্পকর রাজভগিনীপতির সহিত একই অর্ণবপোতে মাদা-

গাস্কারে উপস্থিত হইয়া কার্য্যারম্ভ করিলেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের পরীক্ষা হইল। পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর বালকগণ অতি সুচারুরূপে ইংরাজি পুস্তক পাঠ করাতে রাজা সন্তুষ্ট হইলেন। রাজা স্বয়ং ও রাজসভাস্থ প্রধান কর্ম্মচারিবর্গ বিদ্যাশিক্ষার্থ যত্নবান হইয়া মিশনারিদিগের নিকট শিক্ষারম্ভ করিলেন, এবং মিশনারিদিগের স্ত্রীগণও অন্তঃপুরস্থ মহিলাদিগকে শিল্পকার্য্য শিক্ষা দিতে ও বিদ্যা দান করিতে যত্নবতী থাকিলেন।

মাদাগাস্কারের লোকের লেখা পড়ার চর্চ্চা ছিল না। তাহারা কেবল মুখে যাহা বলিত, তাহাই জানিত। পুস্তকাদি দূরে থাকুক, বর্ণমালাও ছিল না। পাদ্রি সাহেবেরা যত্ন করিয়া মাদাগাস্কার দ্বীপের ভাষা সংস্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ বর্ণমালা স্থির করিলেন, তৎপরে পুস্তকাদি রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন, শেষে তদ্দেশীয় ভাষায় ঈশ্বরের উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন ও দেশীয় লোকদিগকে উপাসনালয়ে উপস্থিত হইতে নিমন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দেবতাদের অসন্তোষভাজন হইবার ভয়ে কেহই উপাসনালয়ে আসিতে সাহস পাইল না। তথাপি প্রভুর সেবকগণ অবকাশমত আবাল বৃদ্ধ সকলের নিকট খ্রীষ্টের প্রেম-বার্ত্তা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিলেন না। রাডামা ভূপতির হৃদয়ে খ্রীষ্টধর্ম্ম-জ্যোতিঃ কিয়ৎপরিমাণে বিকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। নিম্ন লিখিত দুইটী ঘটনা পাঠ করিলে পাঠক তাহা বিশেষরূপে জানিতে

পারিবেন। ভূপতি কোন জাতির বিরুদ্ধে এই সময়ে যুদ্ধ শেষ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রাজবাটীর আচার্য্যেরা রাজার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কুসংস্কারাপন্ন দেশাচারের বশবর্ত্তী হইয়া রাজধানীতে সহসা প্রবেশ কবিতে তাঁহাকে নিষেধ করিল। রাজা তাহাদিগের কথা উপেক্ষা করিয়া একবারে নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পুনশ্চ, কোন গ্রাম্যদেবতার মূর্ত্তির আবরণ করণার্থ কেহ রাজার নিকট একখণ্ড রক্তবর্ণ বস্ত্র যাচ্ঞা করিল। রাজা তাহাকে এই উত্তর দিয়া বিদায় দিলেন যে, যে স্বীয় ব্যবহারার্থ বস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারে না, সে আবার কিসের দেবতা? দেবতার উপর তাঁহার যে কত আস্থা ছিল, তাহা ইহাতেই বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। তৎপরে রাজা, রাজভগিনীপতি ও রাজমাতা একত্রে, খ্রীষ্টীয়ানদিগের ভজনালয়ে, প্রতি বিশ্রামবারে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। মিশনরিবর্গও রাজপরিবারকর্তৃক এই প্রকার উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দকে প্রকাশ্যরূপে খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। বালকগণও সেই সকল শিক্ষানুযায়ী আচার ব্যবহার করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া তাহাদিগের পিতৃগণ মিশনরিদের বিরুদ্ধে রাজার নিকট অভিযোগ করিল। ভূপতি সাধারণের অভিযোগ প্রাপ্ত হইয়া মিশনরিদিগকে এই ভাবের এক পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "আপনারা এত ব্যস্ত হইবেন না। লোক অসন্তুষ্ট হইতেছে, ইহাতে রাজ্যেরও হানি সম্ভব। অতএব আপনারা ধীরে২ ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করুন।"

পিতা মাতারা অসন্তুষ্ট হওয়াতে বিদ্যালয়ের বালকসংখ্যা ন্যূন হইয়া গেল। কিন্তু মিশনরিগণ ইহাতে নিরুৎসাহ না হইয়া গ্রামে২ প্রার্থনাসভা সংস্থাপন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন।

---

তৃতীয় অধ্যায়।

এতাবৎ কাল মাদাগাস্কারে পুস্তকাদির বড়ই অনাটন ছিল। মিশনরি ও অন্যান্য দেশীয় শিক্ষকগণ হস্ত লিপি-হইতে ছাত্রদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতেন। কিন্তু ১৮২৬ খ্রীঃ অব্দে মাদাগাস্কারে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র উপস্থিত হইলে তাঁহারা যে কত দূর হৃষ্টচিত্ত হইলেন, তাহা বলা যায় না। মুদ্রাযন্ত্রের পৌঁছনসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রাডামা ৬ জন যুবককে কার্য্য শিক্ষা করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করিলেন। ১৮২৭ খ্রীঃ অব্দে পাদ্রি জোন্স, কামেরন্ ও কামিং সাহেবত্রয়, তৎপশ্চাতে পাদ্রি ফ্রিমান এবং কান্হাম সাহেবদ্বয় মাদাগাস্কার দ্বীপে উপস্থিত হয়েন। ইহাঁরা ও পূর্ব্বে আগত পাদ্রি সাহেবেরা সুচারুরূপে প্রভুর কার্য্য করিতে লাগিলেন। এমন কি, শিল্প বিদ্যার শিক্ষকগণও বিশ্রামবার এবং অন্যান্য দিবসে লোকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। এই প্রকার বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া নানা যন্ত্রণা, মনোবেদনা, আত্মীয়বিয়োগকষ্ট সহ্য করত উক্ত মহাত্মাগণ মাদাগাস্কারস্থ লোকদিগের আত্মার পরিত্রাণজন্য যত্ন পাইতে লাগিলেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টীয় অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁহারা রাজপ্রতিনিধিহইতে

দ্বিগুণতর উৎসাহ প্রাপ্ত হইলেন। রাডাগা প্রায় রাজধানীতে থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার জীবনকাল প্রায়ই বিদেশে যুদ্ধকার্য্যে ব্যয় হইয়াছিল। যখন রাজধানীতে থাকিতেন না, তখন জনৈক প্রধান ব্যক্তি তাঁহার পরিবর্ত্তে রাজকার্য্য সমাধা করিতেন। পূর্ব্বোক্ত মাসে বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পরীক্ষা হইলে দেখা গেল যে, বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩২৬, ছাত্রসংখ্যা ১০,০০০, এবং আশার অতিরিক্ত বিদ্যার উন্নতি হইয়াছে। রাজপ্রতিনিধি দেশের এই উন্নতি দর্শন করিয়া নিতান্ত আহ্লাদিত হইলেন ও সাধারণ সভা করিয়া এক বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতায় শ্বেতাঙ্গদের হস্তহইতে প্রাপ্ত নানা উপকারের জন্য তাঁহাদিগের নিকট বহুল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন ও মৃত সাহেবদিগের নাম উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করত, কৃতজ্ঞতাসহকারে সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবার জন্যে উপস্থিত লোকদিগকে অনুরোধ করিলেন। এবং লোকে যেন প্রতি বিশ্রামবারে ভজনালয়ে উপস্থিত হইয়া নিজং ধর্ম্মজ্ঞানের উন্নতি সাধন করে, এতদর্থে নানা উপদেশ দিলেন। রাজপ্রতিনিধির এই প্রকার কথায় সাহেবেরা যৎপরোনাস্তি উৎসাহ প্রাপ্ত হইলেন। উক্ত ১৮২৮ সালে জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে লূকলিখিত মঙ্গলসমাচারের অনুবাদ মুদ্রিত হইল। এতকাল বাপ্তিস্মদ্বারা কোন ব্যক্তি খ্রীষ্টকে স্বীকার করে নাই, কিন্তু আচার ব্যবহারে অনেক লোকে প্রকৃত রূপে খ্রীষ্টীয়ান ছিল। দেশাচারভয়ে এই সকল লোক সহসা বাপ্তিস্মসংস্কার গ্রহণ করিতে অক্ষম, ইহা দেখিয়া পাদ্রি

জোনস্ সাহেব রাডামার সহিত আলাপ করিয়া বাপ্তিস্ম-সম্বন্ধে প্রজাদিগের ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতাসূচক এক ক্ষমতা-পত্র প্রাপ্ত হইলেন।

১৮২৮ সালের ২৭ জুন তারিখে মাদাগাস্কারে একটি অত্যন্ত দুঃখাবহ ঘটনা ঘটিল। রাডামা কিছু কাল পীড়িত থাকিয়া ৩৬ বৎসর বয়সে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তিনি স্বয়ং খ্রীষ্টীয়ান ছিলেন না বটে, কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্ম যাহাতে তাঁহার দেশে ব্যাপ্ত হয়, এমন যত্ন করিয়াছিলেন। দেশের উন্নতি সাধনে তাঁহার বড় যত্ন ছিল। প্রায় সমস্ত জীবন-কাল তিনি যুদ্ধে ব্যয় করিয়া সমগ্র দ্বীপে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। দাসব্যবসায় ও দেশস্থ নানা কুসংস্কার তাঁহাকর্ত্তৃক প্রায় উৎপাটিত হইয়াছিল। ভাষা, বিদ্যা, শিল্পকর্ম্ম, সত্যধর্ম্ম, মুদ্রাযন্ত্র সকলই তাঁহার যত্নে মাদা-গাস্কারে প্রচলিত হয়। তাঁহারই যত্নে শিশুবধ, দেব-পূজা রহিত ও শ্বেতাঙ্গদের প্রতি ঘৃণা দেশস্থ লোকদিগের হৃদয় হইতে অপসারিত হইয়াছিল। তাঁহারই শাসনকাল-হইতে মাদাগাস্কারের উন্নতির সূত্রপাত হয়।

রাডামা নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহার ভাগিনেয় তাঁহার মৃত্যুর পরে রাজ্যভার প্রাপ্ত হয় ও সেই বালকের শৈশবাবস্থায় রাজভগিনী অর্থাৎ উক্ত বালকের মাতা রাজকার্য্য সম্পন্ন করেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী রাণাভালোনা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া উৎকোচ প্রদান করত তাহাদিগের প্রাণ নাশ করিয়া আগষ্ট মাসের ৩ তারিখে প্রকাশ্যরূপে মহা সমারোহে সিংহাসনে

অধিরূঢ়া হইলেন। তৎপরে ক্রমে২ রাজবংশোদ্ভব সমস্ত লোককে অনাহারে অথবা খড়্গাঘাতে বধ করিলেন ও রাজমাতাকে দ্বীপস্থ সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর স্থানে বন্দী ভাবে রাখিলেন। তথায় তিঁনিও কালগ্রাসে পতিতা হইলেন।

রাজ্ঞীকে নরহত্যা ও অত্যাচারের সহিত রাজ্যারম্ভ করিতে দেখিয়া মিশনরিগণের উৎসাহ যে কত দূর ভগ্ন হইল, তাহা সহজেই অনুভব করিতে পারা যায়। দেশাচার অনুসারে রাজার মৃত্যুর পর ছয় মাস কাল তাঁহাদের কার্য্য বন্ধ রহিল। ছয় মাস গত হইলে কএকটি বিদ্যালয় পুনরায় আরম্ভ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া সাহেবগণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কার্য্য পুনরারম্ভ হইতে না হইতে সৈন্যের আবশ্যক হওয়াতে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে রাজ্ঞী বলপূর্ব্বক সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করিলেন। ইহাতে অজ্ঞান লোকদিগের কুসংস্কার দৃঢ়ীভূত হইল। তাহারা বোধ করিল যে, রাজকার্য্যের নিমিত্তেই বালকদিগকে শিক্ষা প্রদান করা হয়। সেই অবধি বালকসংখ্যা ন্যূন হইতে লাগিল। আবার কিছু দিন পরে ফরাসিরা মাদাগাস্কার আক্রমণ করিবার নিমিত্ত সৈন্য প্রেরণ করাতে ছাত্রসংখ্যা আরো ন্যূন হইল। ইহাতে মিশনরিদিগের কার্য্যের ক্ষতি হইল বটে, কিন্তু প্রজাগণ তাঁহাদের প্রতি কোন অত্যাচার করিল না। তাঁহারা এতকালের মধ্যে ৫০০০ নূতন ধর্ম্মনিয়ম, ও ২০০০ সুসমাচার মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন। লোকে সেই সকল পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া

মনোনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিয়া আপ্যায়িত হইতে লাগিল। বিশ্রামবারে যে সকল স্থানে উপদেশাদি প্রদান করা হইত, সে সকল স্থানে এত লোক উপস্থিত হইতে লাগিল যে, মিশনরিগণ একটি নূতন ও সুদীর্ঘ গৃহ প্রস্তুত করা আবশ্যক বোধ করিলেন। এবম্প্রকারে শিক্ষাকার্য্যের ক্ষতি হইলেও প্রচারাদির উন্নতি হইতে লাগিল। কতকগুলি লোক এই সময়ে খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসপূর্ব্বক বাপ্তাইজিত হইবার প্রার্থনা করিল। রাজ্ঞীর নিকটহইতে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ করিবার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ১৮৩১ সালের ৩১ মে তারিখে মিশনরিগণ ২০ জনকে এক সঙ্গে বাপ্তাইজ করিলেন। ইহারাই মাদাগাস্কারস্থ প্রথম বিশ্বাসী। তাহার পরবিশ্রামবারে আরও ৮ জন বাপ্তাইজিত হইয়া পূর্ব্ব বিশ্বাসিদের সহিত খ্রীষ্টের মরণ স্মরণার্থ প্রভুর ভোজ গ্রহণ করিল। এই সকল খ্রীষ্টীয়ানদের মধ্যে এক জন সস্ত্রীক বাপ্তাইজ হয়। সে ব্যক্তি একজন দৈবজ্ঞ। দৈবজ্ঞের কার্য্যে নিপুণ হওয়াতে লোকদিগের মধ্যে তাহার বড় মর্য্যাদা ছিল। খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিয়া সে পূর্ব্ব ব্যবসায় পরিত্যাগ করত স্ব ইচ্ছায় পৌল নাম ধারণ করিল।

কিছু দিন পরে আর এক জন বাপ্তাইজিত হইবার পূর্ব্বে মিশনরিদিগকে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাত করণার্থ এই পত্র লিখিল, "আমি যেন যীশুর সেবা করিতে পারি, তন্নিমিত্ত বাপ্তিস্মদ্বারা আত্মা ও শরীর তাঁহাকে সমর্পণ করিতে বাঞ্ছা করিয়াছি। ঈশ্বরের নিকট আমার এই রূপ প্রার্থনা, যেন তিনি আমাকে নিজ আত্মাদ্বারা সাহায্য

করেন, তাহা হইলে আমি মরণ পর্য্যন্ত যীশুর সেবা করিতে পারিব।" এই সকল লোকদের সদ্দৃষ্টান্ত দেখিয়া অনেক লোক ধর্ম্মার্থী হইতে লাগিল। এবং শত্রুগণও মিশনরিদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করিতে যত্ন পাইল। কিন্তু মিশনরিগণ মেষবৎ সকলই সহ্য করিলেন। নূতন খ্রীষ্টীয়ানগণের উদ্যোগে মাদাগাস্কারে প্রভুর কার্য্য অধিকতর সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। তাহারা নিজ২ আবাসে বন্ধু বান্ধবদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদের নিকটে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও প্রার্থনাদিপূর্ব্বক প্রভুর প্রেমের কথা প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহাদের পরিশ্রমে খ্রীষ্টধর্ম্মজ্যোতিঃ দূরবর্ত্তী স্থানে প্রকাশিত হইল। 'কিন্তু শয়তান প্রভুর রাজ্যের এত বৃদ্ধি দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না। কএকজন রাজকীয় সৈনিক পুরুষ, লোকদিগেব বাপ্তিস্মবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, সৈন্য ও বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে বাপ্তাইজিত হইতে নিষেধ করিলেন। এবং তাহাদিগের মধ্যে যাহারা বাপ্তাইজিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে খ্রীষ্টীয়ানদের সহিত পুনরায় আলাপাদি করিতে বারণ করিলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের. ও সৈন্যদিগের মধ্যে অনেক বিশ্বাসী প্রভুকে প্রকাশ্যরূপে স্বীকার করিতে আর সক্ষম হইল না। অল্পকাল পরে আর এক রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইল,—"প্রভুগণ দাসদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিতে দিবেন না, দিলে, সে দাস আর তাঁহার থাকিবে না, ও তিনি স্বয়ং বন্দী হইবেন।" এই ও পূর্ব্ব আজ্ঞা, উভয় প্রচারিত হইলে মিশনরিগণ

বিলক্ষণ জানিতে পারিলেন যে, রাজকীয় লোকেরা খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের উন্নতি দেখিতে চাহেন না। একজন দাস (বালক) স্বীয় প্রভুপুত্রের সহিত বিদ্যালয়ে যাইত। সে যত্ন সহকারে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। তাহার ধর্ম্মজ্ঞান ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষে সে নিজবস্ত লোকদিগের নিকট খ্রীষ্টকে প্রচার করিতে লাগিল। প্রভু তাহার পরিশ্রমে আশীর্ব্বাদ ও অনেককে আপনার নিকটে আকর্ষণ করিলেন। কিন্তু রাজাজ্ঞার বিরুদ্ধে কেহই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিতে সক্ষম হইল না। সেই বালক পীড়িত হইল, ও আনন্দসহকারে যীশুর নিকট প্রস্থান করিল। তাহার বিশ্বাস ও মৃত্যুকালীন সাহস দেখিয়া অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সেই সত্য খ্রীষ্টীয়ানের মৃত্যু দর্শন করিয়া অনেকের অন্তঃকরণ প্রভুর প্রতি আকর্ষিত হইল। এই প্রকার আশ্চর্য্যরূপে দাসদিগের নিকট খ্রীষ্ট আপনি প্রকাশিত হইতে লাগিলেন।

সৈনিকদের মধ্যে আর এক প্রকারে তিনি আপন রাজ্য বৃদ্ধি করিলেন। প্রায় প্রত্যেক সৈন্য শ্রেণীতে কতকগুলি খ্রীষ্টীয়ান ছিল। তাহারা প্রত্যেক বিশ্রামবারে নিজ২ বিধর্ম্মি সঙ্গির সহিত ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও প্রার্থনা করিত। একদা রাজ্যমধ্যে একস্থানে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে এক দল সৈন্য তথায় প্রেরিত হইল। এই দলে কতকগুলি খ্রীষ্টীয়ান ছিল। যাত্রাকালে দেবপূজার রীত্যনুসারে জনৈক অধ্যক্ষ তাহাদের উপর পবিত্র জল সেচন করিতে উপস্থিত হওয়াতে তাহারা আপত্তি করিল।

সেই দলের দলপতি দেবপূজক ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টীয়ানদিগের এই ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া যুদ্ধের সময় তাহাদিগকে সর্ব্বসম্মুখে রাখিলেন, যেন তাহারা প্রথমাঘাতেই হত হয়। কিন্তু যেখানে সেই সেনাপতি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, সেই দলই পরাভূত হইল—খ্রীষ্টীয়ানসৈন্যগণ সম্পূর্ণভাবে জয়ী হইল। এই ঘটনা দেখিয়া সেই দলস্থ দেবপূজক সৈন্যগণের মনে পবিত্র জলের উপর অনাস্থা জন্মিলে তাহারা আরও মনোযোগের সহিত খ্রীষ্টধর্ম্ম আলোচনা করিতে লাগিল। মিশনরিগণও অবকাশ মতে গ্রামে২ ভ্রমণ করিয়া খ্রীষ্টীয়ানদিগকে বিশ্বাসে দৃঢ় রাখিতে ও দেবপূজকদিগের নিকট খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। গ্রামস্থ বিদ্যালয়ে খ্রীষ্টীয়ান শিক্ষকগণ যত্নসহকারে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে সমস্ত মাদাগাস্কারের নগরে২ গ্রামে২ আপামর সাধারণের নিকট সনাতন খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইতে লাগিল।

মিশনরিগণ একবার পল্লীগ্রামে প্রচার করিতে গিয়া জনৈক দৈবজ্ঞের গৃহে উপস্থিত হইলেন। নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা করণানন্তর যীশুর প্রেমোপাখ্যান উল্লেখ করত উপদেশ প্রদান করিয়া নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। কিছু দিন পরে সেই ব্যক্তির জেষ্ঠ পুত্র নগরে আসিয়া মিশনরিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিল। একখানি ধর্ম্মপুস্তক হস্তে দিয়া মিশনরিগণ তাহাকে বিদায় করিলেন। সেই পুস্তক পাঠে সে নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ

করত খ্রীষ্টীয়ানের মত ব্যবহার করিতে লাগিল। লোকেরা তাহার এই প্রকার নূতন ব্যবহার দেখিয়া মায়াবি বলিয়া রাজ্ঞীর নিকট তাহার নামে অভিযোগ করিল। রাজ্ঞী গরল পরীক্ষাদ্বারা তাহার অভিপ্রায় জানিতে অনুমতি করিলেন। প্রভুর দয়ায় সে ব্যক্তি গরল ভক্ষণ করিয়াও মরিল না। এই বিষম পরীক্ষাহইতে উত্তীর্ণ হইয়া সে স্বগৃহে গমন করিয়া পিতা মাতা প্রভৃতি সকলকেই খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম আলোচনা করিতে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লা-দিত হইল। পরে তাহার পিতা ও গ্রামস্থ সকলে এক-চিত্ত হইয়া গ্রামের অধিষ্ঠিত দেবতাটিকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিল। সে দেবতাটিকে মিশনরিদের হস্তে দিল। মিশনরিগণ আবার সেটিকে লণ্ডনে প্রেরণ করিলেন। সেই অবধি সেটী লণ্ডনেই আছে।

এই বিবরণ যেমন উৎসাহজনক, তেমনি নিরুৎসাহ-জনক আর একটি ব্যাপার এই সময়ে মাদাগাস্কারে ঘটিয়া-ছিল। রাজবাটীর এক জন পূজারি খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া নিজ সঙ্গিদিগের নিকট সেই কথা প্রকাশ করাতে আর একজন খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিল। স্বল্প কাল পরে এই ব্যক্তি ধর্ম্মপুস্তকের মত হইতে এক ভিন্ন মত প্রচার করিতে লাগিল, লোকেও তাহার মত গ্রহণ করিয়া তাহার শিষ্য হইল। অল্প দিনের মধ্যে প্রায় ২০০ লোক তাহার মত অবলম্বন করিল। "অপরকে শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে স্বয়ং শিক্ষিত হওয়া আবশ্যক, খ্রীষ্টীয়ানগণ তাহাকে এই পরা-মর্শ দিল, কিন্তু সে উন্মাদের ন্যায় নিজ মত প্রকাশ করিতে

লাগিল। ক্রমে তাহার সাহস বৃদ্ধি হইল, সে রাজ্ঞীর সহিত কথাবার্ত্তা করিবার জন্য আবেদন করিল। রাজ্ঞী তাহার কথা ক্রমান্বয়ে তিন দিবস শ্রবণ করিয়া তাহাকে কপট জানিয়া প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

এই ঘটনাদ্বারা কিয়ৎপরিমাণে খ্রীষ্টীয়ানদেরই অমঙ্গল হইল। সাধারণ লোকের অন্তরে খ্রীষ্টীয়ানদের উপর সন্দেহ জন্মিল। তাহারা ভাবিল, খ্রীষ্টীয়ানদের ষড়যন্ত্রেই পূজারির প্রাণ নষ্ট হইয়াছে। সুতরাং তাহারাও প্রতিশোধ লইবার চেষ্টায় রহিল। দেশাচার অনুসারে দেবগণের জন্মতিথি উপলক্ষে কোন লোক কোন প্রকার কার্য্য করিতে পারিত না। কোন দেবতার জন্মতিথি উপলক্ষে জনৈক খ্রীষ্টীয়ান যুবক প্রকাশ্যে দেবতাদের অক্ষমতার বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিল। শত্রু পক্ষীয়েরা সেই উপলক্ষে রাজ্ঞীর নিকট তাহার নামে অভিযোগ করিলে রাজ্ঞী তাহাকে বিষ পান করাইতে আজ্ঞা করিলেন; কিন্তু প্রভুর কি আশ্চর্য্য দয়া, সে বিষ পান করিয়া মরিল না। ইহাতে খ্রীষ্টীয়ানগণ উল্লাসসহকারে তাহাকে নগরমধ্যে আনয়ন করিল। রাজ্ঞী সেই সমারোহ দেখিয়া খ্রীষ্টীয়ানদের প্রতি কিঞ্চিৎ ঈর্ষান্বিত হইলেন ও মনে২ খ্রীষ্টীয়ানদের অনিষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

---

## পঞ্চম অধ্যায়।

এতকাল খ্রীষ্টীয়ানগণ নিজ২ কর্ত্তব্য কর্ম্মে কোন প্রকার অবহেলা প্রকাশ করে নাই। প্রজাস্বরূপে রাজাজ্ঞা পালনে

তাহাদের কোন ত্রুটি হয় নাই। সামাজিক কোন নিয়মই তাহারা লঙ্ঘন করে নাই। তবে দেবপূজাতে অবশ্য তাহাদের ত্রুটি হইয়াছিল। তাহাদের সদ্ব্যবহারে শাসনকর্তৃগণও সন্তুষ্ট ছিলেন। ক্রোধে ধীর, আচার ব্যবহারে নির্ম্মল, দণ্ডভোগে সহিষ্ণু হওয়াতে সকলেই তাহাদের প্রশংসা করিত। কিন্তু শত্রুগণ এই সকল সদ্গুণে পরিতুষ্ট না হইয়া খ্রীষ্টীয়ানদের ধ্বংস করণে যত্নবান হইল। খ্রীষ্টীয়ানদের উপর মিথ্যা দোষারোপ করিয়া বিচারে আনিতে লাগিল ও কঠিন শাস্তি প্রদানাশয়ে রাজ্ঞীকে কুমন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল। কিন্তু যত তাড়না বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই খ্রীষ্টীয়ানদের বিশ্বাসও দৃঢ় হইতে লাগিল। জনৈক খ্রীষ্টীয়ান যুবক কোন গ্রামে বাস করিত। তাহার পিতার একটী বিগ্রহ ছিল। সেই বিগ্রহদ্বারা তাহাদিগের বিপুল সম্পত্তি হইয়াছিল। একদা যুবকের পিতা বিদেশে যাইবার বাসনা করিয়া সন্তানকে ডাকিয়া দেবপূজার ভার সমর্পণ করিয়া বলিল, "কল্য রাজ্ঞীর নিকটহইতে একটি বৃষ আসিবে, দেবতার নিকট সেইটিকে বলি দিয়া ভক্ষণকরিও।" পুত্র তৎক্ষণাৎ এ কার্য্য করিতে অস্বীকৃত হইল। পিতা ইহাতে সন্তানের উপর নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইল। এক দিবস সে খ্রীষ্টীয় ভজনালয়ে উপস্থিত হইয়া একজন ক্রীত দাসকে উপদেশ দিতে শুনিল। পরে রাজকর্ম্মচারিদিগের নিকট যাইয়া এই কথা বলিল যে, খ্রীষ্টীয়ানেরা রাজ্ঞীর দেবতাদিগের পূজা অস্বীকার করিয়া যিহোবা নামক কোন ইংরাজী

দেবতার পূজা করিতে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে, ও রাজকর্ম্মচারিদের ভয়ে রাত্রিতে সভা করিয়া থাকে। বোধ হয়, এই সকল লোকে বিদেশীয়দিগের সহিত যুটিয়া ক্রমে রাজ্ঞীকে পদচ্যুত করত বিদেশীয়দিগকে রাজত্ব প্রদান করিবে।

ক্রমে এই মিথ্যাসংবাদ রাজ্ঞীর নিকট উপস্থিত হইল। রাজ্ঞী ক্রোধে ও দুঃখে ক্ষণেক রোদন করিয়া উপাসনাদি স্থগিত করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন; এবং যে গৃহে ও যাহার গৃহে প্রার্থনাসভা হয়, গোপনে তাহার নাম জ্ঞাত হইয়া ১ মার্চ্চ তারিখে গ্রামস্থ ও নগরস্থ সমস্ত প্রজাকে ডাকিয়া খ্রীষ্টীয়ান ও গৃহাধক্ষ্যদের প্রাণ বিনষ্ট করিবার আজ্ঞা করিলেন, কিন্তু কোন২ সভাসদ আপত্তি করাতে তাহা হইল না। কিছু দিন পরে রাজ্ঞী কোন খ্রীষ্টীয় ভজনালয়ের নিকটস্থ পথ দিয়া গমনকালে খ্রীষ্টীয়ানদিগের গীত শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ইহাদের কাহার কাহার মস্তক ছেদন না হইলে ইহারা স্থগিত হইবে না। তিনি যে কত দূর খ্রীষ্টীয়ানদের ভালবাসিতেন, এতদ্দ্বারা তাহা বিলক্ষণ প্রমাণীকৃত হইতেছে।

হঠাৎ এক দিবস গ্রিফিথ্ সাহেব রাজ্ঞীর নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন। সেই দিবস উপাসনার দিবস—খ্রীষ্টীয়ানগণ উপাসনালয়ে গমন করিল। এবং মিশনরিগণ পত্র পাঠার্থে গ্রিফিথ্ সাহেবের গৃহে গমন করিলেন। পত্রে এই কথা লিখিত ছিল, "আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের দ্বারা যে সকল নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, আমি তাহা

পরিবর্ত্ত করিতে ইচ্ছা করি না। এবং সেই সকল প্রচলিত রাখিতেও লজ্জিত নহি। বাপ্তিস্ম, উপাসনা এবং খ্রীষ্টীয় সমাজ ইত্যাদির সহিত আমার কোন প্রজার সম্পর্ক থাকিবে না, কিন্তু শিল্পকার্য্য কিম্বা কোন বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে। তোমরা তাহাই শিক্ষা দেও। কেননা রাজ্যের পক্ষে সে সকল মঙ্গলজনক।"

মিশনরিরা পত্রের উত্তরে এই কথা লিখিলেন,

"ধর্ম্ম শিক্ষা ও উপাসনা নিষেধ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। খ্রীষ্টধর্ম্ম যে আপনার দেশের ও প্রজাদের মঙ্গলদায়ক, ইহা আমরা জ্ঞাত আছি। যত রাজ্য এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, সে সকলই গৌরবান্বিত ও ধনশালী হইয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষা ও তৎসহ শিল্পকার্য্য ও অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত আমরা স্বদেশ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। অতএব আমাদের নিবেদন এই যে, আমাদিগকে ধর্ম্ম ও তৎসহ শিল্প ও অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষা দিতে আপনি নিষেধ করিবেন না।"

এই পত্র প্রেরণ করিবার পর দিবস অতি প্রত্যূষে তোপধ্বনি হইতে লাগিল। নগরস্থ সমস্ত লোক ও সৈন্যগণ একত্রিত হইল। নগরমধ্যে মহা হুলস্থূল হইল। সকলই শঙ্কিত হইতে লাগিল। অনেক লোক রাজবাটীতে উপস্থিত হইল—প্রধান বিচারপতি তখন তাহাদের নিকট এক ঘোষণাপত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। (১) রাজ্ঞী দেবগণে বিশ্বাস ও তাঁহাদের পূজা করিয়া থাকেন,

ও তাঁহার প্রজাগণ যেন তাহাই করে, এই তাঁহার ইচ্ছা। না করিলে তিনি প্রত্যেককে দণ্ড প্রদান করিবেন। (২) খ্রীষ্টীয়ানদের মত সমবেত হইয়া দেশের মধ্যে উপাসনা ও বাপ্তিস্ম আর হইতে পারিবে না। (৩) যাহারা বাপ্তাইজিত হইয়া সমাজভুক্ত হইয়াছে, তাহারা উপস্থিত হইয়া দোষ স্বীকার করুক, নতুবা তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে। (৪) যাহারা সমবেত না হইয়া আপনাপন গৃহে উপাসনা করে, দোষ স্বীকার না করিলে তাহারাও প্রাণদণ্ড-পাইবে। (৫) রাজকর্ম্মচারী ও সৈনিক পুরুষগণ আসিয়া দোষ স্বীকার করুক, নতুবা তাহারাও প্রাণদণ্ড ভোগ করিবে। (৬) বন্দী ও দাসগণও দোষ স্বীকার করুক, নতুবা তাহারাও দণ্ডনীয় হইবে।

উপর্য্যুক্ত বিষয় গুলি পাঠ হইলে দুই জন রাজকর্ম্মচারী দোষ স্বীকার করিয়া ও দেবতার নিকট উৎসর্গের নিমিত্ত গো অশ্ব প্রদান করত রাজ্ঞীর সহিত পুনর্মিলন করিল। ইহাতে রাজ্ঞীর পক্ষীয় লোকেরা উৎসাহ প্রাপ্ত হইল। সর্ব্বপ্রধান সৈনিকপুরুষ এই ব্যাপার দেখিয়া উপস্থিত লোকদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "যে ব্যক্তি রাজ্ঞীর এই বিশেষ আদেশ প্রতিপালন না করিবে, আমরা (সৈনেরা) তাহার সর্ব্বনাশ করিব।" প্রথমতঃ খ্রীষ্টীয়ানদিগকে এক মাসকাল সময় দেওয়া হইল ; কিন্তু তৎপরদিবস পুনরায় নূতন আজ্ঞা প্রকাশিত হইল, যে এক সপ্তাহ মধ্যে দোষ স্বীকার না করিবে, তাহার প্রাণ দণ্ড হইবে। এই আজ্ঞা প্রকাশিত হইলে খ্রীষ্টীয়ানদের যে কত দূর

দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য, কিন্তু তাহারা বিশ্বাসে দৃঢ় ও প্রার্থনায় রত রহিল।

জনৈক খ্রীষ্টীয়ান, বিচারকের নিকট নীত হইলে, বিচারক জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কতবার প্রার্থনা করিয়াছ?" খ্রীষ্টীয়ান বলিল, "আমি যে কতবার প্রার্থনা করিয়াছি, তাহার নির্ণয় হয় না; কিন্তু গত তিন চারি বৎসর প্রত্যেক দিন তিন চারি বারের কম প্রার্থনা করি নাই।" বিচারক পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কি প্রার্থনা কর?" খ্রীষ্টীয়ান বলিল, "আমি পাপমার্জ্জনা এবং পাপ বোধের জন্য শক্তি প্রার্থনা করিয়া থাকি। আমার পরিজন, বন্ধুবর্গ, রাজ্ঞী এবং তাঁহার প্রজাদের মঙ্গল নিত্য প্রার্থনা করিয়া থাকি—আর এই প্রার্থনা খ্রীষ্টের নামে উৎসর্গ করি। কেননা খ্রীষ্ট ব্যতীত আর কাহারও অনুরোধে ঈশ্বরহইতে আমরা কোন মঙ্গলই প্রাপ্ত হইতে পারি না।" বিচারক এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "এ যে বড় উত্তম প্রার্থনা, কিন্তু রাজ্ঞী যখন স্বীয় রাজ্যমধ্যে এই প্রকার কার্য্য ভাল বাসেন না, তখন এই সকল প্রার্থনা উৎসর্গ করা তোমাদের উচিত নহে।" এই খ্রীষ্টীয়ান শেষে বিচারকের নিকট খ্রীষ্টের প্রেমের কথা প্রকাশ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

খ্রীষ্টীয়ানগণ এই বিপদে পতিত হইয়া প্রার্থনাতে দ্বিগুণতর রত হইল। দিবাভাগে প্রার্থনাসভা করা বিপজ্জনক হওয়াতে খ্রীষ্টীয়ানগণ অর্দ্ধ রাত্রে একত্রিত হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল। এক রাত্রে এক জন রাজকর্ম্ম-

চারি প্রার্থনাস্থলে উপস্থিত হইয়া এতদূর আপ্যায়িত হইল যে, সে কালক্রমে খ্রীষ্টকে স্বীকার করিল। পরে রাজদ্বারে দোষ স্বীকার করণের কথা তাহাকে বলিলে, সে উত্তর করিল, প্রার্থনা করা যে অন্যায়; এ জ্ঞান যতক্ষণ আমার না জন্মিবে, ততক্ষণ দোষ স্বীকার করিতে পারি না।" এই ব্যক্তি তাড়নাকালে খ্রীষ্টকে স্বীকার করিয়া হত হয়। স্ত্রীলোকেরা একত্রিত হইয়া প্রার্থনাদি করিত, তাহারাও সাহসসহকারে ত্রাণকর্ত্তাকে স্বীকার করিয়া কেহ বা হত, কেহ বা দাসীবৎ বিক্রীতা হইয়াছিল।

উক্ত সপ্ত দিবসের অবকাশমধ্যে মাদাগাস্কারস্থ মাই-মারনিয়া প্রদেশস্থ প্রজাগণ অনেক অর্থ প্রদান করিয়া খ্রীষ্টীয়ানদের জীবন প্রার্থনা করিল; রাজ্ঞীও তাহাদের প্রার্থনা শ্রবণ করিলেন। কিন্তু নির্দ্ধারিত দিবসে এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন, যে ব্যক্তি আমার নিয়ম লঙ্ঘন করিবে, তাহার জীবন বিনাশ ব্যতীত আর কিছুতেই আমি সন্তুষ্ট হইব না। প্রায় ৪০০ রাজকর্ম্মচারির পদ খর্ব্ব হইল। খ্রীষ্টীয়ানদের নিকটহইতে ধর্ম্মপুস্তক বল পূর্ব্বক সকল কাড়িয়া লওয়া হইল। অনেকে ধর্ম্মপুস্তক ত্যাগ করিল না; লুকাইয়া রাখিল। আর সেই সকল পুস্তক রাজ্ঞী মিশনরিদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। মিশনরিগণও অবকাশ মত গুপ্ত ভাবে খ্রীষ্টীয়ানদিগকে সান্ত্বনা ও প্রভুর ভোজ প্রদান করিতে ত্রুটি করিলেন না। তথাচ দূরবর্ত্তী গ্রামহইতে খ্রীষ্টীয়ানগণ গোপনে মিশনরিদের নিকট উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মপুস্তক লইয়া যাইত ও তাহা পাঠ করিয়া

অকথ্য সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইত। রাজকর্ম্মচারিরা পরম্পরা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া এ বিষয় নিবারণ করিবার জন্য প্রাণদণ্ড প্রচার করিল। বিপদে বেষ্টিত হইয়া মিশনরিগণ রাজ্ঞীকে পুনঃ২ আবেদন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন প্রার্থনাই গ্রাহ্য না হওয়াতে তাঁহারা কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। পরে কয়েকজন বিশিষ্ট খ্রীষ্টীয়ান তাঁহাদিগকে এই পরামর্শ দিলেন যে, খ্রীষ্টীয়ানদের মঙ্গল উদ্দেশে. তাঁহাদের পক্ষে কিছু কালের জন্য মাদাগাস্কার পরিত্যাগ করা বিহিত। এই পরামর্শে কতকগুলি ধর্ম্মপুস্তক ও দুই জন মিশনরিকে রাখিয়া অবশিষ্ট মিশনরিগণ মাদাগাস্কার পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু তথায় বাস করা সেই দুই জনের পক্ষে অধিকতর কষ্টকর হওয়াতে অবশেষে তাঁহারাও স্বদেশে গমন করিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্মযাজনা নিবারিত হইবার পূর্ব্বে রাফারাভাবি নাম্নী একজন ভদ্র বংশজা কামিনী খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তাঁহার পিতা এবং ভ্রাতা রাজদ্বারে উচ্চপদস্থ ছিলেন। মিশনরিগণ প্রস্থান করিলে, রাফারাভাবি কয়েক জন খ্রীষ্টীয়ানীকে সঙ্গে করিয়া প্রতি বিশ্রামবারে ভজনা করিতেন। এক দিবস তাঁহারই দুই জন দাসী বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নামে অভিযোগ করিল, কিন্তু তথাকার এক জন গুপ্ত খ্রীষ্টীয়ান গোপনে রাফারাভাবিকে এই সংবাদ প্রদান করিল। রাফারাভাবির পিতা এই বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ শ্রবণ করিয়া তখনই দাসীদিগকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিলেন। কিন্তু রাফারাভাবি তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া

ক্রন্দন-সহকারে তাহাদের সহিত প্রার্থনা করাতে দুই জনই খ্রীষ্টীয়ান হইল। (ইহাদিগের এক জন বিশ্বাসের জন্যে প্রাণ দেয়।) রাজ্ঞী এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া তখনি তাঁহার প্রাণ দণ্ড করিতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু সভাস্থ লোকে রাফারাভাবির পিতা ও ভ্রাতার রাজকার্য্যদক্ষতার বিষয় উল্লেখ ও তাহাদের কর্ত্তৃক রাজ্যের উপকারের বিষয় বর্ণনা করাতে, রাজ্ঞী তাহাকে মার্জ্জনা করিলেন। কিন্তু রাফা-রাভাবি প্রার্থনা করিতে নিরস্ত হইলেন না। প্রান্তরে ও পর্ব্বতগুহায় যাইয়া সঙ্গিনীদের সহিত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এক বৎসর পরে পাদরি জোনস্ সাহেব নিজ মেষপালের তত্ত্ব গ্রহণার্থ মাদাগাস্কারে গেলেন। খ্রীষ্টী-য়ানগণ তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দলে২ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সমুদ্রতটে গমন করিতে লাগিল। তিনিও তাহাদিগের বিশ্বাসের দৃঢ়তা দর্শন করিয়া পরমাপ্যায়িত হইলেন ও তাহাদিগকে যথাবিহিত সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয়ানদিগের অমঙ্গল ভয়ে তটে অবতরণ করিতে পারিলেন না। খ্রীষ্টীয়ানগণ যে নানা তাড়না সত্তেও খ্রীষ্টকে পরিত্যাগ করে নাই, ইহাই তাঁহার পরম আহ্লাদের বিষয় হইল।

খ্রীষ্টীয়ানগণ যে এই বিপৎকালে এক জন শিক্ষাদাতার সহিত সমুদ্রতটে একত্রিত হইয়া সান্ত্বনা প্রাপ্ত হই-তেছে, এই ব্যাপার অধিককাল গুপ্ত রহিল না। প্রভুর রাজ্যের শত্রুগণ অতি শীঘ্রই সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া সেই প্রেমালাপ স্থগিত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল।

এক দিবস দুই জন দেবপূজক মহিলা বিচারকের নিকট উপস্থিতা হইয়া দশজন খ্রীষ্টীয়ানীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করত বলিল যে, এই দশ জন প্রতি বিশ্রামবারে রাফারা-ভাবির আবাসে একত্রিত হইয়া খ্রীষ্টীয়ানদের ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে। বিচারক ক্রোধান্ধ হইয়া তখনি তাহাদিগকে ধৃত করিলেন। এবং রাফারাভাবির নিকট অপরাপরের নাম জ্ঞাত হইবার জন্য অনেক যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাফারাভাবি কোন ক্রমে কাহারও নাম না বলিয়া আপনি যে নানা স্থানে প্রার্থনা করিতেছেন, ইহাই মাত্র স্বীকার করিলেন। রাফারা-ভাবির নিকট শত্রুগণ বিফলযত্ন হইয়া প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক রাসালামা নাম্নী আর এক বন্দির নিকট যাইয়া বলিল, রাফারাভাবি সকলের নাম আমাদিগকে বলিয়াছে, আর গোপন করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু এবিষয় নিশ্চয় করিবার জন্যে তোমার নিকটেও তাহাদিগের নাম শুনিতে বাঞ্ছা করিতেছি। রাসালামা এই প্রকারে প্রবঞ্চিত হইয়া সপ্ত জনের নাম ব্যক্ত করিল, সেই সপ্ত জনের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ পৌল এক জন। নাম প্রকাশিত হওয়াতে ইহারা ধৃত হইল। রাজ্ঞীর নিকট সর্ব্ব শুদ্ধ ১৪ জনের নামে অভিযোগ উপস্থিত হয়। বন্দিগণ জিজ্ঞাসিত হইলে যে প্রকার উত্তর প্রদান করিয়া-ছিল, তাহাতে প্রাণ দণ্ড হইবার কোন দোষ পাওয়া যায় নাই। তথাচ শত্রুগণ তাহাদিগের প্রাণ নাশে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইল। নিষেধ সত্ত্বেও প্রার্থনা করাতে রাজাজ্ঞা

লঙ্ঘন দোষই প্রমাণীকৃত হইল। এই সামান্য দোষ-নিবন্ধন তাহাদের প্রাণদণ্ডবিধান হইল। খ্রীষ্টীয়ানগণের অবরুদ্ধ হইবার চতুর্দ্দশ দিবস পরে, রাফারাভাবির গৃহ ভূমিসাৎ করিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল। এবং রাফা-রাভাবি কারাগারে প্রেরিত হইলেন। পথিমধ্যে জনৈক খ্রীষ্টীয়ানকে সন্নিকটে দেখিয়া রাফারাভাবি বলিলেন, "তুমি শেষ পর্য্যন্ত আমার সহিত থাকিও। সাক্ষ্য হইতে প্রভু যে আমাকে বল দিবেন, তদ্দর্শনে অন্যেও যেন বলবান হয়, এই আমার ইচ্ছা।" সে উত্তর করিল, "ভগিনি, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না। তুমি আমাদিগের ভরসা-ভূমি, প্রভুতে সংসক্ত থাক।" আর এক জন বলিল, "ভগিনি, নির্ভয় হও, এ জগতে অনেক কষ্ট, কিন্তু স্বর্গে অনন্ত বিশ্রাম।" কিয়ৎক্ষণ পরে রাফারাভাবিকে এক গৃহে অব-রুদ্ধ করিয়া শৃঙ্খলবদ্ধ করিতে লাগিল। কর্ম্মকার শৃঙ্খল দৃঢ় করিতেছে, দেখিয়া তথাকার প্রহরী বলিল, অধিক দৃঢ় করিও না, কল্য প্রত্যুষেই ইহার প্রাণদণ্ড হইবে। প্রহ-রির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি জানিলেন যে, অন্তিম-কাল দূরবর্ত্তী নহে। কিন্তু প্রভুর সে প্রকার ইচ্ছা ছিল না, সেই রাত্রিতে নগরে মহা অগ্নিকাণ্ড নিবন্ধন সমস্ত রাজকার্য্য স্থগিত হওয়াতে রাফারাভাবির প্রাণ দণ্ডও স্থগিত রহিল। পর দিবস অর্থাৎ যে দিবস রাফারাভাবির প্রাণ দণ্ড হইবার কথা ছিল, সেই দিবস বন্দিগণ পৃথক২ গৃহে রুদ্ধ ও ভিন্ন২ লোকের হস্তে সমর্পিত হইল। পৌল ও রাফারাভাবি প্রধান হওয়াতে তাহাদের উভয়কে একই গৃহে বদ্ধ করিল।

পরে সমস্ত লোককে একত্রিত করিয়া রাজাজ্ঞা পাঠ করা হইল। তখন রাজ্ঞী খ্রীষ্টীয়ানদিগকে দাসবৎ বিক্রয় ও প্রার্থনাকারিদিগকে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত করিতে আদেশ করিলেন।

রাসালামা যে যে উত্তর প্রদান করিয়াছিল, তাহা প্রধান সৈনিক পুরুষের কর্ণগোচর হইলে তিনি তাহাকে প্রহার করিতে আজ্ঞা করিলেন। পর দিবস তাহার প্রাণ দণ্ড নির্দ্ধারিত হইল—তাহার হস্ত পদ গলা ও উরুদেশ শৃঙ্খলবদ্ধ হইল। প্রত্যূষে মুক্ত হইয়া বধ্যভূমিতে নীত হওনকালে যে ভজনাগৃহে সে বাপ্তাইজিত হইয়াছিল, সেই গৃহ দর্শন করিয়া সে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ঐ স্থানে আমি প্রভুর বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছিলাম।"

বধ্যভূমিতে নীতা হইলে, প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত রাসালামা কিঞ্চিৎ অবকাশ চাহিল। প্রার্থনা শেষ হইলে রাসালামা অতি বিনীতভাবে জানু অবনত করিয়া প্রভুর হস্তে নিজ আত্মা সমর্পণ করিল, অনন্তর হন্তা বড়শা-দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিল। তাহার মৃত্যু দর্শন করিয়া কেহ২ বলিল, উহার ঈশ্বর কোথায়? এখন কেন উহাকে বাঁচায় না? কেহ বলিল, ধন্য শ্বেতাঙ্গদের ধর্ম্ম! ইহা অবলম্বন করিলে মৃত্যুরও ভয় থাকে না। এক জন বলিল, আমি যদি এমনি শান্তিতে মরিতে পারি, ত ইচ্ছাপূর্ব্বক মরি। এই প্রকারে ১৮৩৭ সালের ১৪ আগষ্ট তারিখে মাদাগাস্কারের প্রথম ধর্ম্মসাক্ষী প্রভুর জন্যে স্বীয় রক্ত-পাত করিয়া মাদাগাস্কারকে পবিত্র করেন।

## ষষ্ঠ অধ্যায়।

রাসালামার মৃত্যুর পর পুরুষ বন্দিগণ চিরদাসরূপে বিক্রীত হইল। এবং স্ত্রীলোকেরা আত্মীয়বর্গের দ্বারা মোচনীয় অবস্থায় রহিল। রাজমন্ত্রী বৃদ্ধ পৌলকে ক্রয় করিয়া প্রত্যহ ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। রাত্রিকালে তাহার হস্ত পদ গলদেশ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিত। বৃদ্ধ পৌল এই অবস্থায় থাকিয়া প্রভুর প্রেমের কথা নিজ সহকারিদের নিকট নিয়ত প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিল না।

রাফারাভাবি কএক মাস আবদ্ধ থাকিয়া বাজারে প্রকাশ্যরূপে বিক্রীতা হইল। এক জন কুটুম্ব তাহাকে ক্রয় করিয়া সুখে ও স্বাধীনভাবে রাখিল।

রাফারালাহি নামক জনৈক যুবক রাফারাভাবির বন্দিত্বের ও রাসালামার মৃত্যুর সময়ে উপস্থিত ছিল। সে নিজ গৃহে কয়েকজন খ্রীষ্টীয়ানকে সংগ্রহ করিয়া নিয়মিত রূপে প্রার্থনাদি করিত। রাফারাভাবিও মুক্তিলাভ করিয়া ইহাদিগের সহিত একত্র হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল। একজন ভাক্ত খ্রীষ্টীয়ান, পরীক্ষার সময় প্রভুকে অস্বীকার করিয়াছিল; সে রাফারালাহির টাকা ধারিত। রাফারালাহি সেই টাকা চাহিলে ভাক্ত তাহাদের নামে অভিযোগ করিল। রাফারালাহি তৎপর ধৃত হইয়া তিন দিবস কারাগারে শৃঙ্খলবদ্ধ থাকিয়া বধ্যভূমিতে নীত হওনকালে পথি মধ্যে খ্রীষ্টের প্রেম ও দয়ার বার্ত্তা প্রচার করিতে লাগিল। বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইয়া জানু অবনত করিয়া

প্রার্থনা করিল। প্রার্থনা শেষ হইলে সে বড়শাদ্বারা নিহত হইল। পরে তাহার আত্মীয়বর্গ তাহার শব লইয়া গিয়া পৈতৃক সমাধিস্থলে সমাহিত করিল।

রাফারালাহির মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাহার যুবতী ভার্য্যা ও দাস দাসীদিগকে স্বামির সহচরদিগের নাম প্রকাশ করিতে আজ্ঞা করা হইল। কিন্তু প্রকাশ না করাতে নির্দ্দয়রূপে প্রহারিত হইল, শেষে অসহ্য যন্ত্রণা-গ্রস্ত হইয়া সকলের নাম প্রকাশ করিল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, রাফারাভাবিও এ স্থানে গতায়াত করিত। সেই দিবস সে দুই জন সঙ্গিসহ এক গৃহস্থের সহিত আলাপ করিতেছিল। এমন সময়ে একজন দাস উপস্থিত হইয়া তাহার হাতে একখানি পত্র দিল। পত্রখানি পাঠ করিয়া রাফারালাহির মৃত্যু, তাহার পরিজনের প্রতি উৎপীড়ন এবং সঙ্গিদের নাম প্রকাশিত হওনের সমাচার প্রাপ্ত হওয়াতে তাহার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। সেই সময়ে, ত্বরায় পলায়ন ব্যতীত আর কোন উপায় না দেখিয়া, তিন জনেই পলায়নপর হইল, কেননা তিন জনেরই নাম বিচারকের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল। সাধারণ বধ্য-ভূমির নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রার্থনাপূর্ব্বক তিন জনে তিন পথে যাত্রা করিল। রাফারাভাবির সহচরীদিগের সংবাদ অনেক কালাবধি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

রাফারাভাবি তাহাদিগের নিকট বিদায় লইয়া গোপনে নগরে প্রবেশ করিল ও অন্য চারিজন বন্ধু ও পৌলকে সঙ্গে লইয়া অর্দ্ধ রাত্রিকালে নগর পরিত্যাগ করিল।

পরদিবস তাহাদিগকে বধ করিবার আজ্ঞা প্রচারিত হইল, ও ধরিবার জন্য চতুর্দ্দিগে লোক প্রেরিত হইল। কিছু দিন পরে বৃদ্ধ পৌল ও রাফারাভাবির ভ্রাতুষ্পুত্র (পৌলের সহচর) ধৃত হইয়া শৃঙ্খলবদ্ধ হইল, কিন্তু তাহাদিগের হত্যা স্থগিত রহিল। সকলকে এক সঙ্গে বধ করিবার অভিপ্রায়ে হন্তারা রাফারাভাবি ও তাহার সহচর সহচরী-দের ধৃত হওনের অপেক্ষায় রহিল। দায়ূদ্, দায়ূদের স্ত্রী, যোষেফ্ এবং আর কএক জন খ্রীষ্টীয়ান দলবদ্ধ হইয়া আর এক দিগে পলায়ন করত জনৈক খ্রীষ্টীয়ান বন্ধুর আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু সেই ব্যক্তির গৃহে নিঃশঙ্কভাবে থাকিতে অক্ষম হইয়া নিকটস্থ বনে গিয়া লুকাইয়া রহিল। তথায় খ্রীষ্টীয়ানগণ গোপনে তাহাদিগকে আহারাদি প্রদান করিত। কিন্তু শত্রুভয়ে অধিককাল তাহাদিগকে অনশনে থাকিতে হইল। শিমিয়োন নামক আর এক ব্যক্তি নগরস্থ এক গৃহে লুক্কায়িত ছিল। সেও অধিক কাল তথায় থাকা বিপজ্জনক বোধ করিয়া পলায়নপর হওত যে বনে দায়ূদ প্রভৃতি লোকেরা লুক্কায়িত ছিল, সেই বনে গিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইল।

রাফারাভাবি এক জন খ্রীষ্টীয়ানের বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিল। দিবাভাগে বনে থাকিত, রাত্রি কালে তথায় গিয়া আহারাদি করিত। ক্রমে তাহার আশ্রয় স্থান প্রকাশিত হইলে বিচারক তাহাকে ধরিবার জন্য ৮ জন সৈনিক পুরুষ প্রেরণ করিলেন। তাহারা হঠাৎ উপস্থিত হইয়া উক্ত আশ্রয়স্থান আক্রমণ করিল। গৃহস্বামী

ত্বরায় রাফারাভাবিকে এক মাজুবদ্ধারা আবৃত করিল। অনন্তর কিয়ৎকাল রাজানুচরদের সহিত আলাপ করিয়া বাহিরে গমন কবিলে তাহারাও গৃহস্বামির পশ্চাৎ২ গেল। এই অবসরে রাফারাভাবি সেই গৃহ হইতে নির্গত হইয়া শত্রুহস্ত এড়াইল। এই সময়ে রাজ-নিয়ম এত কঠিন হইয়া উঠিল যে, খ্রীষ্টীয়ানদিগকে আশ্রয় প্রদান করিলে প্রাণ দণ্ড হইত। এই জন্য কত জন যে দেশত্যাগী হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা যায় না। বনে জঙ্গলে খ্রীষ্টীয়ানগণ দলে২ ভ্রমণ করিতে লাগিল! কোন২ গ্রাম প্রায় জনশূন্য হইয়া গেল। নির্দোষ খ্রীষ্টীয়ানদের প্রতি এই সকল অত্যাচার হইতে লাগিল। যে গ্রামে যায়, কেহই রাজদণ্ডের ভয়ে আশ্রয় প্রদান করে না। কত লোক ধৃত হইল, কত লোক ধৃত হইতে২ রক্ষা পাইল। কিন্তু কেহই খ্রীষ্টকে পরিত্যাগ করিল না। মিশনরিগণ তো কেবল রাজধানীতে ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসকলে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার কবিয়াছিলেন, কিন্তু এই পলায়মান খ্রীষ্টীয়ানগণ যে২ স্থানে ভ্রমণ করিল, প্রায় সকল স্থানেই ভক্তদিগের আবাস প্রাপ্ত হইল। অনেক গ্রামে ধর্ম্মপুস্তক পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া খ্রীষ্টীয়ানগণ তাহা পাঠ করত সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইয়াছিল। দূরবর্ত্তী স্থান হইতে খ্রীষ্টীয়ানগণ কোন নিভৃত স্থানে একত্রিত হইয়া বিশ্রামবার উপাসনায় ক্ষেপণ করিত। বিপদকালে এই প্রকার একত্রিত হইয়া যে কত সান্ত্বনা তাহারা প্রাপ্ত হইত, তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। এক দিবস রাফারাভাবি ও তাহার সঙ্গিগণ কোন গ্রামে গিয়া এক অজানিত খ্রীষ্টী-

য়ানীর বাটীতে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইবামাত্র শুনিল যে, সিপাহিগণ তাহাদের অন্বেষণে সেই গ্রামে উপস্থিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয়ানী তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে এক গর্ত্তে লুকাইয়া গর্ত্তের মুখ কন্টকদ্বারা আবরণপূর্ব্বক এক দিবস ও এক রাত্রি তাহাদিগকে গোপনে রাখিল। পরে এক নিবিড় বনে তাহাদিগকে প্রেরণ করিল। তথায় অবস্থানকালে এক দিবস দেখিল যে, কএক জন সিপাহী রাফারালাহির অভিযোগকারির সহিত রাজপথ দিয়া গমন করিতেছে। কিন্তু প্রভুর অনুগ্রহে সে বারেও তাহারা রক্ষা পাইল।

আর এক জন খ্রীষ্টীয়ান নানা বিপদ সম্ভাবনা সত্তেও পলায়িত খ্রীষ্টীয়ানদিগকে লইয়া আমোদ প্রমোদ করিল, ও কএক দিবস নিজ আবাসে রাখিয়া ভক্তদের সহবাসে সময় অতিবাহিত করিল। এই স্থানে অবস্থানকালে পাদ্রি জোন্স সাহেব টামাটেভ নগরে উপস্থিত হইলেন। এক জন খ্রীষ্টীয়ান তাঁহার আগমনবার্ত্তা প্রদান করিলে পলায়িতেরা জোন্স সাহেবের নিকট এক জন লোক প্রেরণ করত দেশ পরিত্যাগ করিবার কোন উপায় আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল। জোন্স সাহেব অত্যন্ত স্নেহসহকারে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া এক জন খ্রীষ্টীয়ান কর্ম্মচারির সহিত তাহাদিগের পলায়নের উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। উপায় স্থির হইলে তিনি সেই ব্যক্তিকে পুনরায় প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে সমুদ্রতটে আসিতে বলিলেন।

খ্রীষ্টীয়ানেরা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া টামাটেভ অভি-

মুখে যাত্রা করিল। অতি কষ্টে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, তাহাদিগের গতিরোধ করিবার নিমিত্ত রাজানুচর উপস্থিত। পলাইবার উপায় না দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত খ্রীষ্টীয়ান কর্ম্মচারি জাহাজহইতে মাল্লাদিগের বস্ত্র আনিয়া তাহাদিগকে পরিধান করাইয়া, জাহাজে চড়াইয়া দিল। তাহারা জাহাজে আরোহণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে জানু পাতিয়া প্রভুর ধন্যবাদ করত জাহাজস্থ লোকদের সহিত আলাপাদি করিল। ১৮৩৮ সালের ১৪ই অক্টোবর তারিখে তাহারা মরিসস দ্বীপে উপস্থিত হয়।

যে কর্ম্মচারির সাহায্যে খ্রীষ্টীযানগণ মরিসসে গেল, সে ব্যক্তি আর অধিক দিন গুপ্ত থাকিতে সক্ষম হইল না। খ্রীষ্টীয়ানদিগকে সাহায্য করিয়াছে, এই কথা প্রকাশিত হওয়াতে সেও মরিসসে পলায়ন করিল। পরে ১৮৩৯ সালে মিশনরিরা উক্ত খ্রীষ্টীয়ানদিগকে সঙ্গে লইয়া লণ্ডনে যাত্রা করিলেন। লণ্ডনে উপস্থিত হইলে তথাকার খ্রীষ্টীয়ানগণ অতি সমাদরে এই মালাগাসি খ্রীষ্টীয়ানদিগকে গ্রহণ করিলেন। যে সকল লোক লণ্ডনে গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে রাফারাভাবি, রাজাফি ও শিমিয়োন, এই তিন ব্যক্তি উচ্চ অবস্থান্বিত ছিল। ইহারা সকলেই ধনে, মর্য্যাদায় ও রাজকর্ম্মে উচ্চ শ্রেনীস্থ লোক ছিল। পাদ্রি জোনস্ সাহেব কিছু দিন পরে শিমিয়োনকে সঙ্গে করিয়া মরিসসে প্রত্যাগমন করিলেন ও তাঁহার মহিলা ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে মরিসসে পৌঁছিলেন। শিমিয়োন মরিসসে থাকিয়া অনেক পত্রাদি লিখিয়া মাদাগাস্কারস্থ উৎপীড়িত খ্রীষ্টীয়ানদিগকে

খ্রীষ্টে স্থির থাকিতে সাহস প্রদান করিল ও অনেকবার মাদাগাস্কারে গিয়া কোন২ খ্রীষ্টীয়ানকে রক্ষা করিবার চেষ্টাও পাইল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। পরে ১৮৪৩ সালে জ্বর রোগে তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়। তাহার মৃত্যুতে মিশনরিগণ যেন বাহুহীন হইলেন। সে অতি পরিশ্রমী ও বিশ্বাসী ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিল। তাহার মৃত্যুতে খ্রীষ্টীয়ানদের একজন দেশীয় পরম বন্ধুর বিয়োগ হইল।

রাফারাভাবি মরিসসে এক বৃহৎ গৃহে বাস করিয়া স্বদেশীয় দরিদ্র বালকদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিত। তাহাকেও প্রভু নিজ আবাসে স্থান দিয়াছেন। সেও অনেক পরিশ্রম করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে।

রাফারালাহির মৃত্যুর পর যে সকল খ্রীষ্টীয়ান ধৃত হইয়াছিল, তাহাদের প্রায় সকলেই চিরদাসত্বে বিক্রীত হয়। রাভাহিনী নাম্নী জনেক যুবতী এই সময়ে বিক্রীতা হয়। তাহার দাসত্বাবস্থা দর্শন করিয়া তাহার পিতা মাতা ও বন্ধুবর্গ তাহার সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগপূর্ব্বক পরিবারের লজ্জা নিবারণের উপায় দেখিতে লাগিল। রাভাহিনীকে ক্রয় করিবার জন্য, জনৈক প্রধান কর্ম্মচারির নিকট তাহারা আবেদন করিয়া বলিল যে, খ্রীষ্টীয়ানগণ কুহক জানে। অতএব রাভাহিনীকে অন্তঃপুরে গ্রহন করিবার পূর্ব্বে গরল দ্বারা তাহার পরীক্ষা করা আবশ্যক। বন্ধুবর্গের এই পরামর্শ শুনিয়া সে নানা আপত্তি করিল। শেষে তাহাই পান করাতে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ ত্যাগ হইল।

কিয়ৎকাল পরে তিন জন খ্রীষ্টীয়ানীর নামে প্রার্থনার

অভিযোগ হইল—হঠাৎ একজন কর্ম্মচারী গিয়া তাহাদের দুই জনকে একত্রে ধর্ম্মপুস্তক অধ্যয়ন করিতে দেখিল। এক জন ত্বরায় পলায়ন করিল, কিন্তু আর এক জন ধৃতা হইয়া প্রহারিতা হইলেও স্বীয় সঙ্গিনীর নাম ব্যক্ত করিল না। অবশেষে মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পতিতা হইল। পরে সে দাসত্বে বিক্রীতা হইলে তাহার ক্রেতা তাহাকে বিষ পান করাইতে চাহিল। এই কথা শুনিয়া সে সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া পলায়ন করিল।

খ্রীষ্টীয়ানদিগের এই প্রকার পলায়নে শত্রুগণ রটাইল যে, তাহারা মন্ত্র জানে। রাজ্ঞীও সেই কথায় বিশ্বাস করিয়া সিপাহিদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে, তোমরা যে স্থানে যে খ্রীষ্টীয়ানকে পাইবে, সেই স্থানে গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাকে অধঃমুখে সেই গর্ত্তে নিক্ষেপ করত উর্দ্ধহইতে উত্তপ্ত জল সেচন করিয়া বধ করিবে। পরে মৃত্তিকা দিয়া গর্ত্তের মুখ বন্ধ করিবে। এই প্রকার কঠিন রাজাজ্ঞা প্রকাশিত হইলে খ্রীষ্টীয়ানদের অন্তরে অধিকতর ভয়ের উদ্রেক হইল, কিন্তু প্রভুর প্রতি তাহাদের যে অনুরাগ ছিল, তাহার বৈলক্ষণ্য জন্মিল না।

এই ভয়ানক বিপদের সময়ে খ্রীষ্টীয়ানগণ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও ভ্রাতৃপ্রেমে দৃঢ়রূপে বদ্ধ রহিল। প্রায় প্রত্যেকেই অন্যকে স্বীয় বাটীতে স্থান প্রদান করিয়া মহা বিপদগ্রস্ত হইল, তথাচ ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিল না। তাহারা ঘর বাড়ী, আত্মীয় সজন পরিত্যাগ করা বিহিত বোধ করিল, কিন্তু নিরাশ্রয়

খ্রীষ্টীয়ান ভ্রাতা এবং ভগিনীগণকে বিপন্ন দেখিয়া উপকার করিতে পরাঙ্মুখ হইল না। এই প্রকার দয়ার কথা ক্রমে২ প্রকাশ হইল, এ জন্যেও তাহারা রাজবিচারে দণ্ডনীয় হইবার ভয়ে দেশত্যাগি হইয়া বিদেশে বাস করিতে লাগিল। সুতরাং খ্রীষ্টধর্ম্ম দেশ বিদেশে প্রচারিত হইতে লাগিল। একজন খ্রীষ্টীয়ান, এই ভাবে মিশনরিদিগকে একখানি পত্র লিখিয়াছিল, "আমাদের বিষয়ে যে নূতন রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে, তাহা শুনিয়াছি। তথাচ আমরা প্রভুতে নির্ভর করিয়া আছি। আমাদিগের রক্ষার কি কোন উপায় নাই? আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর অপেক্ষায় আছি। আত্মা ইচ্ছুক বটে, কিন্তু শরীর দুর্ব্বল।" এই ক্ষুদ্র পত্রে উৎপীড়িতদিগের বিশ্বাসের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

---

## সপ্তম অধ্যায়।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পৌল ও রাফারাভাবির ভ্রাতুষ্পুত্র ধৃত হইয়া কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছিল। রাফারাভাবি স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে অত্যন্ত ভাল বাসিত। পলায়নের রাত্রে সে তাহার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিবার জন্য দাসীর বেশ ধারণ করিয়া রাত্রিযোগে কারাগারে গমন করিল ও সাক্ষাৎ করিয়া জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিল। শত্রুগণ বিষ পান করাইল, কিন্তু প্রভুর দয়ায় সে বিষে তাহার কোন ক্ষতি হইল না। রাফারাভাবি ও তাহার

ভ্রাতুষ্পুত্র এই উভয়কে বিষ সেবন করাইবার কথা হইল— কিন্তু কোন সুযোগে সে সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া কৌশলে কারাগার হইতে পলায়ন করিল, এবং কিছু কাল অন্য স্থানে সংগোপনে রহিল।

১৮৩৯ সালের শেষভাগে যিহোশূয় নামক এক জন দেশীয় ধর্ম্মাধ্যক্ষ কএক জন খ্রীষ্টীয়ানের সহিত প্রার্থনাকালে ধৃত হইল—শত্রুগণ তাহাকেও বিষ পান করাইতে চাহিল। কিন্তু সেও সুযোগ পাইয়া পলায়ন করিল ও অন্যান্য পলাতকদের সহিত মিলিত হইল। ক্রমে তাহাদের সহিত অন্যান্য লোক মিলিত হইলে তাহাদের সংখ্যা ১৬ জন হইল। ইংলণ্ডীয় মিশনরিগণ মরিসসে থাকিয়া অর্থাদি প্রেরণদ্বারা তাহাদিগের সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে অধিক কাল গোপনে থাকা অসাধ্য হইল। তাহারা দেশত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। পরে বন্ধুগণের দ্বারা বন্দোবস্ত হইলে তাহারা গোপনীয় স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রকূলে গমন করিতে লাগিল। কয়েক দিবস নিরাপদে গমন করিতে না করিতেই পথিমধ্যে সকলে ধৃত হইয়া পরীক্ষার্থ নগরাভিমুখে নীত হইল; গমনকালে একজন স্ত্রীলোক পলায়ন করিয়া নিকটস্থ গ্রামে গিয়া লুক্কাইল। প্রহরিগণ অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাহাকে পাইল না। পরে অবশিষ্ট পঞ্চদশ জন নগরে আনীত হইলে শত্রুগণ পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে পৃথক২ কুঠরীতে অবরুদ্ধ করিল। এক কুঠরীতে এক যুবক ও যুবতী হস্ত পদ আবদ্ধ হইয়া অবরুদ্ধ ছিল। গভীর

রাত্রি হইলে প্রহরী নিদ্রিত হইল। যুবকও দন্তদ্বারা রজ্জু কর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। হস্তদ্বয় মুক্ত হইলে পদদ্বয় মুক্ত করিল। পরে যুবতীকে মুক্ত করিতে গিয়া দেখিল যে, প্রহরী সেই রজ্জুর উপরে নিদ্রিত। সুতরাং তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। বাতায়ন উদঘাটন করিয়া দেখে, বহিঃস্থ প্রহরীও নিদ্রিত। এই সুযোগে সে কারাগারহইতে নির্গত হইয়া পলায়ন করিল।

উক্ত মাসের ৯ তারিখের প্রত্যূষে বধ্যভূমির দিগে লোকারণ্য গমন করিতে লাগিল। তোপধ্বনি হইতে লাগিল। সকলে জানিতে পারিল যে, এই সময়ে নির্দ্দোষ খ্রীষ্টীয়ানগণ হত হইবে। খ্রীষ্টীয়ানগণও বধ্য-ভূমিতে আনীত হইল। প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ রাজাজ্ঞা পাঠ করিল ও তাহাদের বধ করিবার ইঙ্গিত প্রকাশক তোপ-ধ্বনি হইল। কিন্তু সেই তোপ ফাটিয়া যাওয়াতে গোলন্দাজ হত হইল। এই দুর্ঘটনা দেখিয়া সকলেই বলিল যে, উৎ-পীড়কদের পক্ষে এ বড় সুলক্ষণ নহে। যাহা হউক, ঐ তোপধ্বনি হইবামাত্র বড়শাবিদ্ধ হইয়া খ্রীষ্টীয়ানগণ এই নশ্বর সংসার পরিত্যাগ করিল। অন্য খ্রীষ্টীয়ানেরা ভীত হইয়া যেন প্রার্থনাদি না করে, এই অভিপ্রায়ে যিহোশূয় ও পৌলের মস্তক ছেদন করত দীর্ঘ বড়শাতে বিদ্ধ করিয়া নগরের প্রকাশ্য স্থানে স্থাপন করা হইল। কিন্তু এই সকল ঘটনাদ্বারা শত্রুদের উদ্দেশ্য সফল হইল না, বরং খ্রীষ্টী-য়ানদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

১৮৪২ সালের ১৯ জুন তারিখে বাট্‌সিট্‌সাম্বাহিনা

ও রাবেরাহাম্বা নামক আরও দুই ব্যক্তি হত হইল। সাকালাকা প্রদেশস্থ লোকেরা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিল। তাহাতে ঐ দুই জন সাহসসহকারে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ও তাহাদিগকে খ্রীষ্টপ্রেমবার্ত্তা শুনাইয়া প্রত্যাগমন কালে ধৃত ও বিচারিত হইয়া হত হইল; তাহাদেরও মস্তক প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গান গেল। ইহা দেখিয়া লোকের ভয় হওয়া দূরে থাকুক, বরং উৎপীড়িতদের ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এই ঘটনার তিন মাস পরে কোন ব্যক্তি মথিলিখিত সুসমাচারের ২৩ অধ্যায়ের ১৩ পদ সম্বলিত উক্ত পুস্তকের একখানি পত্র কোন প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গাইয়া দেয়। রাজ্ঞী লোকপরম্পরা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু দোষী ব্যক্তিকে অনুসন্ধান করিয়া ধরিতে অক্ষম হইয়া রাহেরো ও রাট্সিনেলো নামক দুই জন ও আরও কএক জনকে আক্রমণ করিলেন। রাহেরোকে বিষ প্রদান করিলে সে তাহা পান করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। রাট্সিনেলো ও ইমামঙ্গি বিষ ভয়ে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ধৃত হইল ও বিষ ভক্ষণে তাহাদের মৃত্যু হইল; শেষে তাহাদের শরীর খণ্ড২ করিয়া দগ্ধ করা হইল।

১৮৪৩ সালে মালাগাসিদিগের পরম বন্ধু পাদ্রি জোনস্ সাহেব তাহাদেরই মঙ্গল চেষ্টা করিতে২ পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। তিনি মাদাগাস্কার হইতে তাড়িত হইয়াও খ্রীষ্টীয়ানদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি মরিসসে

থাকিয়া মধ্যেহ জলপথে গিয়া গোপনে খ্রীষ্টীয়ানদের সহিত সাক্ষাৎ ও তাহাদিগকে নানা প্রকারে উৎসাহ প্রদান করিতেন এবং যথাসাধ্য অর্থদানে বিপদকালে তাহাদিগের সাহায্য করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে খ্রীষ্টীয়ানগণ অনির্ব্বচনীয় দুঃখসাগরে মগ্ন হইল। তিনি ৫০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে নানা পরিশ্রম ও দুঃখে উপার্জ্জিত অনন্তসুখ ভোগার্থ মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

পরমেশ্বর যে কত উপায়ে নিজ কার্য্য সাধন করেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এক দিকে দরিদ্র খ্রীষ্টীয়ানগণ উৎপীড়িত ও আশ্রয়হীন হইয়া বনেহ ভ্রমণ করিতেছিল, অন্য দিগে আবার মহৎহ লোক তাহাতেও ভীত না হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছিল। গাঢ় তিমির মধ্যেও তিনি আলোক প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে সময়ে খ্রীষ্টীয়ানগণ দেশত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেছিল, সেই সময়ে রাজপ্রাসাদে খ্রীষ্ট আপন গৌরব বৃদ্ধি করিতেছিলেন। পরলোক প্রাপ্ত রাডামার ঔরসে ও বর্ত্তমান রাজ্ঞীর গর্ভে রাকোটাণ্ড নামক এক পুত্র জন্মে—সেই পুত্র এই সময়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া এক স্বতন্ত্র প্রাসাদে থাকিতেন। এক জন কর্ম্মচারি নিয়তই তাঁহার প্রাসাদে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। সেই ভ্রাতুষ্পুত্র খ্রীষ্টীয়ান। যে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের জন্য লোক নির্ভীকচিত্তে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে, সেই খ্রীষ্টীয়ানদিগের যে কি ধর্ম্ম, তাহা জানিবার জন্য রাজপুত্রের বাসনা হইল। সেই যুবক তাঁহাকে প্রভুর প্রেমবার্ত্তা শুনাইল।

এই সময়ে এক জন খ্রীষ্টীয়ান যুবক সাহসসহকারে নগরমধ্যে ধর্ম্ম প্রচার ও প্রকাশ্য রূপে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিল। তাহার হৃদয়ে রাজদণ্ডের ভয় ছিল না। তাহার সাহস দর্শন করিয়া অনেক গুপ্ত খ্রীষ্টীয়ান সাহস পাইয়া প্রকাশ হইল। রাজপুত্র তাহাদিগের এই প্রকার সাহসের সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া এক রাত্রে খ্রীষ্টীয়ানদিগের প্রার্থনা সভায় উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগের উপাসনা শুনিয়া রাজপুত্রের হৃদয় বিগলিত হইল—তিনি প্রতি সভাতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে কোন ব্যক্তি তাহাদের বিরুদ্ধে প্রধান মন্ত্রির নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিল। মন্ত্রিবর তাহাদিগের নামের তালিকা আনিতে অনুমতি প্রদান করিলেন; সে ব্যক্তি এক তালিকা প্রস্তুত করিয়া আনিলে সচিববর দেখিলেন যে, সর্ব্ব প্রথমেই রাজপুত্রের নাম। ইহা দেখিয়া তিনি তালিকা নষ্ট করিলেন, কিন্তু ২১ জনকে দোষী বলিয়া স্থির করিলেন। রাজপুত্র এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া খ্রীষ্টীয়ানদের সপক্ষে অনেক কথা বলিলেন। ইহাতে তাহাদিগের প্রাণ দণ্ড রহিত হইল, তথাচ তাহাদিগের মধ্যে ৯ জনের বিষ পান করিবার অনুমতি হওয়াতে কেবল একজনের প্রাণ বিনষ্ট হইল। আর ৫ জন দাসত্বে বিক্রীত হইল এবং অবশিষ্টেরা শৃঙ্খলবদ্ধ রহিল। কিন্তু অন্যেরা প্রতি বিশ্রামবারে গুপ্ত স্থানে রাজপুত্রের সহিত সম্মিলিত হইয়া উপাসনা করিতে লাগিল।

কিয়ৎ কাল পরে খ্রীষ্টীয়ানগণ আর এক জন বন্ধু প্রাপ্ত হইল। তিনিও রাজবংশোদ্ভব ও রাজ্ঞীর ভগিনীর পুত্র, রামোঞ্জা তাঁহার নাম। তিনি রাজ্ঞীর বড় প্রিয়পাত্র ও রাজপুত্রের পরম বন্ধু ছিলেন। রাজপুত্র তাঁহাকে খ্রীষ্টধর্ম্মের বিষয় জ্ঞাত করাতে তিনিও প্রার্থনায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। খ্রীষ্টীয়ানদের প্রার্থনায় অসুবিধা দেখিয়া তিনি নিজ গৃহের এক অংশে সভা করিতে লাগিলেন। তৎপরে রাজমন্ত্রীর এক ভ্রাতুষ্পুত্র খ্রীষ্টীয়ান হইলেন। নিজের সন্তানাদি না থাকায় ভ্রাতুষ্পুত্র মন্ত্রীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার খ্রীষ্টীয়ান হইবার বিবরণ এই। মন্ত্রী খ্রীষ্টীয়ানদের সংখ্যা ও নাম জ্ঞাত হইবার কারণ এক রাত্রিতে প্রার্থনাস্থানে তাঁহাকে চরস্বরূপ প্রেরণ করেন। তাহাদিগের উপাসনা শ্রবণ করিয়া খ্রীষ্টের প্রতি তাঁহার ভক্তির উদ্রেক হইল। বাটী প্রত্যাগমন করিলে, মন্ত্রী তাঁহাকে খ্রীষ্টীয়ানদের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি বলিলেন না। মন্ত্রী ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, "তুমিও খ্রীষ্টীয়ান, তোমার মস্তক ছেদন হইবে।" যুবক বলিলেন, "আমি খ্রীষ্টীয়ান বটি, আপনি আমার মস্তক ছেদন করিতে ইচ্ছা করিলে করিতে পারেন, তথাপি প্রার্থনা করা পরিত্যাগ করিব না।" পরে মন্ত্রীর অন্তরে স্নেহ উদয় হইলে, তাহাকে আর কোন কথা বলিলেন না।

স্বাধীন খ্রীষ্টীয়ানগণ যেমন নিজ নিজ প্রভুর কার্য্য সাধন করিতেছিল, বন্দিগণ শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়াও অলস ছিল না। তাহারাও যাহাকে দেখিতে পাইত, অথবা যাহারা তাহা-

দিগের অবস্থা দর্শন করিবার নিমিত্ত কারাগারে যাইত, তাহাদিগের নিকট খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিত। তাহাদের পরিশ্রম সফল হইতে লাগিল। প্রহরিগণ খ্রীষ্টকে প্রকাশ্য-রূপে স্বীকার করিতে লাগিল। অন্যান্য লোকও দীক্ষিত হইতে লাগিল। শত্রুগণ খ্রীষ্টধর্ম্মের এতাদৃশ বৃদ্ধি দেখিয়া সেই বৃদ্ধি খর্ব্ব করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিতে লাগিল। যুবক রামোঞ্জার নামে রাজ্ঞীর নিকট অভিযোগ উপস্থিত হইলে, তাঁহার যে দুই গৃহে উপাসনা হইত, রাজ্ঞী তাহাই নষ্ট ও তন্মধ্যস্থ দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। সুতরাং ১৯ ফেব্রুয়ারি (১৮৪৯) তারিখে তাঁহার সেই দুই খানি অট্টালিকা ভস্মসাৎ হইল। এবং অন্যান্য খ্রীষ্টীয়ানগণ আক্রান্ত হইল। শত্রুগণ খ্রীষ্টীয়ান-দিগকে দেবপূজা করণার্থ শপথ করাইবার যত্ন করিল বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। সকলেই বিশ্বাসে দৃঢ় থাকিয়া দেবপূজা অস্বীকার করিল। পুরাতন রাজবংশো-দ্ভব রাইণিট্রাকো নামক এক প্রধান ব্যক্তি খ্রীষ্ট ব্যতীত আর কাহাকেও পূজা করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত ও দগ্ধ হইলেন। ইহা দেখিয়া শত্রুগণ চমৎকৃত হইয়া বলিল, "আর এই লোকদিগকে উৎপীড়ন করা বিহিত নয়, কারণ রাজ্যের অধিকাংশ লোক এই প্রকারে খ্রীষ্টের জন্য যদি প্রাণ দিতে উদ্যোগী হয়, তাহা হইলে মহা বিপদ ঘটিতে পারে।" কিন্তু এই পরামর্শানুসারে কার্য্য সাধিত হইল না। খ্রীষ্টীয়ানগণ ধৃত হইয়া বিচারিত ও হত হইতে লাগিল।

রাইনিট্রাহোর, মরিয়ম, রাণিভো প্রভৃতি কএক জন ধৃত হইয়া জনৈক বিচারকের নিকট বিচারিত হইল। বিচার কালে রাইনিট্রাহো বলিল, "আমি দেবতা অথবা মৃত রাজাদের উপাসনা করিতে পারি না। ঈশ্বর অনন্তকাল উপাস্য, আমি কেবল তাঁহারই ভজনা করিব।" মরিয়ম বলিল, "আমি প্রস্তর ও কাষ্ঠনির্ম্মিত পদার্থের পূজা করিব না। তাহারা নির্জ্জীব পদার্থ, তাহাদের আবার পূজা কি? কিন্তু স্বর্গ মর্ত্তের প্রভু যে ঈশ্বর, আমি তাঁহারই পূজা করি ও করিব।" রাণিভো নাম্নী যুবতীকে বিচারক কৌশল করিয়া রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইলেও সে প্রকাশ্যরূপে বলিল, "আমি দেবতাদিগের সেবা করিতে পারিব না। পরমেশ্বর আমাকে আত্মা প্রদান করিয়াছেন। যত কাল সেই আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করিবে, তত কাল কেবল সেই ঈশ্বরের সেবা করিব।" বিচারে ১৮০০ শত জনের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। ইহারা ইহ জগতীস্থ প্রবাসের শেষ রাত্রি আনন্দসহকারে প্রার্থনা করিতে২ ক্ষেপণ করিল, ও মাদাগাস্কারস্থ তাবৎ খ্রীষ্টীয়ান অর্দ্ধরাত্রিকালে এক স্থানে একত্রিত হইয়া গোপনে বধ্যদিগের জন্য প্রার্থনা করিল। অতি প্রত্যূষে তোপধ্বনি হইলে লোকারণ্য বধ্যভূমি অভিমুখে যাত্রা করিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বাপেক্ষা এ সময়ে বধ্যভূমির আড়ম্বর অধিক। এক স্থানে দুই দুইটি খুঁটি পোতা। বধ্যদিগকে জীর্ণ চট পরিধান করাইয়া প্রত্যেককে দুই দুই খুঁটিতে বদ্ধ করিল। এ অবস্থায়ও কেহ কেহ প্রভুর প্রেমবার্ত্তা প্রচার করিতে

আরম্ভ করাতে শত্রুগণ জীর্ণ বস্ত্র দিয়া তাহাদের মুখ বন্ধ করিল। সকলেই মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু সকলে যে এক কালে বিনষ্ট হয়, প্রভুর এমন অভিমত ছিল না। তাহার কারণ পশ্চাতে বর্ণিত হইতেছে।

রাজ্যের প্রথানুসারে কেহ দণ্ডনীয় হইলেন, রাণীর বিশেষ অনুমতিপত্র ব্যতীত কেহ বধ্যভূমিতে হত বা দগ্ধ হইতে পারিত না, সেই অনুমতিপত্র বধ্য ভূমিতেই সচরাচর প্রেরিত হইত। এই সময়ে সেই পত্র উপস্থিত হইল। পত্র পাঠান্তে কর্ম্মচারিগণ জ্ঞাত হইলেন যে, সকলকে এক কালে বধ করা রাণীর অভিমত নহে। সেই পত্রে চারি জন ভদ্র বংশজকে দগ্ধ, ১৪ জনকে পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে নিম্নে নিক্ষেপ, এবং অবশিষ্টদিগকে যাবজ্জীবন শৃঙ্খলবদ্ধ ও তাহাদিগের সন্তান সন্ততিদিগকে চিরদাসত্বে বিক্রয় করিতে অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছিল। রাজকুমার রামোঙ্গার পদাবনতি ও অর্থদণ্ড হইল। এই সময়ে সর্ব্ব সমেত ১৯০৩ ব্যক্তির দণ্ডবিধান হয়।

পূর্ব্বোক্ত ৪ জন ভদ্র লোককে যখন দগ্ধ করিবার বন্দোবস্ত করা হইতেছিল, তখন তাঁহারা নিতান্ত নির্ভীক হইয়া ঈশ্বরের উদ্দেশে গীত গান করিতে লাগিলেন। যে বিশেষ স্থানে কাষ্ঠ সংগৃহিত হইয়াছিল, যতক্ষণ তথায় উপস্থিত না হইলেন, ততক্ষণ তাঁহারা নীরব হইলেন না। পরে তাঁহাদিগকে খুঁটিতে বদ্ধ করিয়া চতুষ্পার্শ্বে কাষ্ঠ দিয়া তাহাতে অগ্নি যোগ করা হইল। দগ্ধ হইবার সময়ে তাঁহারা উচ্চৈশব্দে বলিতে লাগিলেন, "হে প্রভু যীশু,

আমাদিগের আত্মা গ্রহণ কর,” “ইহাদের এই অপরাধ মার্জ্জনা কর।” আবার কেহ২ বলিলেন,“প্রভো! তোমার নাম ও প্রশংসা চিরস্থায়ী হউক।” তখনি বৃষ্টি হওয়াতে আকাশে মেঘধনু দেখা দিল, বোধ হইল, যেন মেঘধনু এই ধর্ম্মবীরদিগের উপর অধিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা দর্শন করিয়া বহু লোক নগরাভিমুখে পলায়নমান হইল, ও খ্রীষ্টীয়ান-দিগকে বধ করিয়া হৃদয়ে ভীত হইল।

শত্রুগণ পূর্ব্বোক্ত ১৪ জনকে পর্ব্বতশিখর হইতে নিক্ষেপ করিতে লইয়া গেল। পর্ব্বতশিখরে পৌঁছিয়া তাহাদের অঙ্গাবরণ চট খুলিয়া লইল, ও হস্ত পাদ রজ্জু বদ্ধ করিয়া একে২ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এক ব্যক্তি নিক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ অবকাশ যাচ্ঞা করাতে তাহাকে অবকাশ দত্ত হইল। সে চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থ সমস্ত দর্শন করিয়া, স্থির ও মৌন ভাবে কতকক্ষণ প্রার্থনা করিল। অবশেষে নিক্ষিপ্ত হইলে, গীতগান করিতে২ নিম্নে গিয়া পতিত হইল। সর্ব্ব শেষে রাণিভো নাম্নী পূর্ব্বোক্ত রাজপরিবারসম্ভুক্ত যুবতীকে নিক্ষেপ করিবার আয়োজন হইতে লাগিল। রাণী তাহাকে রক্ষা করিবার অনেক উপায় পূর্ব্বে করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে বিনাশ হইতে পরাবৃত্ত করিতে পারেন নাই। এই স্থানে তাহাকে দেব পূজা করিবার প্রতিজ্ঞা করিতে অনুরোধ করা হইল। কিন্তু সে প্রভুকে পরিত্যাগ করিতে অসম্মতা হইয়া প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইল। ইহা দেখিয়া কর্ম্মচারী তাহাকে উন্মাদিনী মনে করিয়া গালে চপেটাঘাত করত

তাহার পিতা মাতার নিকট তাহাকে প্রেরণ করিলেন। প্রায় ২০০ ফুট উচ্চস্থান হইতে নিক্ষিপ্ত হওয়াতে এক জনও খ্রীষ্টীয়ান রক্ষা পাইল না। সকলেই চূর্ণ হইল। তাহাদিগের দেহ অত্যন্ত অবমাননার সহিত রাজপথ দিয়া আনিয়া যে স্থানে ৪ জন ভদ্র লোক পূর্ব্বে দগ্ধ হইয়াছিল, সেই স্থানে দগ্ধ করা হইল।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, রাজকুমার রাযোঞ্জার দ্বিবিধ দণ্ডবিধান হয়, তিনি সৈনিক উচ্চপদ হইতে চ্যুত হয়েন ও তাঁহাকে অর্থ দণ্ডও দিতে হয়। অর্থ দণ্ড তিনি কোন প্রকারে দিলেন, কিন্তু পদচ্যুত হইয়া নিম্ন শ্রেণীর সৈন্য হওয়াতে তাঁহার যে যন্ত্রণা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতে হইলে চক্ষে জল আইসে। রাজপুত্র, রাজভোগে প্রতিপালিত, কিন্তু সামান্য লোকের খাদ্য তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে হইত। সামান্য সৈন্যের মত তাঁহাকে দিবারাত্র প্রহরীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত। সামান্য বস্ত্র পরিধান করিতে হইত। রাণীতনয় রাকোটো প্রত্যহই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার কষ্ট দেখিয়া কাঁদিতেন, ও তাঁহার আহার কষ্ট দেখিয়া প্রত্যহ তাঁহার জন্য খাদ্য সামগ্রী প্রেরণ করিতেন। রাকোটোর এই ব্যবহার দেখিয়া রাজমন্ত্রী রাণীর নিকটে তাঁহার নামে অভিযোগ করিলেন। কিন্তু রাণী অজ্ঞান বালক বলিয়া তাঁহার কোন দণ্ড বিধান করিলেন না।

এই সময়ে কতক গুলি ফরাশি মাদাগাস্কারে আসিয়া নানা প্রকার শিল্প কার্য্য আরম্ভ করিল। রাণী এই

সুযোগে তাহাদিগের হস্তে খ্রীষ্টীয়ান বন্দিদিগকে সমর্পণ করিলেন। তাহারা ইহাদিগের দ্বারা নানা কষ্টকর কার্য্য করাইতে লাগিল। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে শত্রুগণ তাহাদিগের বন্দিত্বের কাল বৃদ্ধি করিবার যত্ন করাতে নূতন সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহাদিগের পক্ষসমর্থন করিয়া বলিলেন, বজ্র একবারই পতিত হয়, বারংবার হয় না। তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া খ্রীষ্টীয়ানদিগকে স্বাধীনতা প্রদত্ত হইল। রাজকুমার রামোঞ্জা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কিছুকাল কষ্ট সহ্য করিয়া, ও আহার বস্ত্রের কষ্ট পাইয়া, মুক্ত হইলেন, ও নিজ পূর্ব্ব উন্নত সৈনিক পদ প্রাপ্ত হইলেন। কিছু দিন পরে তাঁহার বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযোগ হইল, তাঁহার মাতা অর্থাৎ রাণীর ভগিনী রাণীর নিকট উপস্থিতা হইয়া, অনেক মিনতি করিয়া পুত্রকে রক্ষা করিলেন।

রাজকুমার রাকোটো এক কালে কারাগারে উপস্থিত হইয়া কতক গুলি খ্রীষ্টীয়ানকে ধর্ম্মার্থে রুদ্ধ দেখিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিলেন ও কারারক্ষককে বলিলেন, "কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তুমি আমার নাম করিয়া বলিও, রাজকুমার রাকোটো তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন।"

এই সময়ে খ্রীষ্টীয়ানদিগের পরম শত্রু ও রাণীর পরম বন্ধু প্রধান মন্ত্রী, পরলোক প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার পুত্র পিতৃপদ প্রাপ্ত হইলেন। নূতন মন্ত্রী গোপনে খ্রীষ্টীয়ানদিগের বন্ধু ছিলেন। যুবরাজ রাকোটো বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়াতে রাণী তাঁহাকে রাজ্যভার একেবারে প্রদান না করিয়া, প্রধান কর্ম্মচারী রূপে নিযুক্ত করিলেন। রাণী

ইংরাজদিগের সহিত সখ্যভাব রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজ্যের এ সকল পরিবর্ত্তন সংবাদ অতি ত্বরায় ইংলণ্ডে পৌঁছিল, তথাকার লণ্ডন মিশনরি সোসাইটী মাদাগাস্কারের অবস্থা জ্ঞাত হইবার জন্য পাদ্রি এলিস্ ও কামেরণ সাহেবদ্বয়কে প্রেরণ করিলেন। উক্ত মিশনরিদ্বয় মরিসচে উপস্থিত হইয়া উৎসাহজনক কোন সংবাদ পাইলেন না। শুনিলেন, খ্রীষ্টীয়ানদিগের অবস্থা যেমন ছিল, তেমনি আছে, কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেবল যুবরাজ তাহাদিগের প্রতি যথাসাধ্য অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। তৎপরে তাঁহারা মাদাগাস্কারে উপস্থিত হইয়া, যদিও রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না, তথাচ অতিশয় সমাদর প্রাপ্ত হইলেন। পীড়াভয়ে তাঁহারা অধিক কাল মাদাগাস্কারে থাকিলেন না। কিন্তু সেই অল্পকালের মধ্যে কোন২ খ্রীষ্টীয়ানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জ্ঞাত হইলেন যে, তাহাদের সংখ্যা দিন২ বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু পুস্তক অভাবে তাহাদিগের বড় অসুবিধা হইতেছে। যুবরাজের বাটীতে গোপনে প্রার্থনাসভা হইয়া থাকে, কিন্তু রাণী যেন তাহার কোন সংবাদ না পান, এই জন্য উপাসনাকালে বহির্দ্দেশে বাদ্যাদি করা হয়। এই সকল সংবাদসহকারে উক্ত সাহেবদ্বয় মাদাগাস্কার পরিত্যাগ করিয়া মরিসচে উপস্থিত হইলেন। পরে, যে সময়ে পীড়া হইয়া থাকে, সে সময় উত্তীর্ণ হইলে, পুনরায় মাদাগাস্কারে যাত্রা করিলেন। দুই সপ্তাহ কাল থাকিবার পরে কতকগুলি খ্রীষ্টীয়ান তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইল। খ্রীষ্টীয়ানদের

সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া ও তাহাদিগের উন্নত ধর্ম্মজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া, মিশনরিদ্বয় আহ্লাদিত হইলেন, এবং প্রার্থনা ও ধর্ম্ম পুস্তক পাঠে প্রতি দিন অর্দ্ধ রাত্রি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এক দিবস এলিস সাহেব জনৈক শাসনকর্ত্তার গৃহে নিমন্ত্রিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, পূর্ব্ব রাত্রিতে তাঁহার সহিত যাহারা প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহাদের এক জন রাজকীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া, তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন, আর বলিলেন যে, কএক জন পলায়িত খ্রীস্টীয়ানী সামান্য উপঢৌকন লইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। তাঁহারা উপস্থিত হইলে, পাদ্রি সাহেব তাঁহাদিগের নানা যন্ত্রণার বিবরণ শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। গৃহহীন, পুত্র কলত্রকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, সদা প্রাণভয়ে শঙ্কিত। উক্ত সাহেব নানা প্রকার আশ্বাস বাক্য বলিয়া ও প্রভুতে দৃঢ় থাকিবার জন্য উত্তেজনা করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন। পলায়িত খ্রীস্টীয়ানগণ ক্রমে২ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। কিন্তু এ কথা অধিক দিন গুপ্ত রহিল না। পাদ্রি এলিস্ সাহেব অল্প দিন পরেই শুনিলেন যে, খ্রীস্টীয়ানদিগকে ধৃত করিবার নিমিত্ত চর নিযুক্ত হইয়াছে। পাদ্রি সাহেব খ্রীস্টীয়ানদিগকে এই সম্বাদ প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। তাহারা দূরে২ সধর্ম্মী প্রহরী সংস্থাপিত করিয়া সাহেবের আবাসে উপস্থিত হইতে লাগিল। যত

লোক তাঁহার নিকটে আসিত, সকলেই ভদ্রবংশজ ও খ্রীষ্টীয়ান হইবার পূর্ব্বে রাজসংসারে উচ্চ পদান্বিত ছিল। তাহারা খ্রীষ্টীয়ান হইয়া নানা হীন কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল। পৃষ্ঠে ক্ষত চিহ্ন দেখিয়া, তাহারা যে কি পর্য্যন্ত অবমানিত হইয়াছিল, তাহা জ্ঞাত হওয়া গেল। এই সকল যন্ত্রণা ঘটিলেও কোন সময়ে বা কোন প্রকারে কোন্ খ্রীষ্টীয়ান হিংসাভাবে কোন বিশেষ ব্যক্তির বা রাজ্যের বিরুদ্ধে কোন কথা বলে নাই। পাদ্রি সাহেব খ্রীষ্টীয়ানদিগের এই ব্যবহারের বিষয় উল্লেখ করিয়া বড় প্রশংসা করিয়াছেন।

১৮৫৫ সালে পাদ্রি এলিশ্ সাহেব স্বদেশ যাত্রা করিলেন, কিন্তু কিছু দিন পরে মাদাগাস্কারস্থ খ্রীষ্টীয়ানদিগের কএক খানি পত্র প্রাপ্ত হইয়া ১৮৬৫ সালে, ১২ জুলাই তারিখে পুনরায় তথায় উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইলে রাজপরিবারস্থ সকল লোক তাঁহাকে অতি সম্মানসহকারে গ্রহণ করিলেন। এক দিবস অতি প্রত্যূষে রাজকুমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইলেন। পর দিবস রাজকুমার রামোঞ্জা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে কথা বার্ত্তা করিয়া সাহেব বড় সন্তুষ্ট হইলেন। রামোঞ্জা উপস্থিত হইবামাত্র জানু অবনত করিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিলেন, তৎপরে পাদ্রি সাহেবের সহিত নানা বিষয়ে কথা বার্ত্তা করিয়া বিদায় হইলেন।

তৃতীয় দিবস রাণীর প্রেরিত কএক জন রাজকর্ম্মচারী

আসিয়া তাঁহার আগমনের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। পাদ্রি সাহেব বলিলেন যে, মাদাগাস্কারের সহিত ইংলণ্ডের সখ্যভাব থাকে ও সকল বিষয়ে মাদাগাস্কারের উন্নতি হয়, এই তাঁহার উদ্দেশ্য ও সেই উদ্দেশ্যপ্রকাশক ইংলণ্ডীয় মহারাণীর একখানি পত্র পাঠ করিয়া তাঁহাদিগকে শুনাইলেন, তাঁহারা পত্রের মর্ম্ম রাণীকে জ্ঞাত করিলেন। রাণী বড় সন্তুষ্ট হইয়া এলিস্ সাহেবের নিমিত্ত নানা উপাদেয় দ্রব্য প্রেরণ করিয়া স্বীয় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

মালাগাসী খ্রীষ্টীয়ানদের প্রতি এই দারুণ উপদ্রবের কালে ফরাশী দেশীয় জনৈক ভদ্র ধনশালী বণিক মাদাগাস্কারে বাণিজ্য করিতেন। তিনি খ্রীষ্টীয়ানদের প্রতি এই দুর্ব্বিসহ তাড়না দর্শন করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। স্বদেশে যাত্রা করিলেন। তথায় মাদাগাস্কার জয় করিয়া খ্রীষ্টীয়ানদিগকে উদ্ধার করিবার জন্যে স্বীয় সম্রাট্‌কে অনুরোধ করিলেন। স্বদেশে আবেদন অগ্রাহ্য হইলে, তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়া মহারাণীকে উক্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অনুনয় করিলে, তিনিও বিশেষ মনযোগ করিলেন না। সুতরাং উক্ত বণিক হতাশ হইয়া পুনরায় মাদাগাস্কারে উপস্থিত হইলেন। কিছু দিন পরে তাঁহার অভিসন্ধি প্রকাশিত হইলে রাণী তাঁহাকে ও অন্যান্য ইউরোপীয়দিগকে দেশহইতে নির্গত করিয়া খ্রীষ্টীয়ানদিগের প্রতি দ্বিগুণ উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। ভূতপূর্ব্ব মিশনরিদিগের এক জন ছাত্র অনেক খ্রীষ্টীয়ানদিগের সহিত আলাপাদি করিত। দুরাত্মা

তাহার হৃদয়ে উপস্থিত হওয়াতে সে ৭০ জন খ্রীষ্টীয়ানের নাম সম্বলিত এক খানি পত্র কোন রাজ কর্ম্মচারিকে প্রদান করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। সেই পত্র একেবারে রাণীর নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে রাজ-কুমারের হাতে পড়িল, তিনি তৎক্ষণাৎ পত্র খানি খণ্ড২ করিয়া খ্রীষ্টীয়ানদিগকে বিপদের সম্বাদ দিয়া সতর্ক করি-লেন। তাহাতে অনেকে পলায়ন করিয়া প্রাণে বাঁচিল।

যে বৎসর ভারতবর্ষে সিপাহী বিদ্রোহ হয়, সেই ১৮৫৭ সালে দোষ স্বীকার করিবার জন্য রাণী খ্রীষ্টীয়ান-দিগকে ডাকিলেন। অতি অল্প লোক রাণীর নিকট উপস্থিত হওয়াতে, তিনি ক্রোধান্বিতা হইয়া খ্রীষ্টীয়ান-দিগকে আক্রমণ করিবার জন্য গ্রামে২ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কোন গ্রামে ৬ জন খ্রীষ্টীয়ান একই গৃহে লুক্কায়িত ছিল। সৈন্যগণ সেই গৃহের নিকট দিয়া গমন করিতেছিল, এমন সময়ে লুক্কায়িতদের মধ্যে এক জন কাশিলে তাহাদিগের মনে সন্দেহ জন্মিল। তাহারা গৃহটী উত্তম রূপে অন্বেষণ করিয়া ছয় জনকেই আক্রমণ করিল। তৎপরে খ্রীষ্টীয়ানদিগকে আশ্রয় প্রদান করা দোষে গ্রামস্থ সকলে ধৃত হইয়া দণ্ডিত হইল।

উক্ত সালে খ্রীষ্টীয়ানদের জন্যে এক নূতন হত্যাপ্রণালি আবিষ্কৃত হইল। প্রস্তর আঘাতে প্রাণ বধ করা যে কেমন, তাহা কেহ একাল পর্য্যন্ত জানিত না। এই বৎ-সর প্রায় ২০০ শত লোক হত হয়। ইহাদিগের মধ্যে ১৪ জন উক্ত উপায়ে হত হইল। অবশিষ্ট সকলকে অতি

যন্ত্রণা সহকারে প্রাণ ত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু প্রভুর অনুগ্রহে উপদ্রবের এই শেষ। ইহার পর আর কোন খ্রীষ্টীয়ান উপদ্রুত হয় নাই। ১৮৬০ সালে কোন ব্যক্তি কতক গুলি খ্রীষ্টীয়ানের বিপক্ষে অভিযোগ করে। বিষ পান দ্বারা সেই খ্রীষ্টীয়ানদের পরীক্ষা করা হইলে তাহাদিগের কেহই মরিল না। তাহাতে রাণী সেই অভিযোগকারির প্রাণ দণ্ড করিলেন। ১৮৩৫ সালে তাড়না আরম্ভ হয়, এবং ১৮৬০ সালে রাণীর মৃত্যু হইলে তাড়নাও শেষ হয়। কিন্তু ১৮৫৭ সালের পর কোন খ্রীষ্টীয়ান হত হয় নাই। এত উপদ্রব হইলেও খ্রীষ্টীয়ানদের সংখ্যা ম্লান হয় নাই। যত লোক হত হইয়াছিল, তাহার দ্বিগুণ দীক্ষিত হইয়াছিল ও প্রতিদিন খ্রীষ্টীয়ানদিগের সংখ্যা বৃদ্ধিই হইতেছিল। ১৮৫৭ সালে রাণী দুর্ব্বলা হইতে লাগিলেন, তৎসহ তাঁহার ক্রোধেরও প্রাবল্য হ্রাস হইতে লাগিল। সুতরাং প্রজাপীড়নও অধিক হইল না। তিনি দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত নিদ্রিতাবস্থায় নানাবিধ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। দৈবজ্ঞ দ্বারা স্বপ্নের অর্থ করাইয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহার জীবনশেষ নিকট। এই দুর্ভাবনায় তাঁহার গুরুতর পীড়া হইল। পীড়া হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য নানা ঔষধ সেবন ও দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া মন্ত্র সাধনা করিতে লাগিলেন। কিছুতেই নিষ্কৃতি পাইলেন না। ১৮৬০ সালের ১৬ জুলাই তিনি স্বীয় কার্য্যের নিকাশ দিবার জন্যে পরলোকে নীতা হইলেন। দেশাচারানুসারে তাঁহার দেহ ১৪ দিবস গৃহে রাখা হইল, পরে ৩০ জুলাই

তারিখে মহা সমারোহসহকারে রাজকীয় সমাধি স্থানে সমাহিত করা হইল, এবং তৎসহ খ্রীষ্টীয়ানদিগের প্রতি তাড়নাও শেষ হইল।

রাণীর মৃত্যুর পর রাজকুমার (তাঁহারই গর্ব্ভজাত পুত্র) রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলেন। দেশস্থ উচ্চ নীচ আবালবৃদ্ধ সকলেই উল্লাসসহকারে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। উচ্চ পদান্বিত কর্ম্মচারিগণ রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন। তিনিও সিংহাসনরূঢ় হইয়াই সমস্ত প্রজাকে ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। নির্ব্বাসিত ও তাড়িত খ্রীষ্টভক্তদিগের যথা সাধ্য উপকার করিলেন। যাহাদের সম্পত্তি বাজেআপ্ত হইয়াছিল, তাহাদিগকে তাহা প্রত্যর্পণ করিলেন, অথবা যাহাদিগের বিষয় অন্যকে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাও পুনর্দান করিলেন। রাজবাটী হইতে দেবমূর্ত্তি সকল দূর করিয়া দিলেন, ও রাজকোষহইতে দেব পূজার ব্যয় নির্ব্বাহ রহিত করিলেন। বিষপান করাইয়া দোষ পরীক্ষা করিবার যে নিয়ম ছিল, তাহাও রহিত করিলেন। বিদেশীয় বাণিজ্য পুনঃস্থাপন করিয়া বিদেশীয় বণিকদিগকে স্বরাজ্যে অবাধে পরিভ্রমণ করিবার ক্ষমতা দিলেন, এবং খ্রীষ্টীয়ান পুরোহিতদিগকে রাজ্যে পুনরাগমন করিতে অনুরোধ করিলেন। সেই অনুরোধ প্রাপ্ত হইয়া মিশনরিরা পুনরায় মাদাগাস্কারে উপস্থিত হইয়া, পূর্ব্বের ন্যায় সকল কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের যত্নে ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহে প্রায় সমস্ত মাদাগাস্কার এখন খ্রীষ্টের শরণাগত

হইয়াছে। খ্রীষ্টভক্তেরা দেশের নানা স্থানে, বিশেষতঃ যে যে স্থানে ধর্ম্মবীরদিগের প্রাণ দণ্ড হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে স্মরণার্থ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছে। দেশবাসিরা এক্ষণে পরম সুখে খ্রীষ্টের আরাধনা করিতেছে।

---

অষ্টম অধ্যায়।

মাদাগাস্কারস্থ খ্রীষ্টভক্তদিগের তাড়নার বিবরণ চারি প্রধান ভাগে বিভক্ত। প্রথম তাড়না ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হয়। এই সময়ে মাদাগাস্কারে প্রায় ২০০০ সহস্র খ্রীষ্টীয়ান ছিল। প্রথম তাড়নায় কাহার প্রাণ হানি হয় নাই, কিন্তু অনেক লোককে নানা প্রকার কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। মিশনরিগণ ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে ও প্রচারাদি করিতে নিষিদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানগণ ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও প্রার্থনাদি করিতে নিবারিত হইয়াছিল। ১৮৪৭ সালের জুলাই মাসে দ্বিতীয় তাড়না আরম্ভ হয়। তখন খ্রীষ্টীয়ানদের সংখ্যা প্রায় তিন সহস্র। দ্বিতীয় তাড়নার সময়ে অনেকের প্রাণ হানি হয়। অনেকে চির-দাসত্বে বিক্রীত হয়। এবং অনেক লোক কারাগারে শৃঙ্খলবদ্ধ থাকে। এই সময়ে খ্রীষ্টীয়ানগণ গৃহত্যাগী হইয়া বনে২,পর্ব্বতে২ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। এবং শত্রুগণ অন্বেষণ করিয়া তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করে। ১৮৪৯ শালের ফেব্রুয়ারি মাসে তৃতীয় তাড়না আরম্ভ হয়। এই সময়ে ৪ জন ভদ্র বংশজ লোক জীবন্ত দগ্ধ হয়, ১৪ জন শৈল-শিখর হইতে নিম্নে নিক্ষিপ্ত হয়, আর অসংখ্য লোক

নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করে। ১৮৫৭ সালে শেষ তাড়না উপস্থিত হইলে, প্রস্তরাঘাতে অনেকের প্রাণ বিনষ্ট হয় ও অন্যান্য অনেক উপায়ে অনেক খ্রীষ্টীয়ানের প্রাণ নাশ করা হয়।

ক্রমান্বয়ে ২৬ বৎসর খ্রীষ্টীয়ানগণ উৎপীড়িত হয়। কিন্তু এই প্রকার নানা উৎপীড়নেও খ্রীষ্টীয়ানদিগের সংখ্যা ন্যূন না হইয়া ২০০০ হইতে ৭০০০ হয়। তাড়নার শেষ হইলে মিশনরিগণ মাদাগাস্কারে উপস্থিত হইয়া খ্রীষ্টীয়ানদিগের সংখ্যা করিয়া ৭০০০ লোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রাজকুমার রাকোটোর রাজ্যাভিষেককালে মরিসচ দ্বীপের রাজকর্ম্মচারিগণ এবং বিশপ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা মাদাগাস্কারে কিছু কাল থাকিয়া পাদরি এলিস্ সাহেবকে সঙ্গে লইয়া, যে২ স্থানে খ্রীষ্টীয়ানগণ হত হইয়াছিল, সেই সকল স্থান পরিদর্শন করেন।

মাদাগাস্কারের দেশাচারানুসারে রাজকুমারকে মুকুট গ্রহণ করিতে হইল। ১৮৬০ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে রাজকুমার নানা সমারোহসহকারে মুকুট গ্রহণ করিলেন। রাজ্যের সমস্ত বিষয় সুবন্দোবস্ত হইলে, একদিন এলিস্ সাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং যে২ স্থানে খ্রীষ্টীয়ানগণ হত হইয়াছিল, সেই২ স্থানে তাহাদিগের স্মরণার্থ ভজনালয় নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। রাজা তাহাতে সম্মত হইলেন ও বড়ই সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। এবং তিনটি স্মরণীয় ভজনালয় সম্পূর্ণ রূপে

প্রস্তর নির্ম্মিত করিবার জন্য তিনি স্বয়ং প্রস্তাব করিলেন। এলিস্ সাহেব হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, এই সকল গৃহ নির্ম্মাণে প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। সুতরাং তিনি ইংলণ্ডীয় ভ্রাতৃগণের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

মাদাগাস্করস্থ ভ্রাতৃগণ যদিও ২৬ বৎসরকাল ক্রমান্বয়ে উৎপীড়িত হইয়া নিতান্ত দরিদ্র হইয়াছিল, তথাচ যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ইংলণ্ডীয় লোকদিগের বদান্যতা এস্থানে প্রসংশার যোগ্য। এক বৎসর অতীত হইতে না হইতে মাদাগাস্করের জন্য এক লক্ষ ৩০ হসস্র মুদ্রা সংগৃহিত হইল। এই বিপুল অর্থ মাদাগাস্কারে এলিস সাহেবের নিকট প্রেরিত হইল।

তাড়নার পর পাদ্রি এলিস্ সাহেব কতকগুলি ধর্ম্মপুস্তক সঙ্গে করিয়া মাদাগাস্কারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। লোকেরা তাহা প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত আনন্দিত হইয়াছিল। কেননা তাড়নার সময়ে শত্রুপক্ষীয়েরা তাহাদিগের সর্ব্বস্ব বিনষ্ট করিয়াছিল। দুই চারি পরিবার মধ্যে ধর্ম্ম পুস্তকের কোন কোন অংশ লুক্কায়িত ছিল। এমনও দেখা গিয়াছে যে, সমস্ত গ্রামে এক খানি পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ইহারা যে প্রকারে উপাসনা কার্য্য সমাধা করিত, শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। গ্রামস্থ কোন২ ব্যক্তি শাস্ত্রের একং খণ্ড মুখস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। উপাসনাকালে তাহাই আবৃত্তি করিত, এবং অন্য লোকেরা তাহা শ্রবণ করিত। কয়েক জন ধর্ম্মপ্রচারকের নিকট ধর্ম্ম পুস্তক ছিল

না,—শাস্ত্রের যে যে পদ তাঁহাদের স্মরণ ছিল, তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতেন। এলিস্ সাহেব পুস্তক আনিয়াছেন শুনিয়া লোকেরা বহুদূর হইতে দলে২ তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইতে লাগিল। অকাতরে এলিস্ সাহেব তাহাদিগকে পুস্তক বিতরণ করিলেন, কিন্তু ফুরাইয়া গেলে দুঃখসহকারে তাহাদিগকে রিক্তহস্তে বিদায় করিতে বাধ্য হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে এলিস্ সাহেব, সাহায্যকারি মিশনরি প্রেরণের জন্য ইংলণ্ডে পত্র লিখিয়াছিলেন। ইংলণ্ডীয় লোকেরা কয়েকজনকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহাদিগের সঙ্গে প্রায় দশ সহস্র নূতননিয়ম প্রেরিত হইল। যে সময়ে লোকেরা ধর্ম্ম পুস্তক প্রাপ্ত হইবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হইয়াছিল, সেই সময়ে এলিস্ সাহেব সেই মিশনরিদিগের আগমনবার্ত্তা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি অবিলম্বে মণ্ডলীর প্রধানবর্গকে আহ্বান করিয়া এই শুভসংবাদ প্রদান করিলেন। ইংলণ্ডীয় ভ্রাতৃগণ তাহাদিগের প্রতি যে অকথ্য দয়া প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া সকলে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিল।

উক্ত নূতন মিশনরিদের সঙ্গে ধর্ম্ম পুস্তক আসিয়া পঁহুছিল। এলিস্ সাহেব এতকাল বিনামূল্যে খ্রীষ্টীয়ানদিগকে পুস্তক বিতরণ করিতেন। কিন্তু চিরকাল এ প্রকার করা অবিহিত বিবেচনা করিয়া কিঞ্চিৎ মূল্য প্রার্থনা করিলেন। অতি অল্প লোক মূল্য প্রদান করিতে অসম্মত হইল অনেকে যথার্থ মূল্য এবং অনেকে দ্বিগুণ মূল্য প্রদান করিল। যাহারা আপত্তি করিয়াছিল, এলিস্ সাহেব যখন

তাহাদিগকে পুস্তক মুদ্রিত করিবার ও অর্ণবপোতে আনিবার ব্যয়ের হিসাব বুঝাইয়া দিলেন, তখন তাহারা হৃষ্ট মনে মূল্য দিয়া পুস্তক গ্রহণ করিতে লাগিল। পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া লোকেরা যেন নূতন জীবন প্রাপ্ত হইল।

১৮৬২ সালের ৩০ আগষ্ট তারিখে পাদ্রি টয় এবং ডাক্তার ডেবিড্‌সন সাহেব সস্ত্রীক আন্টানানারিভো নামক নগরে উপস্থিত হইলেন। কতিপয় দিবস পরে আরও তিন জন মিশনরি আসিয়া পঁহুছিলেন। ইহাঁরা রাজা ও রাণীকে উপঢৌকন প্রদান করিবার নিমিত্ত এক খানি অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম পুস্তক ইংলণ্ড হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। এক দিবস নির্দ্ধারিত করিয়া সেই উপঢৌকন প্রদানার্থ রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন। রাজা ও রাণী যথেষ্ট সম্মানসহকারে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিয়া কৃতজ্ঞতাসহ উপঢৌকন গ্রহণ করিলেন। এবং আগন্তুক মিশনরিদিগকে বলিলেন, আমাদিগের বোধ হইতেছে যে, আপনারা যখন সস্ত্রীক এ দেশে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন আমাদিগের দেশে বাস করিবেন। বোধ হয়, কেবল নূতন দেশ পরিদর্শনার্থ আপনারা আইসেন নাই, কিন্তু বাস করিতে আসিয়াছেন। রাজা ও রাণীর এই কথায় তাঁহাদিগের হৃদয় প্রফুল্লিত হইল।

বিশ্রামবার উপস্থিত হইলে এলিস্ সাহেব নূতন সহকারিদিগকে সঙ্গে লইয়া আম্পারিবার ভজনালয়ে গমন করিলেন। তথাকার কার্য্যভার এক জন উপযুক্ত ও ভক্ত দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানের হস্তে ছিল। সাহেবদিগের আসিতে

বিলম্ব হইয়াছিল। উপাসনা প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময়ে তাঁহারা ভজনালয়ে পঁহুছিলেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া ভক্তগণ অত্যন্ত উল্লাসিত হইল। ভজনা শেষ হইলে মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গ একত্রিত হইয়া এলিস্ সাহেবকে বলিলেন, "মহাশয়, আমরা এই নূতন সাহেবদিগের সহিত প্রভুর ভোজ গ্রহণ ও প্রভুর মরণ স্মরণ করিতে বাঞ্ছা করি। এবং এই অনুষ্ঠান দ্বারা পুনরায় আপনাদিগকে প্রভুর চরণে উৎসর্গ করিতে বাসনা আছে।" সাহেবেরা এই প্রস্তাবে সন্তোষসহকারে সম্মত হইলেন। তখন প্রায় ৮০০ লোক একত্র থাকিয়া রুটি ভাঙ্গনে ও ধন্যবাদ করণে রত হইল। এলিস্ সাহেব ও আম্পরিবা মণ্ডলীর অধ্যক্ষ উভয়ে রুটি ও দ্রাক্ষারসের অনুষ্ঠান সমাধা করিলেন, এবং আর এক মণ্ডলীর অধ্যক্ষ প্রার্থনা করিয়া উপাসনা শেষ করিলেন। এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া এলিস্ সাহেব বলেন, "আমি এবং আমার সঙ্গি নূতন মিশনারিগণ এই প্রকার অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হই। তাহাদের সামান্য অথচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্ত্র, তাহাদের নির্ম্মল মুখাবয়ব এবং ভক্তিসহকারে প্রভুর ভোজ গ্রহণ ইত্যাদি দেখিয়া আমার হৃদয় প্রফুল্লিত হইয়াছিল; তাহাদিগের মধ্যে অনেকের ইতিহাস ও যন্ত্রণাভোগ আমার জানা ছিল। যখন আমি তাহাদিগকে দেখিলাম, ও তাহাদিগের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিলাম, তখন আমার হৃদয় হইতে অনিবার্য্য বেগে ধন্যবাদ স্বর্গাভিমুখে উত্থিত হইতে লাগিল।"

সাহেবেরা যে দেশীয় ভ্রাতৃগণের সহিত প্রভুর ভোজ গ্রহণ করিলেন, তাহাদিগের অধিকাংশ লোক দেশীয় ভ্রাতৃগণের দ্বারা দীক্ষিত হইয়াছিল। যাঁহারা সাহেব-দিগের দ্বারা দীক্ষিত হইয়াছিল, তাহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প। এ বিষয় উল্লেখ করিবার আমাদিগের এই অভি-প্রায় যে, দেশীয় লোকেরা যত্ন না করিলে বিদেশীয় লোক-দিগের যত্ন অধিক কার্য্যকরী হয় না।

আন্টানানারিভো ব্যতীত আম্বহিমাঙ্গা নামক আর এক প্রদেশে আর একটি বিখ্যাত স্থান আছে। বর্ত্তমান রাজাদিগের আদিপুরুষেরা সেই স্থানে বসতি করিতেন। রাজবংশীয় যত লোক পরলোক গত হইয়াছে, এই স্থানে সকলের সমাধি হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ফান্তাকা নামক জাতির প্রধান দেবতার মন্দির এই নগরে ছিল। রাজ-পুরুষদিগের অনুমতি পত্র ব্যতীত দেশীয় অথবা বিদেশীয় কেহই এ নগরে প্রবেশ করিতে পারিত না। কিন্তু যীশুর কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! এ নগরেও কএক ঘর খ্রীষ্টীয়ান ছিল। ১৮৬৩ সালের নবেম্বর মাসে তাহারা এলিস্ সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া সেই নগরে একটী ভজনালয় এবং একটি বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করিবার বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসিল। তাহারা আপনারা টাকা দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া রাজার নিকট কিঞ্চিৎ ভূমি যাচ্ঞা করিবার ভার সাহেবকে প্রদান করিল। সাহেব রাজার কাছে আম্বহিমাঙ্গার খ্রীষ্টীয়ানদিগের অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে তিনি বড়ই সন্তোষসহকারে আবশ্যকীয় ভূমি প্রদান করিলেন।

তৎপরে উক্ত খ্রীষ্টীয়ান ভ্রাতৃগণ তাহাদিগের নগরে গিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য এলিস্ সাহেবকে অনুরোধ করিল। সাহেব রাজার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ১৬ই নবেম্বর বিশ্রামবারের প্রাতে আম্বহিমাঙ্গায় যাত্রা করিলেন। তিনি এবং তাঁহার সঙ্গী ভ্রাতৃগণ উক্ত দিবস প্রাতে বেলা ৮ ঘটিকার সময় নগরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাজকর্ম্মচারিগণ রাজমন্ত্রীর নিকট তাঁহার যাইবার সমাচার প্রাপ্ত হইয়া নগরদ্বারে একত্র হইয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, ভ্রাতৃগণও তাঁহার অপেক্ষা করিতেছে। এলিস্ সাহেব উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহারা মহানন্দে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া পথপ্রদর্শন করত ভজনাস্থানাভিমুখে চলিল।

এই সময়ে তাহাদিগের নূতন ভজনাগৃহ নির্ম্মিত হয় নাই। তাহাদিগের একজনের এক অতি উৎকৃষ্ট পারিপাটি গৃহ ছিল। সে ব্যক্তি উপাসনার জন্য ভ্রাতৃগণকে এই গৃহ প্রদান করিয়াছিল। এলিস্ সাহেব এই স্থানে উপস্থিত হইয়া দুই শতের অধিক লোক একত্র দেখিলেন। এই নগরে এত খ্রীষ্টীয়ান ছিল, তাহা তিনি পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিলেন না। সুতরাং তাহাদিগকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

সকলে সমবেত হইলে আন্দ্রিয়াম্বেলো নামক তাহাদিগের অধ্যক্ষ উপাসনা কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি, ২ পিতর ২ অ ১৭ পদ অর্থাৎ "সকলকে সমাদর কর,

ভ্রাতৃবর্গকে প্রেম কর, ঈশ্বরকে ভয় কর, রাজাকে সমাদর কর," এই পদ সম্বন্ধে উত্তম উপদেশ প্রদান করিলেন। উপাসনা গৃহের অভ্যন্তরে খ্রীষ্টীয়ানগণ ও বহির্দ্দেশে বিধর্ম্মি-গণ অবাক হইয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্মের নির্ম্মল উপদেশ শ্রবণ করিতে লাগিল। এলিস্ সাহেব তাহাদিগের ভক্তি ও উদ্যোগ দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।

উপাসনা শেষ হইলে ভ্রাতৃগণ এলিস্ সাহেবকে সঙ্গে লইয়া এক জন প্রধান খ্রীষ্টীয়ানের বাটীতে উপস্থিত হইল। এই স্থানে এলিস্ সাহেব ও তাঁহার সঙ্গিদিগের জন্য আহারীয় প্রস্তুত হইয়াছিল। আহারাদি শেষ হইলে ভ্রাতৃগণ ধর্ম্ম বিষয়ে কথা বার্ত্তা করিয়া ও ধর্ম্ম গীত গান করিয়া কিয়ৎকাল ক্ষেপণ করিল। অপরাহ্নিক উপাসনার সময় উপস্থিত হইলে পূর্ব্বোক্ত গৃহে সকলে সমবেত হইল। অপরাহ্নে ভ্রাতা ও ভগিনীগণ সকলে একত্র হওয়াতে গৃহে স্থানাভাব হইল; এমন কি, প্রবেশ করিবার পথও রহিল না। এলিস্ সাহেব ও তাঁহার সঙ্গিগণ উপস্থিত হইয়া প্রবেশ করিতে অক্ষম হওয়াতে জনতা লঘু করিবার নিমিত্ত অনেকে বহির্দ্দেশে গমন করিল। তৎপরে ইহাঁরা প্রবেশ করিলে ভ্রাতৃগণ স্ব ২ স্থানে উপবিষ্ট হইল। পরে গীত গান ও প্রার্থনা হইলে আর এক জন দেশীয় ধর্ম্মা-ধ্যাপক উপদেশ প্রদান করিলেন, এবং সর্ব্বশেষে এলিস্ সাহেব বক্তৃতা ও প্রার্থনা করিয়া উপাসনা শেষ করিলেন।

উপাসনা শেষ হইলে এলিস্ সাহেব তাহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। ভ্রাতৃগণ তাঁহার সঙ্গে ২

বহুদূর পর্য্যন্ত গমন করিল। এলিস্ সাহেবও তাহাদিগকে বিশ্বাসে বলবান, ঈশ্বরসেবায় উদ্যোগী ও খ্রীষ্টীয় গুণে বিভূষিত হইতে নানা উপদেশ দিয়া বিদায় হইলেন। তিন সপ্তাহ অতীত হইলে পাদরি এলিস্ সাহেব আম্বহিমাঙ্গার ভ্রাতৃগণের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত এক জন ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করিলেন। তথাকার রাজকর্ম্মচারিগণ তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া ভজনাগৃহের তৈজস্ পত্র স্থানান্তর করিল এবং যেন সে গৃহে আর ঈশ্বরসেবা না হয়, সেই জন্য প্রহরী নিযুক্ত করিল। খ্রীস্টীয়ানগণ এই অত্যাচারিদের বিরুদ্ধে রাজার নিকট অভিযোগ করাতে রাজা বিরক্ত হইয়া উক্ত কর্ম্মচারিদিগকে পদচ্যুত করিয়া নূতন লোক নিযুক্ত করিলেন।

তাড়না কালে খ্রীস্টীয়ানগণ যে নিয়মে ঈশ্বরের উপাসনা করিত, পূর্ব্ব ইতিহাস পাঠ করিলে তাহা বিশেষ জ্ঞাত হওয়া যায়। সে সময়ে এ বিষয়ে কোন নিয়ম ছিল না এবং প্রার্থনার কোন নির্দ্ধারিত স্থানও ছিল না। বনে, পর্ব্বতে, ক্ষেত্রে বা উদ্যানে, যে স্থানে দুই চারিজন খ্রীস্টীয়ান একত্র হইত, অথবা যে স্থানে ধৃত হইবার কোন আশঙ্কা বোধ হইত না, দিবসেই হউক, রাত্রিকালেই হউক, এমন স্থানে একত্রিত হইলেই প্রার্থনা করিতে রত হইত। তাড়না শেষ হইলে এবং মণ্ডলীতে শান্তি স্থাপিত হইলে খ্রীস্টীয়ানদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনতা প্রদত্ত হইল। তখন খ্রীস্টীয়ান বলিয়া পরিচয় দিলে লোকে আর ধৃত, তাড়িত অথবা হত হইত না। সাংসারিক ও রাজ্যসম্বন্ধীয়

কার্য্যে সকল ধর্ম্মাবলম্বির সমান অধিকার হইল। গুপ্ত খ্রীষ্টীয়ানগণ নীকঃদীমের ন্যায় রাত্রিতে শিক্ষা গ্রহণ করা পরিত্যাগ করিল। লোক এখন নির্ভয়ে খ্রীষ্টের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতে লাগিল। সুতরাং ভ্রাতৃগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ধর্ম্মবীরদিগের স্মরণার্থ ভজনালয় প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে ভ্রাতৃগণ সামান্য উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া কার্য্য সমাধা করিতে লাগিল। এই প্রকারে তাহারা এক প্রকার পুনঃ স্থাপিত হইল।

এমন অবস্থায় নিয়ম হওয়া উচিত জ্ঞান করিয়া মিশনারিরা নিয়ম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা এই সময়ে একটী বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেক মণ্ডলীর প্রধানবর্গকে ডাকিলেন এবং তাঁহাদিগকে সৎপরামর্শ দিয়া প্রথমতঃ বলিলেন, "আমরা তোমাদিগের নিকট খ্রীষ্টকে প্রচার করিয়াছি, তোমরা তাঁহাকে স্বীকার করিয়া মণ্ডলীভুক্ত হইয়াছ। এখন তোমরা স্বাধীন, মণ্ডলীর কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিবার ভার তোমরা গ্রহণ কর।" তৎপরে বলিলেন, "তোমাদিগের মধ্যে নির্ম্মল চরিত্র ও প্রকৃত ভক্ত অনেক আছে। মণ্ডলীভুক্ত সমস্ত লোক একত্র হইয়া প্রত্যেক মণ্ডলীর উপদেশক ও পরিচারক মনোনীত কর। এবং ধর্ম্ম পুস্তকের শিক্ষানুসারে তাহাদিগের সাহায্যে উপাসনা কার্য্য সমাধা করিতে যত্নবান হও। আমরা তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছি না, আমরা এই নগরেই থাকিয়া দেবপূজকদিগের নিকট খ্রীষ্টকে প্রচার কার্য্যে তোমাদিগের সাহায্য করিব। খ্রীষ্টধর্ম্মে

তোমাদিগের অপেক্ষা আমাদিগের অধিক বহুদর্শিতা আছে, যখন তোমরা মণ্ডলীর কার্য্যাদিসম্বন্ধে আমাদিগের সাহায্য বা পরামর্শ প্রার্থনা করিবে, আমরা হৃষ্টচিত্তে সাহায্য করিব ও পরামর্শ দিব। কোন প্রকার কর্তৃত্ব করিব না, কোন প্রকার কর্তৃত্ব ভার লইব না। তবে যদি আমাদিগকে সহকারীস্বরূপ রাখ, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। মণ্ডলী যাহাতে পবিত্র থাকিয়া ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ করিতে পারে, তন্নিমিত্ত যত্ন করিতে আমরা প্রস্তুত আছি।”

এলিস্ সাহেবের এই সকল কথা শুনিয়া প্রধান লোকেরা এক বাক্যে বলিল, “আমরা ধর্ম্ম বিষয়ে শিশুবৎ, ধর্ম্মে এখনও আমাদিগের জ্ঞান পরিপক্ক হয় নাই। এখনই আপনারা আমাদিগের হস্তে সমস্ত ভার অর্পণ করিবেন না। *প্রথমাবধি আপনাদের ইচ্ছা এই, যেন আমরা* স্বাধীনভাবে কার্য্য করি; কিন্তু আপনাদের সাহায্য ব্যতীত আমরা স্বাধীন থাকিতে পারিব না। অতএব আপনারা প্রত্যেক মণ্ডলী পরিদর্শনের ভার গ্রহণ করুন।”

মণ্ডলীর প্রধানবর্গের সহিত এই প্রকার স্থির হইলে কাজিন সাহেব আন্দ্রিয়াম্বেলো নামক অধ্যক্ষের সহকারী হইয়া আম্পরিবা মণ্ডলীর, এলিস্ সাহেব আম্বাটোনাকাঙ্গা মণ্ডলীর এবং টয় সাহেব আম্বোহিপটসি মণ্ডলীর ভার গ্রহণ করিলেন। প্রথম দিবস যখন টয় সাহেব এই স্থানে উপাসনা করেন, ১৩ জন লোকমাত্র এই মণ্ডলীতে ছিল। মণ্ডলীর লোক সংখ্যা ক্রমশঃ অধিক হইল, ৬০০শত

লোকের সমাবেশ হইতে পারে, এমন একটী গৃহ সামান্য ব্যয়ে নির্ম্মাণ করা হইল। ১৮৬৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই গৃহেও স্থানের অকুলান হইয়া উঠিল। ১৮৭০ সালে এই মণ্ডলীতে ১৫০০ শত লোক ছিল, এবং গত ৯ বৎসরে যে কত হইয়াছে, তাহার নির্ণয় হয় নাই।

১৮৬৩ সালের ২৫ ডিসেম্বর তারিখে, ত্রাণকর্ত্তার জন্মোৎসব দিনে খ্রীষ্টীয়ানগণ আম্বাটোনাকাঙ্গার উপাসনাগারে সমবেত হইয়া ঈশ্বরসেবা করিতেছিল। রাজা এবং রাণী সেই পথে যাইতেছিলেন। তাঁহারা ভজনালয়ে আসিয়া ও তাহাদিগের উপাসনার নিয়মাদি ও প্রার্থনার পদ্ধতি পর্য্যালোচনা করিয়া পরমাপ্যায়িত হইলেন। তাঁহারা খ্রীষ্টীয়ানদের প্রতি যে প্রকার স্নেহ প্রকাশ করিলেন, তাহাতে নিরুপায় খ্রীষ্টীয়ানদিগের সাহস বর্দ্ধিত হইল। নূতন বৎসরের উৎসব অতীত হইল। দুই সপ্তাহ গত হইতে না হইতে, খ্রীষ্টীয়ানদিগের প্রতি রাজার স্নেহের আরও অধিক এবং দৃঢ়তর পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি প্রধান খ্রীষ্টীয়ানবর্গকে এবং প্রত্যেক মণ্ডলীর অধ্যক্ষ ও পরিচারকদিগকে নিজ আবাসে মধ্যাহ্ন ভোজনে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং প্রত্যেকের নিকট কার্য্য বিবরণ শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিত হইলেন। খ্রীষ্টীয়ানগণ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া রাজার নিকট আপনাদিগের একটি ইচ্ছা প্রকাশ করিল। পাঠকের মনে থাকিতে পারে, এ পর্য্যন্ত খ্রীষ্টীয়ানগণ নগরের উত্তরাংশে কার্য্য করিতেছিল, এবং তাহার বিশেষ ফলও প্রাপ্ত হইতেছিল; কিন্তু নগরের মধ্য দেশে এবং দক্ষি-

ণাংশে এপর্যন্ত কোন ভজনালয় অথবা বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করিবার যত্ন করা হয় নাই, উক্ত দুই অংশে ভজনালয় স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে খ্রীষ্টীয়ানগণ রাজার নিকট ভূমি প্রার্থনা করিল। রাজা তাহাদিগের এই উদ্যোগের কথা শুনিয়া অম্লান বদনে স্থান মনোনীত করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন এবং তাঁহার সভাসদ্গণের মধ্যে কএক জন স্বতঃ খ্রীষ্টীয়ানদিগকে সাহায্য করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। ছয় মাস অতীত হইতে না হইতে দুইটী ভজনাগৃহ প্রস্তুত হইল, এবং অতি অল্প কালের মধ্যে ঐ সকল গৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইল।

ভজনালয় নির্ম্মাণার্থ ইংলণ্ডীয় ভ্রাতৃগণ বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন এবং সুবিধা হইলে মাদাগাস্কারে সেই অর্থ প্রেরণ করিবেন, মার্চ্চ মাসে এলিস্ সাহেব এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করণার্থ রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং ইংলণ্ড হইতে প্রাপ্ত সমাচার রাজাকে শুনাইলেন। তিনি এই সমাচারে নিতান্ত সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। সাহেব তাঁহার নিকট ভূমি প্রার্থনা করিলেন। তিনি মন্ত্রীগণকে ডাকিয়া এলিস্ সাহেবকে পাট্টা লিখিয়া দিলেন। এলিস্ সাহেব এই পাট্টা প্রাপ্ত হইয়া অন্যান্য মিশনারিদিগকে সঙ্গে লইয়া ভূমির সীমা স্থির ও তন্নিবাসিদিগকে কিছু২ অর্থ দিয়া স্থানান্তরিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে কারিকরদিগকে প্রস্তর প্রস্তুত করিতে অনুমতি দিলেন। খ্রীষ্টীয়ানগণ যে এই সময়ে নিষ্কর্ম্ম ছিল, তাহা নয়; তাহারা নানা প্রকারে মিশনরিদিগকে সাহায্য

করিতে লাগিল। শ্রমজীবি খ্রীষ্টীয়ানগণ ভূমি সমতল করিবার ভার গ্রহণ করিল। মার্চ্চ মাস অতিবাহিত হইতে না হইতে আম্বোহিপট্সি নামক স্থানের ভূমি খ্রীষ্টীয়ানদের কর্ত্তৃক সমতল হইল।

আম্বাটোনাকাঙ্গা নামক স্থানে এক দিবস এলিস্ সাহেব কার্য্য পরিদর্শনার্থ উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখেন, স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা দাস ও কর্ত্তা সকলেই ভজনালয়ের জন্য ভূমি পরিষ্কার করণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। যুবকেরা মাটী কাটিতেছে, বালক বালিকা ও স্ত্রীগণ বহিতেছে। অন্যেরা তাহা যথাযোগ্য স্থানে রাখিতেছে। মণ্ডলীর উপদেশক ও পরিচারকগণ ধর্ম্মসঙ্গীত করিয়া লোকদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। এই ব্যাপার দেখিয়া সাহেবের হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠিল। তিনি কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করত সকলকে একত্র করিয়া সকলের সঙ্গে ভোজন করিলেন। আম্বাটোনাকাঙ্গা অনেকের আত্মীয়ের অকালমৃত্যু দর্শন করিয়াছিল, অনেকে সেই স্থানে বন্দিত্বে কাল যাপন করিয়াছিল। সেই স্থানে ত্রাণেশ্বর যীশুর ভজনাগৃহ হইতেছে, দেখিয়া তাহারা কতদূর সরলতা সহকারে প্রভুর ধন্যবাদ করিতেছিল, তাহা লেখনীর দ্বারা বর্ণন করা যায় না, কেবল হৃদয়েই অনুভূত হইতে পারে।

নগরের পূর্ব্বাংশের নাম আঙ্কাডিবাভা, এই অংশে কতকগুলি খ্রীষ্টীয়ান সপরিবারে বাস করিত, কিন্তু তাহাদিগের ভজনালয় ছিল না। ইংলণ্ড হইতে সমাচার প্রাপ্ত

হইবার পূর্ব্বেই, তাহারা নিজ ব্যয়ে, একটী ভজনা গৃহ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত দুই স্থানে যখন ভজনালয় প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ হয়, তখন এই স্থানের ভজনালয় সমাপ্ত হইয়াছিল। ভজনালয়টি যদিও দৃঢ়নির্ম্মিত নহে, তথাচ উত্তম হইয়াছিল। যে দিবস এই ভজনালয়ে প্রথম ভজনা হয়, সে দিবস রাজা ও তাঁহার কএক জন কর্ম্মচারি উপস্থিত ছিলেন। এত লোক উপস্থিত হইয়াছিল যে, উক্ত বৃহৎ গৃহেও স্থানাভাব হইল। কিছু-কাল গত হইলে আম্বাটোনাকাঙ্গার মণ্ডলী হইতে কএক জন ভ্রাতা আঙ্কাডিবাভা নগরের ভ্রাতৃগণের সাহায্যার্থ তথায় গিয়া বাস করিতে লাগিল।

---

## নবম অধ্যায়।

রাজা খ্রীষ্টীয়ানদিগকে নানা প্রকারে অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন,দেখিয়া শত্রু পক্ষীয় লোকেরা ঈর্ষ্যাযুক্ত হইল। কেহ কেহ প্রচার করিতে লাগিল যে, রাজা যদি পরজাতীয়-দিগের ঈশ্বরের উপাসনা রহিত না করেন, দেশের বড় অমঙ্গল সম্ভাবনা। তাহারা আরো বলিল যে, রাজার পূর্ব্ব পুরুষগণ স্বপ্নে তাহাদিগকে এই বিষয় জ্ঞাত করিয়া-ছেন। লোকেরা কুসংস্কারাপন্ন, সুতরাং তাহাদিগের কথায় বিশ্বাস করিয়া, কেহ কেহ সেই কথা রাজার কর্ণগোচর করিল। রাজাও তাহাদিগের কথায় বিশ্বাস করিলেন এবং এলিস্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ব্যস্তভাবে তাঁহার নিকট সেই কথা প্রকাশ করিলেন। এলিস্ সাহেব অনেক

বুঝাইয়া তাঁহার হৃদয় হইতে সেই ভাব দূর করিলেন। কিন্তু সেই অবধি শত্রুগণ এলিস্ সাহেবের প্রাণ নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

এক দিবস আশ্চর্য্যরূপে তাঁহার জীবন রক্ষা হয়। তিনি রাজবাটীতে রাজার সহিত উপবিষ্ট হইয়া কথা বার্ত্তা করিতেছেন, এমন সময়ে কতক গুলি লোক হঠাৎ রাজপ্রাসাদে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইল। তাহাদিগের ভাব ভঙ্গিতে প্রকাশ পাইল যে, তাহারা কোন না কোন প্রকার দুরভিসন্ধি সাধন করিবার অভিপ্রায়ে উপস্থিত হইয়াছে। এলিস্ সাহেব তাহাদিগকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কিন্তু রাজার কর্ম্মচারিগণ সত্বর তাহাদিগকে প্রাসাদ হইতে দূরীকৃত করিল।

তৎপরে এলিস্ সাহেব অপর লোকের প্রমুখাৎ অবগত হইলেন যে, তিনি রাজার নিকট সচরাচর যান বলিয়া দুষ্টদিগের অনেক অভিসন্ধি সিদ্ধ হয় না। সুতরাং তাহাদের মতে এলিস্ সাহেবকেই বধ করা বিধেয় হইয়াছে। আর সেই অভিপ্রায়েই তাহারা রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু কৃতমনোরথ হয় নাই। রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া এলিস্ সাহেবের জীবনের জন্য ভাবিত হইলেন, এবং দিবা রাত্র তাঁহার গৃহ রক্ষার্থ এবং তাঁহার সঙ্গে থাকিবার জন্য কএক জন সিপাহি নিযুক্ত করিলেন।

এই সময়ে রাজার এবং রাজমন্ত্রিদিগের মধ্যে রাজ্য-সম্বন্ধীয় কোন বিষয় উপলক্ষে অনৈক্য হইয়াছিল। রাজাকে তাঁহারা অনেক পরামর্শ দিয়াও স্বমতে আনিতে পারেন

নাই। অবশেষে কতক গুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা রাজার পক্ষীয় মন্ত্রিদিগকে আক্রমণ করিয়া বধ করিলেন। মৃতদিগের মধ্যে কতক গুলি সৎ খ্রীষ্টীয়ান ছিল। ১২ মে তারিখে অতি প্রত্যূষে সেই দুষ্টেরা হঠাৎ রাজবাটীতে প্রবেশ করিয়া যে কুঠরীতে রাজা নিদ্রিত ছিলেন, দ্বার ভগ্ন করিয়া সেই কুঠরীতে প্রবেশ করিল। সংখ্যার অল্পতাবশতঃ রাজপ্রহরিরা তাহাদিগকে ধৃত করিতে সমর্থ হইল না। তৎপরে দুষ্টেরা বলপূর্ব্বক রাণীকে অন্য ঘরে অবরোধ করিয়া রাজাকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাজা পুনঃ২ বলিলেন, "দেখ, আমি তোমাদিগের মঙ্গল ব্যতীত কখনই অমঙ্গল করি নাই। আমি কখন কাহারও রক্তপাত করি নাই। আমাকে অকারণে কেন বধ কর?" কিন্তু সে পাষণ্ডদিগের হৃদয় কিঞ্চিন্মাত্র দ্রব হইল না। তাহারা বস্ত্র দ্বারা রাজার মুখ আচ্ছাদন করিয়া এক গাছি রজ্জু তাঁহার গলদেশে সংলগ্নপূর্ব্বক দুই পার্শ্ব হইতে টানিতে লাগিল। যতক্ষণ প্রাণ বিয়োগ না হইল, ততক্ষণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না।

কিয়ৎক্ষণ পরেই এই নরঘাতকেরা রাণীকে মুক্ত করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। রাণী তাহাতে সম্মত হওয়াতে কোন২ বিষয়ে তাহারা রাণীকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে চাহিল। রাণী তাহাতে সম্মতা হইলে পর দুরাচারেরা রাজবাটী পরিত্যাগ করিল।

রাজা রাডামা খ্রীষ্টীয়ানদিগের বন্ধু ছিলেন, খ্রীষ্টীয়ানদিগের মহা বিপদের সময়ে ঈশ্বর তাঁহাকে কর্ত্তৃত্ব

প্রদান করিয়াছিলেন। যৎকালে তাঁহার মাতা নিষ্ঠুরা রানাভালনা কঠোর উৎপীড়ন করিতেছিলেন, বাডামো তৎ কালে অনেকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। নর-শোণিত প্রবাহিত করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না, আর অন্য কেহ তাহা করিলে তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি সকল প্রজাকে সমভাবে দেখিতেন। সকলকেই ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। ধর্ম্মের জন্য কাহাকেও উৎপীড়ন করা নিষিদ্ধ ছিল। তাঁহার মাতার রাজত্বকালে খ্রীস্টীয়ান প্রজাগণ যে প্রকার কঠিন নিয়মের অধীন ছিল, তিনি সেই সকল নিয়ম রহিত করেন। যদিও তিনি খ্রীস্টীয়ান হন নাই, তথাচ খ্রীস্টীয়ানদের দুঃখের সময়ে দুঃখ মোচন করিবার জন্য ঈশ্বর তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন, খ্রীস্টীয়ানগণ ইহা বিশ্বাস করিত। তিনি খ্রীস্টীয়ান ও দেবপূজক উভয় মতাবলম্বী প্রজাকে উচ্চ পদ দিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা খ্রীস্টীয়ানগণ নানা প্রকার মঙ্গল লাভ করে, তাঁহার অকাল মৃত্যুতে খ্রীস্টীয়ানগণ রক্ষকহীন হইল।

সেই রাত্রেই রাজার শব ইলাফি নামক পৈতৃক সমাধি ক্ষেত্রে নীত হইল। এবং পর দিবস দুই প্রহরের সময়ে তোপ ধ্বনি হইল। নগরস্থ লোক একত্র হইলে তাহাদিগের নিকট নিম্নলিখিত ঘোষণা পত্র পাঠ হইল, "রাজা আত্মহত্যা করিয়াছেন, এই জন্যে তাঁহার রাণী সিংহাসনোপবিষ্টা হইলেন, এবং তাঁহার নাম রাবোডো আর থাকিবে না, তিনি রসোহেরিনা নামে বিদিতা

হইবেন। এতদ্ব্যতীত এই সকল বিষয়ে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধা হইতেছেন। এক্ষণাবধি আর কোন প্রজার জীবন বা মরণ রাণীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে না। তিনি স্বেচ্ছাক্রমে কোন নূতন নিয়ম প্রচলিত করিতে পারিবেন না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিষয়সম্বন্ধে কিছু করিতে ইচ্ছুক হইলে নগরের প্রধানবর্গের পরামর্শ ও ইচ্ছাক্রমে করিবেন। এই সমস্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধা হইয়া রাণী রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন।

কিছু দিন পরে মিশনারিগণ রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহারা রাণীকে দেবপূজকদিগের মস্তকস্বরূপ জানিতেন। তন্নিমিত্ত প্রথমাবস্থায় তাঁহাদের মনে কিঞ্চিৎ ভয়ের উদ্রেক হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া সে ভয় দূরীকৃত হইল। রাণী বলিলেন, রাজার সময়ে ধর্ম্ম বিষয়ে প্রজাদিগের যেমন স্বাধীনতা ছিল, তিনিও তাহাই রাখিবেন, কোন পরিবর্ত্তন করিবেন না। বাস্তবিক রাণী নিজ প্রতিজ্ঞানুসারে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত খ্রীষ্টীয়ানদিগকে অন্য প্রজাদিগের ন্যায় অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয়ানগণও ঈশ্বরের বহু ধন্যবাদ করিল, এবং দিন দিন তাহাদিগের সংখ্যার বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

পাঠক, মনে করিবেন না যে, কেবল আন্টানানারিভো নামক প্রধান নগরীতেই খ্রীষ্টের রাজ্য বৃদ্ধি হইতেছিল, অন্য স্থানে যত্ন হইতেছিল না। নগর হইতে অনেক দূরে যে সকল পল্লী ছিল, সে সকলেতেও সেই প্রকার যত্ন হইতেছিল। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই খ্রীষ্টীয়ানগণ ঈশ্বরোপাসনার জন্য এক একটি ভজনাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

তাহারা আপনাদিগের মধ্য হইতে উপযুক্ত লোক মনোনীত করিয়া, ভক্তিসহকারে উপাসনা কার্য্য সমাধা করিত। ইউরোপীয় মিশনরিগণ সুযোগমতে তাহাদিগের কার্য্যাদি পরিদর্শন করিতেন। লোকেরা প্রতিবাসিবর্গের নিকট প্রভুর প্রেম প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিত না। ক্রমে তাহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল এবং সুশৃঙ্খলাসহকারে আপনাদিগের সমস্ত কার্য্য সমাধা করিতে লাগিল। কতিপয় মিশনরির পক্ষে সকল মণ্ডলী পরিদর্শন করা অসম্ভব ছিল। তথাচ তাঁহারা পালাক্রমে প্রত্যেক মণ্ডলীর কার্য্য পরিদর্শন করিতেন।

এই সময়ে সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজিত থাকায় মিশনরিরা প্রার্থনা সভা করিবার প্রস্তাব করিলেন। অনেক খ্রীষ্টীয়ান তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিল, খ্রীষ্টীয়ানগণ সমবেত হইলে শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, এবং রাণী অসন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু সাহেবেরা ধর্ম্ম বিষয়ে প্রজাদিগের স্বাধীনতার উপর নির্ভর করিয়া প্রথম প্রার্থনা সভা করিলেন। ১৮৬৩ সালের আগষ্ট মাসের প্রথম সোমবারে আনালাকেলির ভজনালয়ে এই সভা হয়। সভাতে প্রায় তিন সহস্র লোক ছিল। আরও অধিক লোক উপস্থিত হইত, কিন্তু ভয়ে উপস্থিত হয় নাই। পরে সেই সকল লোক রাজ কর্ম্মচারিদিগের অনুমতি গ্রহণ করিয়া প্রার্থনা সভায় উপস্থিত হইতে লাগিল। উপাসনা কার্য্য শেষ হইলে সকলে অহ্লাদসহকারে প্রভুর ধন্যবাদ করিয়া বিদায় হইল।

নগরের উত্তরদিগে কয়েক ক্রোশ দূরে আম্পারাফারা-

ভাটো নামক এক গ্রাম আছে, এই গ্রামের সমগ্র লোক দেবপূজক। এক দিবস গ্রামস্থ প্রধানবর্গ খ্রীষ্টীয়ানদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের সমাজভুক্ত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। এবং ক্রমান্বয়ে তাহাদিগের উপাসনালয়ে উপস্থিত থাকিতে লাগিল। তাহারা দেশীয় প্রচারকদিগের নিকট সুসমাচার জ্ঞাত হইয়াছিল। কিছুকাল তাহাদিগের চরিত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এবং খ্রীষ্টেতে তাহাদিগের অকপট বিশ্বাসের পরিচয় পাইয়া বাপ্তিস্ম দ্বারা তাহাদিগকে সমাজে গ্রহণ করা হইল।

এক দিকে মিশনরি সাহেবগণ পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে পাদ্রি ডাক্তার ডেবিড্সন সাহেব চিকিৎসালয়ে প্রভুর সাহায্যে নৈপুণ্যসহকারে চিকিৎসা করিয়া লোকের মন ক্রয় করিতে লাগিলেন। যত লোক তাঁহার নিকট পীড়াগ্রস্ত হইয়া উপস্থিত হইত, সুসমাচারের কথা জ্ঞাত করণানন্তর তিনি তাহাদিগকে ঔষধ প্রদান করিতেন। তাঁহার দ্বারা অনেক উৎকট রোগাক্রান্ত লোক আরোগ্য লাভ করিল। ক্রমে দূরবর্ত্তী নগরে ও গ্রামে তাঁহার যশ ব্যাপ্ত হইল। দূরদেশবাসী রোগীগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, আত্মিক রোগের মহাচিকিৎসক যীশুর মাহাত্ম্য-কথা শুনিতে লাগিল।

যে সকল লোকের যীশুর নাম শুনিতে নিতান্ত অনাস্থা ছিল, ক্রমে তাহাদের মন হইতে বিদ্বেষ ভাব দূরীকৃত হইল। তাহারা নানা স্থানে স্থিরতাসহকারে সুসমাচার

শ্রবণ করিতে লাগিল। সুতরাং প্রচারকগণের পথ পরিষ্কার হওয়াতে খ্রীষ্টের রাজ্যের সম্যক বৃদ্ধি হইল।

---

## দশম অধ্যায়।

রাসোহারিনা রাণী দেবপূজিকা হওয়াতে খ্রীষ্টীয়ানদিগের শত্রুগণ বড়ই সাহসী হইল। তাহারা ভাবিয়াছিল, পূর্ব্বের মত খ্রীষ্টীয়ানগণ পুনরায় উৎপীড়িত হইবে। কিন্তু রাণী সকল প্রজাকে সমান স্বাধীনতা প্রদান করিলেন, তাহাতে তাহারা নিতান্ত নিরাশ হইল। রাণী দেবপূজিকা ছিলেন বটে, তথাচ খ্রীষ্টীয়ান প্রজাবর্গের প্রতি তাঁহার স্নেহ ছিল। তিনি তাহাদিগের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হইতেন। তাহাদের মঙ্গলের জন্য যত্ন করিতেন, এবং যাহাতে তাহারা পুনর্ব্বার উৎপীড়িত না হয়, তদ্বিষয়ে সাবধান থাকিতেন।

এত কাল খ্রীষ্টীয়ানগণ এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায়স্থ প্রজারূপে পরিগণিত হয় নাই। কিন্তু এই রাণীর সময়ে একটি এমন ব্যাপার ঘটিল যে, খ্রীষ্টীয়ানগণ তদ্রূপ রাজদ্বারে পরিচিত হইল। রাণীর মাতা পরলোকগতা হইলেন। দেশাচার অনুসারে তাঁহার সমাধির পর প্রজাবর্গকে উপঢৌকন প্রদান করা হইল। সকল সম্প্রদায়ের লোক সমবেত হইল—খ্রীষ্টীয়ানগণও নিমন্ত্রিত হইয়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত উপঢৌকন প্রাপ্ত হইল। তাহারা কেহ২ উপঢৌকন আনয়ন করিয়া বন্টন করিয়া লইল। এই ঘটনা দ্বারা

খ্রীষ্টীয়ানগণ যে এক প্রকার স্বতন্ত্র প্রজারূপে প্রকাশ্যে পরিচিত হইল, তাহার সন্দেহ নাই।

যে দিবস রাণী প্রকাশ্যরূপে মুকুট গ্রহণ করিলেন, সে দিবস বিশ্রামবার। সেই বিশ্রামবারের অপরাহ্নে তিনি নিজ দলবল সমভিব্যাহারে আম্বোহিমাঙ্গার প্রধান দেবমন্দিরে উপস্থিত হইলেন। প্রধানবর্গের মধ্যে কতক-গুলি খ্রীষ্টীয়ান ছিল। বৈশ্রামবারিক উপাসনা হইবে না মনে ভাবিয়া তাঁহারা কিঞ্চিৎ উৎকণ্ঠিত ছিলেন; কিন্তু রাণী তাঁহাদিগকে উপাসনার অবকাশ প্রদান করাতে তাঁহারা আহ্লাদিত হইলেন। এই অবধি উপাসনার অধিকার খ্রীষ্টীয়ান রাজকর্ম্মচারিদিগকে প্রদত্ত হইল।

খ্রীষ্টীয়ানগণ প্রতি বৎসর খ্রীষ্টের জন্ম উৎসব রক্ষা করিত। এবার সেই সময় উপস্থিত হইলে তাহারা সমবেত হইয়া রাণীকে সম্মান প্রদান করিবার প্রস্তাব করিল। রাণী তাহাতে সম্মতা হওয়াতে ৮০০০ লোক একত্র হইয়া রাজবাটীতে উপস্থিত হইল। পথে ও রাজবাটীতে তাহারা গীত গান করিয়া রাণীর মঙ্গলার্থ প্রার্থনা করিল। রাণী তাহাদিগের এই কার্য্যে মহা সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তৎপরে তাহারা বিদায় হইয়া স্ব২ গৃহে প্রস্থান করিল। এই প্রকারে নানা উৎসাহসহকারে এক বৎসরের কার্য্য শেষ হইল। প্রভুর সেবকগণ প্রচুর আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিল।

এই গত বৎসরের প্রথম ভাগে নিতান্ত উৎসাহ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। রাজা প্রথমাবধি মিশন, মিশনারি ও

খ্রীষ্টীয়ানগণের প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহাতে ক্ষেত্রস্থ কার্য্যকারিদিগের হৃদয় নানাবিধ আশায় পূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু সময়েং যে সকল পরিবর্ত্তন এবং বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহাতে যদিও প্রভুর কার্য্যের কোন হানি হয় নাই, তথাচ তদ্দ্বারা প্রভুর রাজ্যের বৃদ্ধির বাধা জন্মিয়াছিল। যদিও লোকেরা উন্মাদ হইয়া খ্রীষ্টীয়ান-দিগের কোনং ব্যক্তিকে বধ করিতে যত্ন ও বাস্তবিক বধ করিল, যদিও খ্রীষ্টীয়ানদিগের উ কারী নির্দ্দোষ রাজাকে হত করিল, যদিও শত্রুগণ নিজ ইচ্ছানুসারে নূতন রাণীকে সিংহাসন অধিরূঢ়া করিল, যদিও স্বেচ্ছানুসারে রাজ্য সম্বন্ধীয় বিধি প্রচলিত করিল, তথাচ প্রভুর কার্য্য ক্রমান্বয়ে উন্নতিযুক্ত হইল, ক্রমাগত লোক দীক্ষিত হইল এবং খ্রীষ্টীয়ানদিগের সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইল যে, রাণী তাহাদিগকে এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বলিয়া স্বীকার করিলেন। অন্যান্য প্রজাদিগের যে যে স্বত্ব ছিল, খ্রীষ্টীয়ানদিগকেও তাহাই দত্ত হইল। এই প্রকারে যে খ্রীষ্টীয়ানগণ কিছু কাল পূর্ব্বে শত্রুবৎ উৎপীড়িত ও পশুদিগের ন্যায় ইচ্ছানুসারে হত, প্রজার স্বত্বচ্যুত ছিল, তাহারাই ঈশ্বরের অনুকম্পায় রাজসভায় গণ্য মান্য হইল। সর্ব্ব কালে সর্ব্ব স্থানে সত্যের জয় ও মিথ্যার ক্ষয় হয়, ইহার আর কোন সন্দেহ নাই। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, খ্রীষ্টীয়ানদিগের সংখ্যা নিত্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, সুতরাং নূতনং মণ্ডলীও স্থাপিত হইতে লাগিল। এই সকল মণ্ডলীর তত্ত্বাবধারণ করিবার নিমিত্ত নূতনং দেশীয় লোক নিযুক্ত হইল। তাহারা

আপনাদিগের সাধ্যানুসারে প্রাপ্ত ধর্ম্মজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া নিজ২ কার্য্য বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। যে সকল ইউরোপীয় মিশনরি সে কালে মাদাগাস্কারে উপস্থিত ছিলেন, সমস্ত মণ্ডলীর শিক্ষার ভার গ্রহণ করা তাঁহাদিগের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। সুতরাং নূতন ইউরোপীয় লোকের আবশ্যক হওয়াতে পাদ্রি পিয়র্স ও তাঁহার মহিলা এবং পাদ্রি কেস্‌লার সাহেব মাদাগাস্কার দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা কএকটি নূতন মণ্ডলীর ভার লইলেন। ষ্টাগ্‌ নামক আর একজন ইউরোপীয় শিক্ষা বিভাগের কার্য্য সম্পূর্ণরূপে নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। তিনি বলেন যে, মাদাগাস্কারস্থ বালকগণ এত তীক্ষ্ণবুদ্ধি যে, রীতিমত শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে অল্পায়াসে ইংলণ্ডীয় বালকগণের তুল্য শিক্ষা করিতে পারে।

নগরের চারি অংশে চারিটী মণ্ডলী ছিল। এই চারি মণ্ডলী-সংক্রান্ত চারিটী বিদ্যালয়ও ছিল। সকল প্রকার অবস্থার লোক এই বিদ্যালয় সমূহে নিজ২ সন্তানদিগকে প্রেরণ করিত। বালকদিগের শিক্ষার্থ যথেষ্ট পুস্তক প্রস্তুত ও ছাপাও হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বালকদিগকে ছাপাখানার কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইত। বালকগণ সাংসারিক ও পারমার্থিক উভয়বিধ জ্ঞানেই উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া যে সকল লোক আত্মীয়পরিত্যাগ করিয়াও স্বদেশ বিসর্জ্জন দিয়া তাহাদিগের হিত সাধনে যত্নবান ছিলেন, তাঁহারা পরম সন্তোষ লাভ করিতে লাগিলেন।

এদিগে পাদ্রি টয় সাহেবের কার্য্য বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইল। তিনি যে মণ্ডলীর ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত আরও নূতন ছয়খানি গ্রামে তাঁহার কার্য্য বিস্তৃত হইল। তিনি যে সকল ছাত্রকে প্রচার ও মণ্ডলীর ভার গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যত্ন সহকারে শিক্ষা দান করিতেছিলেন, বিশেষ রূপে তাহাদিগেরই দ্বারা এই সকল নূতন মণ্ডলীর কার্য্যাদি সাধিত হইত। প্রতি বিশ্রামবারে তাহারা পালাক্রমে উপাসনাকার্য্য সমাধা করিত, কিন্তু কোন গুরুতর ঘটনা হইলে পাদ্রি টয় সাহেবকে সংবাদ দিত। পাদ্রি কাজিন সাহেব আম্বারিবার মণ্ডলীর ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মণ্ডলীর লোক সংখ্যা সকল মণ্ডলী অপেক্ষা অধিক ছিল। তাহাতে আবার ক্রমাগত নূতন লোক দীক্ষিত হইতে লাগিল। সুতরাং এই স্থানের ভজনাগৃহ কএক বার ভাঙ্গিয়া বড় করা হইল। কিছু দিন পরে কাজিন সাহেব ভনিজাঙ্গা নামক স্থানের নূতন মণ্ডলীতে গিয়া বাস করিলেন। তথা হইতে পুনরাগমন করিয়া দেখেন, পুরাতন গৃহে আর স্থান হয় না। কাজেই তিনি আর একটি নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। লোকেরা তাহাতে সম্মত হইয়া আপনারা ব্যয় বহন করিয়া আর একটি বৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করিল। এই গৃহে যে দিন সর্ব্ব প্রথমে উপাসনা হয়, সে দিন কেবল এই মণ্ডলী সংক্রান্ত ১৮০০ লোক উপস্থিত ছিল। পাদ্রি পিয়র্স সাহেব আনানেফলি মণ্ডলীর ভার গ্রহণ করিলেন। সে মণ্ডলীর লোক সংখ্যাও ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল—তাহার লোক সংখ্যা ১০০০।

১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি মাসের ১৪ তারিখে আম্বাটোনাকাঙ্গায় একটী নূতন কার্য্য হইল। এতকাল আম্বাটোনাকাঙ্গায় কোন চিকিৎসালয় ছিল না। পীড়িত লোকেরা বড় কষ্ট ভোগ করিত। এই কষ্ট দূর করিবার নিমিত্ত তথায় উক্ত তারিখে প্রধান রাজমন্ত্রি কর্ত্তৃক একটী চিকিৎসালয়ের ভিত্তিমূল স্থাপিত হইল। দুই সপ্তাহ পরে, উক্ত নগরে প্রস্তর নির্ম্মিত যে ভজনালয়ের উদ্যোগ করা হইতেছিল, তিনিই সেই ভজনালয়ের ভিত্তিমূল স্থাপন করিলেন। এই প্রকারে বৎসরারম্ভেই খ্রীষ্টীয়ানগণ রাজসংসার হইতে উৎসাহ প্রাপ্ত হইল। প্রতি বিশ্রামবারে নূতন লোক দীক্ষিত হইতে লাগিল, খ্রীষ্টীয়ানগণ ক্রমে ধর্ম্ম জ্ঞানে উন্নতি-লাভ করিতে লাগিল। দূরবর্ত্তী লোকেরা শিক্ষাপ্রার্থি হইয়া নগরে আসিতে লাগিল। এবং পুস্তকের জন্য ক্রমাগত আবেদন উপস্থিত হইতে লাগিল। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া কোন্ খ্রীষ্টীয়ান উৎসাহান্বিত না হইয়া থাকিতে পারে? দেশীয় ও বিদেশীয় সকল খ্রীষ্টীয়ান দ্বিগুণ যত্নসহকারে প্রভুর রাজ্য বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং নিত্য নূতন ফল প্রদর্শন করিয়া ক্ষেত্রের স্বামিও তাহাদিগের পরিশ্রম আশীর্ব্বাদযুক্ত করিলেন।

আমরা এতাবৎ কাল আন্টানানারিভো নামক প্রধান নগরী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকলে এবং সেই প্রদেশে খ্রীষ্টের মহিমা কি প্রকারে প্রকাশিত হইতেছিল, তাহাই বিবৃত করিয়াছি। অন্য২ প্রদেশে যত্ন হয় নাই, পাঠক

যেন এমন না ভাবেন। তন্নিমিত্ত আন্টানানারিভোর কার্য্য বিবরণ কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য প্রদেশের কথা লেখা উচিত বোধ হইতেছে।

আন্টানানারিভো হইতে দেড়শত ক্রোশ দক্ষিণে এক প্রদেশ আছে। জনৈক উচ্চ শ্রেণীর খ্রীষ্টীয়ান রাজপ্রতিনিধি স্বরূপ এই প্রদেশ শাসন করিতেন। পাদ্রি এলিস্ সাহেব তাঁহাকে জানিতেন, কিন্তু অনেক কাল পরস্পর সাক্ষাৎ হয় নাই। অকস্মাৎ এক দিবস এক ব্যক্তি তাঁহার এক খানি পত্র লইয়া পাদ্রি সাহেবের কাছে উপস্থিত হইল। পত্রবাহকও খ্রীষ্টীয়ান। রাজপ্রতিনিধির পত্র পাঠ করিয়া এলিস্ সাহেব যৎপরোনাস্তি সন্তোষ লাভ করিলেন। রাজপ্রতিনিধি খ্রীষ্টের মাহাত্ম্য প্রকাশপূর্ব্বক সেই প্রদেশে অনেককে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাহাদিগের বিবরণ শেষ করিয়া তিনি পুস্তকের অভাবের কথা জ্ঞাত করাতে পাদ্রি সাহেব তাঁহাকে কতক গুলি পুস্তক প্রেরণ করিলেন। পত্রবাহক ১৩ দিনে এলিস্ সাহেবের নিকট পঁহুছিয়াছিল, এবং প্রত্যাগমন কালে সেই পুস্তকের বোঝা লইয়া দেড়শত ক্রোশ যাইতেও বিন্দুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া হর্ষোৎফুল্ল মনে সেই দিবসই পুনর্যাত্রা করিল।

বেটসিলিও নামক প্রদেশেও খ্রীষ্টের রাজ্যের বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইতেছিল। এই প্রদেশ পূর্ব্বকালে স্বাধীন ছিল, কিন্তু অনেক দিবসাবধি আন্টানানারিভোর রাজাদিগকে কর প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। ১৮৬৪ সালে সেই প্রদেশ এক মহিলা দ্বারা শাসিত

হইতেছিল। রাসোহারিনা সিংহাসনাধিরূঢ়া হইলে তিনি স্বীয় ভ্রাতা ও অনুচর সমভিব্যাহারে রাসোহারিনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ভ্রাতা রফিনানা খ্রীস্টীয়ান ছিলেন, তিনি তদ্দেশীয় খ্রীস্টীয়ানদিগের দ্বারা তাহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই ব্যক্তির সহিত আন্টানানারিভোর ভ্রাতৃগণের আলাপ ছিল। তিনি নগরে উপস্থিত হইলে ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিল। ঐ বেটসিলিও প্রদেশের শাসনকর্ত্রী প্রজাবর্গকে ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনতা প্রদান করাতে খ্রীস্টীয়ানদিগের সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তাহারা প্রধান রাজদ্বারে প্রতিনিধি প্রেরণ করিল। ফিয়ানারান্টাসায়া নামক প্রদেশেও সেই প্রকারে খ্রীস্টীয়ানদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছিল। তথাকার এক জন প্রধান রাজকর্ম্মচারি যখন দেবপূজক ছিলেন, তখন কয়েকটি বিবাহ করেন। তিনি এবং তাঁহার কয়েকটী স্ত্রী খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। ইহাঁরা দেশীয় লোকদিগের দ্বারা দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এবং সকলে এক সঙ্গে বাস করিতেন। কিন্তু ক্রমে তাঁহারা ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠ করিয়া বুঝিলেন যে, এ প্রকারে বাস করা ধর্ম্মশাস্ত্র সিদ্ধ নহে। তাঁহাদিগের এত দূর ধর্ম্মানুরাগ যে, তাঁহারা স্বতন্ত্র হইলেন এবং সকলে একচিত্ত হইয়া যে স্ত্রীকে রাখা স্থির করিলেন, কেবল সেই স্ত্রী স্বামির গৃহে রহিল। পরিত্যক্ত স্ত্রীগণ নিজ২ আত্মীয়গণের আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিল। এই সকল কঠিন ব্যাপারের মীমাংসা করণার্থ

তাঁহারা ধর্ম্ম পুস্তকের উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া পাদ্রি সাহেবেরা বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। এই প্রকার বিবাদ মীমাংসা উপলক্ষে পূর্ব্ব কালে অনেক বিতর্ক হইয়াছে, কিন্তু মালাগাসি খ্রীষ্টীয়ানগণ শাস্ত্রানুসারে কার্য্য করিয়া আপন২ সংবেদের পবিত্রতা রক্ষা করিল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, রাজধানীর চারি কোণে চারিটি মণ্ডলী স্থাপিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আম্বো-ইটান্টলি নামক মধ্যস্থলে খ্রীষ্টীয়ানদিগের যত্নে আর একটি নূতন উপাসনাগার প্রস্তুত হইল। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ বিশ্রামবারে এই উপাসনাগৃহে প্রথম উপাসনা হয়। পাদ্রি এলিস্ ও টয় সাহেবদ্বয় প্রার্থনা করিয়া উক্ত স্থানে ভজনা করিয়া পথ মুক্ত করেন। এই ভজনাগৃহ প্রধান রাজমন্ত্রীর গৃহের সম্মুখে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্ত্রীবর অনেক অর্থ দিয়া গৃহ নির্ম্মাণে খ্রীষ্টীয়ানদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং প্রায়ই সপরিবারে ভজনালয়ে উপস্থিত হইয়া খ্রীষ্টীয়ানদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন।

আন্টানানারিভো রাজধানী ও তাহার দক্ষিণাঞ্চলে খ্রীষ্টধর্ম্ম যে প্রকার বৃদ্ধি পাইতেছিল, উত্তরাঞ্চলেও সেই প্রকার হইতেছিল। ইলাফি নামক স্থানের খ্রীষ্টীয়ানগণ আপনাদিগের জন্য এক ভজনালয় নির্ম্মাণ করিবার ব্যয় সমাধা করিতে অক্ষম হইয়া আন্টানানারিভোর কএকটি মণ্ডলীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। তাহারা সেই আবেদন পত্রে আপনাদিগের অবস্থা নিম্ন লিখিত রূপে বর্ণনা করিয়াছিল। তাড়নাকালে সেই মণ্ডলীর ৪ জন

খ্রীষ্টীয়ান আক্রান্ত হইয়া হত হয়। ৩ জন কারাগারে প্রাণ ত্যাগ করে। ২ জন গরল পানে প্রাণত্যাগ করে। ৪ জন গরল পান করিয়া রক্ষা পায়। ২৫ জন শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত থাকে। ২৮ জন খ্রীষ্টীয়ান তাড়নার শেষে বর্ত্তমান। ২৬০ জন নূতন লোক ক্রমেং দীক্ষিত। ১৮৬৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ২৯৮ জন সভ্য।

তাহাদিগের আবেদন শ্রবণ করিয়া নগরস্থ মণ্ডলীগণ তাহাদের সাহায্য করিল। তদ্দ্বারা ইলাফিতে নূতন ভজনালয় নির্ম্মিত হইলে প্রথম দিন এলিস্ সাহেব উপাসনা কার্য্য সমাধা করিলেন এবং সেই দিবসাবধি আলানেলনির ইংলণ্ডীয় অধ্যক্ষ পাদ্রি পিয়ার্স সাহেব ইলাফিস্থ মণ্ডলীর ভার গ্রহণ করেন। তদবধি সতত্ই তাহাদিগের তত্ত্বাবধারণ করিতেন।

আম্বোহিমাঙ্গা নামক আর এক স্থানে একটী মণ্ডলী সংস্থাপিত হইল। তথাকার ভ্রাতৃবর্গ আপনাদিগের মধ্য হইতে অধ্যক্ষ ও পরিচারক নিযুক্ত করিল। তাহাদের অভিষেক দিবসে পাদ্রি এলিস্ সাহেবকে নিমন্ত্রণ করা হইল। এই স্থানের মণ্ডলী অন্যান্য মণ্ডলী অপেক্ষা ক্ষুদ্র, কেবল ৬০ জন মাত্র এই মণ্ডলীর সভ্য ছিল। সুতরাং তাহাদিগের ভজনালয়ও ক্ষুদ্র। পাদ্রি সাহেব তথায় উপস্থিত হইলে, ভজনালয় লোকে পরিপূর্ণ হইল। গীতাদি হইলে পাদ্রি সাহেব বক্তৃতা করিয়া বলিলেন যে, তিনি তাহাদিগের বিধিদাতা স্বরূপ আইসেন নাই, বন্ধু স্বরূপ কয়েকটি সৎ পরামর্শ দিতে উপস্থিত হইয়াছেন। পরে তিনি

অধ্যক্ষ ও পরিচারকদিগের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন। তৎপরে যে দুই ব্যক্তিকে ভ্রাতৃগণ অধ্যক্ষ, ও যে চারি জনকে পরিচারক মনোনীত করিয়াছিল, তাহাদিগের উপর ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিলেন: এই দুই জন অধ্যক্ষের এক ব্যক্তির নাম রাইনিফিওটেন। এ ব্যক্তি যদিও অন্য জন অপেক্ষা বয়সে কনিষ্ঠ, তথাপি তাডনা কালে অত্যন্ত ধৈর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ৩০ বৎসর। তাঁহার মাতা রাজমন্ত্রীর ভগিনী ও তাঁহাব পিতা কোন প্রধান দেবতার পুরোহিত ছিলেন। পিতৃবিয়োগে তিনি সেই দেবতার ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রভুকে প্রেম করিয়া সে সমস্ত সাংসারিক ঐশ্বর্য্য বিসর্জ্জন দেন।

পাদ্রি সাহেব আম্বোহিমাঙ্গা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ইসারোট্রাফোহি নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। এই গ্রামে আন্দ্রিয়ামানান্টোনা নামক এক ভ্রাতা পূর্ব্বকালে বাস করিত। সে অনেক তাড়নাগ্রস্ত হইয়া শেষে তাড়নাতেই পরলোক প্রাপ্ত হয়। পাদ্রি সাহেব যে সময় মাদাগাস্কার পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই উৎপীড়ন কালে সে প্রায়ই এলিস্ সাহেবকে পত্রদ্বারা দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদিগের অবস্থা জ্ঞাত করিত। এক সময় পাদ্রি সাহেব তাহার পরিবার বর্গের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহারা সকলে জীবিত ছিল। আন্দ্রিয়ামানান্টোনার যত্ন ও পরিশ্রমে চতুর্দ্দিকস্থ গ্রাম

সকলে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারিত হওয়াতে অনেক লোক প্রভুকে স্বীকার করিয়াছিল। তাহার স্ত্রীর অনেক গুলি ক্রীত দাস দাসী ছিল। তাহাদিগকে সে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া নিজ আবাসে রাখিয়াছিল। সেই সকল দাস দাসী অন্য লোকের দাস দাসীর মত ছিল না, তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে গতিবিধি করিত। তাহাদিগকে দেখিয়া অন্য লোক ঈর্ষান্বিত হইত। কেবল যে এই পরিবারস্থ দাস দাসীদিগের এই উন্নত অবস্থা হইয়াছিল, তাহা নহে, যত খ্রীষ্টীয়ানের দাস দাসী খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল, সকলেই প্রায় এই প্রকার স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া নিজ২ কর্ত্তা ও কর্ত্রীর কার্য্য প্রেমভাবে সাধন করিত।

পাদ্রি এলিস্ সাহেব সেই গ্রামে উপস্থিত হওয়াতে সকলেই জানিতে পারিল। চতুষ্পার্শ্বস্থ খ্রীষ্টীয়ানদিগকে সেই সমাচার দত্ত হইল, সায়ংকালে দূরস্থ গ্রামবাসি ভ্রাতৃগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করণার্থ উপস্থিত হইল। পাদ্রি সাহেব অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহাদের সহিত নানা বিষয়ে কথা বার্ত্তা করিলেন ও তাহাদিগকে নানা উপদেশ প্রদান করিলেন। পরে তাহাদিগের সহিত উপাসনা করিয়া বিদায় লইলেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, আন্টানানারিভো নগরের চারি কোণে ভজনালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। পশ্চিমদিগে যেটি ছিল, সেটি এ পর্য্যন্ত প্রস্তরনির্ম্মিত হয় নাই। সাহেবদিগের মনে একে ২ সকল গুলি নির্ম্মাণ করিবার অভিপ্রায় ছিল।

ইতি মধ্যে এক দিবস বিষম অগ্নি কাণ্ড হইয়া ভজনালয় ও প্রায় সকল গৃহস্থের বাটী দগ্ধ হয়। ভ্রাতৃগণ অতি অল্প দিনে আর একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিল। ১৮৬৪ সালের ১৫ আগষ্ট তারিখে এই নূতন গৃহ সমাপ্ত হইলে সেই দিবস ঈশ্বরের ভজনা হইল। এই দিবস ভজনাগৃহে ৭০০ লোকের অধিক উপস্থিত ছিল। ইহাদিগের মধ্যে সকল অবস্থার ও সকল পদের লোক ছিল। কএক জন রাজমন্ত্রী ও প্রধান কর্ম্মচারিও উপস্থিত ছিলেন। কিছু দিন পরে পাদ্রি ব্রিগস্ সাহেব উপস্থিত হইয়া এই মণ্ডলীর ভার গ্রহণ করিলেন ও বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করিয়া মণ্ডলীস্থ বালকবালিকাদের শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। বালিকাগণকে বিদ্যাদানে তাঁহার ভার্য্যা যত্নবতী হইলেন। তাহাতে ভ্রাতৃগণের উৎসাহ বর্দ্ধন হইল।

নগর মধ্যে প্রচারের জন্যে একটি উৎকৃষ্ট স্থান ছিল। লোকেরা সেই ভূমি ক্রয় করিয়া তথায় প্রচারার্থ একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিবার অভিপ্রায়ে পাদ্রি এলিস্ সাহেবের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল। সাহেব তাহাতে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া নিজ অর্থ হইতে তাহাদিগকে সাহায্য করিলেন, তাহারা ত্বরায় একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিল। প্রথমে সে স্থানে ২২ অক্টোবর তারিখে কার্য্যারম্ভ হয়। এখন তথায় একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইয়াছে এবং পাদ্রি হার্টলি সাহেব তথাকার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

খ্রীষ্টীয়ানগণ ক্রীত দাস ও দাসীদিগের সহিত কি প্রকার ব্যবহার করিত, নিম্ন লিখিত বিবরণ পাঠ করিলে পাঠক

তাহা বিশেষ অবগত হইবেন। ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দে রাণাভোলনা রাণী উত্তরাঞ্চলে এক দিন সৈন্য প্রেরণ করেন। তাহারা শত্রু দমন করিয়া প্রত্যাগমন কালে, বাজাফি নাম্নী এক যুবতী ও তাহার দুই ভ্রাতাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনে। পরে তাহাদিগকে দাসত্বে বিক্রয় করে। ইহারা তিন জন তিন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিক্রীত হয়। ক্রমে তাহারা এবং তাহাদের সঙ্গীরা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে বাজাফি একজন খ্রীষ্টীয়ানের সহিত বিবাহিতা হয়। বিবাহের পর তাহার দুইটি সন্তান হয়।

ইতি মধ্যে তাহার ভ্রাতৃদ্বয় নিজ২ খ্রীষ্টীয়ান প্রভু হইতে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রস্থান করে। বাটী পঁহুছিয়া পিতা ও মাতা উভয়কে জীবিত দেখিয়া ভগিনীকে এই ভাবের সমাচার প্রেরণ করে যে, "পিতা মাতা উভয়েই বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা তোমাকে দেখিতে বড়ই বাসনা করেন। আর এস্থানে কিছুরই অভাব নাই। ভজনালয়, বিদ্যালয় সকলই আছে; অতএব তুমি ধর্ম্মগ্রন্থ ও তৎসহ অন্যান্য পুস্তকাদি লইয়া আসিবে।" বাজাফি এই সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া নিজ স্বামির নিকট বিদায় প্রার্থনা করাতে তিনি নানা উপঢৌকন দিয়া বিদায় করিলেন। এই প্রকার অনেক উদাহরণ দৃষ্ট হইয়াছে। দাস বা দাসী মুক্তি প্রার্থনা করিলেই ভ্রাতৃগণ তাহাদিগের বাসনা পূর্ণ করিত। ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে মাদাগাস্কারস্থ খ্রীষ্টীয়ান সমাজের বিলক্ষণ উন্নতি হয়। ক্রমে প্রধান নগরী আণ্টানানারিভোতে সপ্ত মণ্ডলী স্থাপিত হইল। খ্রীষ্টীয়ানদিগের

সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সাধারণ লোকের সামাজিক ও পারমার্থিক মঙ্গল দৃষ্টিগোচর হইল। প্রতি মাসে এক২ স্থানে প্রার্থনা সভা হইতে লাগিল। দূরস্থ পল্লীগ্রাম সকলে নূতন২ ভজনালয় নির্ম্মিত হইল। এত প্রকার উন্নতি হইলেও সময়ে২ ভ্রাতৃগণের শান্তি ভগ্ন হইত। রাডামা জীবিত আছেন, এই কথা প্রচার করিয়া লোকেরা কিছু দিন সমস্ত দ্বীপে মহা গণ্ডগোল করিল। আবার রাজা পরিবর্ত্তিত হইবে, এই ভাবনায় অনেকে চঞ্চলচিত্ত হইল। প্রধান মন্ত্রীর নির্ব্বাসন দণ্ডে অনেকে শান্তিহীন হইল—কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যিনি মন্ত্রী হইলেন, পরে তাঁহার গুণ দেখিয়া সকলে সুস্থির হইল।

কিন্তু এ সকল ব্যাপার ব্যতীত আর কএকটি ঘটনায় ভ্রাতৃগণ মর্ম্মান্তিক দুঃখ বোধ করিয়াছিল। শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শক এবং প্রধান শিক্ষক ষ্টাগ্ সাহেব পীড়িত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তিনি খ্রীষ্টীয়ান ছাত্রদিগকে শিক্ষা প্রদান করিয়া উপযুক্ত ছাত্রদিগকে ভিন্ন২ মণ্ডলীতে শিক্ষক ও প্রচারক রূপে প্রেরণ করিতেন। তাঁহার মরণে অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তৎপরে পাদ্রি পিয়র্স সাহেবের মহিলাও প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি দেশীয় ভাষা অতি পরিশ্রমসহকারে অল্প দিনে শিক্ষা করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দানে প্রবৃত্তা হইয়াছিলেন।

দেখিতে২ বৎসর শেষ এবং ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দ আগত। খ্রীষ্টীয়ানদিগের সংখ্যা নিত্য বৃদ্ধি যুক্ত হইল। ভজনালয়ের ও মণ্ডলীর সংখ্যা তৎসহ বাড়িল। লোকদিগের

আচার ব্যবহার, সামাজিক ও শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন দেখিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইল। এই দ্বীপের উপর যে প্রভুর আশীর্ব্বাদ বর্ত্তিয়াছে, এবং ভক্তগণের মঙ্গল সাধনে তিনি যে বিরত নহেন, ইহা সকলে বুঝিতে পারিল।

খ্রীষ্টীয়ানদিগের বিবাহ খ্রীষ্টীয় নিয়মানুসারে হইত, কিন্তু সে সকল বিবাহ আইনসম্মত বলিয়া রাজদ্বারে গ্রাহ্য হইত না। দেশীয় নিয়মানুযায়ী যে সকল বিবাহ হইত, তাহা গ্রাহ্য হইত। সুতরাং খ্রীষ্টীয়ানদিগের বিবাহসম্বন্ধে রাজ সরকার হইতে আদেশ গ্রহণ করা আবশ্যক হইল। রাণীর নিকট খ্রীষ্টীয়ানেরা এ বিষয়ে আবেদন করিল, তিনি মন্ত্রী দ্বারা সে বিষয়ে আপনার সম্মতি প্রকাশ করিলেন। সেই অবধি, অর্থাৎ ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ অবধি এ পর্য্যন্ত খ্রীষ্টীয়ানদিগের বিবাহ আইনসঙ্গত বিবাহ বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

১৮৬৩ অব্দে রাজার মৃত্যু হয়। তাহার কিছু কাল পরে রাণী ইংলণ্ডের মহারাণীর সহিত পুনরায় সন্ধি করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে এক প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। তাঁহারা মহারাণীর পত্র লইয়া ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মাদাগাস্কারে পুনরাগত হয়েন। এই সন্ধিদ্বারা মালাগাসী খ্রীষ্টীয়ানগণের ধর্ম্ম বিষয়ে স্বাধীনতা আরও দৃঢ় হয়। রাণী লোকদিগকে ধর্ম্মের জন্য আর কখনও তাড়না করিবেন না, এবং তাহাদিগের ভজনালয় সকলের উপর কোন প্রকার অধিকার প্রকাশ করিবেন না, এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। খ্রীষ্টীয়ানেরা মহারাণীর অনুগ্রহের কথা শ্রবণ করিয়া

ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিল এবং সমস্ত মণ্ডলী ঈশ্বরের কাছে তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করিল।

১৮৬৪ অব্দের জুলাই মাসে এলিস্ সাহেব স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার বিদায় গ্রহণের সংবাদ শুনিয়া, খ্রীষ্টীয়ানগণ, রাণী ও রাজসভাসদ সকলেই দুঃখিত হইলেন। যে দিন তিনি আন্টানানারিভো নামক প্রধান নগরী পরিত্যাগ করিয়া টামাটেব নামক বন্দরে গমন করেন, সে দিন খ্রীষ্টীয়ানগণ একত্র হইয়া নগরের বহির্দ্দেশ পর্য্যন্ত সঙ্গে২ যাইয়া তাঁহাকে বিদায় দেয়। এলিস্ সাহেব নিতান্ত দুঃখের সহিত তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন। তিনি টামাটেব বন্দরে উপস্থিত হইয়া তথাকার চর্চ্চ মিশন সোসাইটীর কার্য্যকারিদিগের পরিশ্রম ও পরিশ্রমের ফল-স্বরূপ মণ্ডলী সমূহ দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হয়েন এবং মাদা-গাস্কারের উপর ঈশ্বরের অনুগ্রহ আছে, ইহা জানিয়া তাঁহার অকথ্য ধন্যবাদ করিলেন। তৎপরে অর্ণবপোত আরোহণ করিয়া,মরিসচ্ দ্বীপ দিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করেন।

পাদ্রি জর্জ কাজিন ও রাট্ সিলিয়াঙ্গিয়া নামক দেশীয় পাদ্রি তাঁহার কার্য্য ভার গ্রহণ করিলেন। রাট্ সিলিয়া-ঙ্গিয়া ১৮৩১ অব্দে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন, এবং তাড়-নার সময়ে নানা কষ্ট ভোগ করিয়াও কতক গুলি খ্রীষ্টী-য়ানকে একত্র রাখিয়া গোপনে তাহাদিগের সহিত উপাসনা করেন। তাড়না অতীত হইলে তাঁহার যত্নে সেই ক্ষুদ্র মণ্ডলী বিলক্ষণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এলিস্ সাহেব মাদাগা-স্কারে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিলক্ষণ উদ্যোগী দেখিয়া-

ছিলেন। তিনি যখন মাদাগাস্কার পরিত্যাগ করেন, তখন এই ব্যক্তির মণ্ডলীতে ৭৬ জন লোক ছিল।

---

## একাদশ অধ্যায়।

বৎসরের শেষে সম্বৎসরের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া সকলেই তৃপ্ত হইল। নূতন চিকিৎসালয় নির্ম্মিত হওয়াতে চতুর্দ্দিগস্থ লোকদিগের যথেষ্ট উপকার হইতে লাগিল। আনালাকেলির ভজনাগৃহ নূতন ও দৃঢ়রূপে পুনর্নির্ম্মিত হইল এবং পাদ্রি পিয়ার্স সাহেব তথায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার যত্নে আনালাকেলির চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম সকলে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচারিত ও প্রায় প্রতি গ্রামে এক একটি ক্ষুদ্র মণ্ডলী স্থাপিত হইল। এদিগে ব্রিগ্‌স সাহেব ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী পরিশ্রমসহকারে বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন।

ইতিপূর্ব্বে পাদ্রি উলিয়ম কাজিন সাহেব অসুস্থতা নিবন্ধন ইংলণ্ডে গমন করেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে আন্দ্রিয়াম্বেলো তাঁহার কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাজিন সাহেব প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার মণ্ডলীর আশাতীত উন্নতি সাধন হইয়াছে। ভজনালয়ে লোকের আর স্থান কুলায় না। সুতরাং তিনি আর একটি বৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হইলেন। খ্রীষ্টীয়ানদিগের যত সংখ্যা বৃদ্ধি হইল, ততই ধর্ম্ম গ্রন্থের অভাব হইতে লাগিল। কিন্তু সুখের বিষয় এই, কাজিন সাহেব অনেক গ্রন্থ সঙ্গে

আনিয়াছিলেন। সেই সকল গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়াতে অনেক পরিমাণে অভাব দূরীকৃত হইল।

১৮৬৬ অব্দে নূতন কোন ঘটনা ঘটে নাই। তবে সুখের বিষয় এই, মণ্ডলীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইল। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষে ৭৯টি মণ্ডলী ও প্রায় ৪৫০০ সহভাগ গ্রহণকারী খ্রীষ্টীয়ান ছিল। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক খ্রীষ্টীয়ান ও তাহাদিগের সন্তানগণ ছিল, কিন্তু তাহাদিগের সংখ্যা নির্ণীত হয় নাই। ১৮৬৭ অব্দের আরম্ভে একটী মহানন্দের বিষয় ঘটিল। আম্বাটোনাকাঙ্গায় ধর্ম্মবীরদিগের স্মরণার্থ যে ভজনা গৃহ নির্ম্মিত হইতেছিল, সেইটি সম্পূর্ণ হইল। যে দিন সেই মন্দিরে প্রথম ভজনা হয়, সে দিন খ্রীষ্টীয়ানদিগের এক মহানন্দের দিন। চতুর্দ্দিগস্থ মণ্ডলীগণের সভ্যগণ সংগৃহিত হইল। নগর মধ্যে এক ধুম কাণ্ড উপস্থিত। রাণী এই ব্যাপার সম্বন্ধে আপনার সন্তোষ প্রকাশ করিবার জন্য নিজ সভা হইতে ৭ জন প্রধান খ্রীষ্টীয়ানকে প্রেরণ করিলেন। এই মন্দিরে কেবল ১২০০ শত লোকের বসিবার স্থান ছিল, কিন্তু প্রথম দিন উপাসনা আরম্ভ হইলে ১৫০০ লোক উপস্থিত হইল এবং প্রায় ১০০০ লোক বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান রহিল। গীত গান করিয়া উপাসনা আরম্ভ হইল, তৎপরে রাট্‌সিলিয়াঙ্গিয়া নামক দেশীয় উপদেশক ধর্ম্ম গ্রন্থের একাংশ পাঠ করিলেন। তৎপরে পাদ্রি জর্জ্জ কাজিন সাহেব, কি২ উপায়ে ভজনাগৃহ নির্ম্মিত হইল, তাহার বিবরণ পাঠ করিলেন। পাদ্রি টয় সাহেব খ্রীষ্টমণ্ডলীর রীতি নীতি বিষয়ে উপদেশ

প্রদান করিলেন। এবং পাদ্রি উলিয়ম কাজিন সাহেব ও আণ্ডাহেলো মণ্ডলীর অধ্যক্ষ উভয়ে একটি২ উপদেশ প্রদান করিলেন। পাদ্রি ব্রিগস্ সাহেব প্রর্থনা করিলেন এবং পাদ্রি জুকস্ সাহেব শেষ প্রার্থনা করিলেন।

এই অব্দে রাণী রাসোহারিনা রাজ্য পরিদর্শন অভিপ্রায়ে কিছু দিনের নিমিত্ত আন্টানানারিভো নগর পরিত্যাগ করিবার বাসনা করিলেন। প্রায় তিন মাস পূর্ব্ব হইতে আয়োজন হইতে লাগিল। ২০শে জুন তারিখে তিনি ৬০০ সৈন্য সমভিব্যাহারে উত্তরাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। আরও অনেক লোক তাঁহার সঙ্গে গেল। ইহাঁরা সকলেই রাজকার্য্যকারী ছিলেন। কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে অনেক খ্রীষ্টভক্ত ছিলেন। তাঁহারা আপনাদিগের সঙ্গে এক জন ধর্ম্মাধ্যক্ষ লইয়া যাইবার বাসনা করিলেন, কিন্তু রাণী সম্মতা না হওয়াতে নগরস্থ ভ্রাতৃগণ এক প্রার্থনাসভা করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন। খ্রীষ্টীয়ান রাজ কর্ম্মচারিরা বিদেশে,গমন করিয়া প্রতিদিবস অবকাশ মতে মাঠে বসিয়া প্রার্থনাসভা করিতে লাগিলেন। বহু লোক তাঁহাদিগের উপাসনা দেখিয়া পুনঃ২ তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। ভ্রাতৃগণ এই সুযোগে নানা স্থানে এবং অসংখ্য লোকের নিকট ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশুর অসীম দয়ার বার্ত্তা প্রকাশ করিলেন। ধর্ম্মান্বেষী অনেক লোক তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইল। অক্টোবর মাসের ৬ তারিখে রাণী আন্টানানারিভো নগরে প্রত্যাগত হইলেন। সে দিবস বিশ্রামবার, খ্রীষ্টভক্তগণ অনেক দিনের পর আত্মীয় সজনকে সঙ্গে

লইয়া পরমানন্দে ঈশ্বরের উপাসনা করিলেন। তাহার পর সপ্তাহে খ্রীষ্টভক্তেরা প্রার্থনাদি করিয়া উৎসব করিল। অনেকে বিদায় গ্রহণ কালে ক্রন্দন করিতে২ গমন করিয়াছিল, কিন্তু প্রত্যাগমন কালে নিজ২ পরিশ্রমের ফলস্বরূপ কতক গুলি নূতন লোক আনয়ন করিল। যাহা হউক, এই বৎসরের শেষে হিসাব হইলে জানা গেল, দেশীয় ও বিদেশীয় লোকের যত্নে লণ্ডন মিসন সোসাইটী সম্বন্ধীয় ২১০০০ খ্রীষ্টীয়ান মাদাগাস্কারে বর্ত্তমান।

১৮৬৮ খ্রীঃঅব্দের আরম্ভে রাণী পীড়িতা হইলেন। কএক মাস অবধি তিনি পীড়া ভোগ করিতেছিলেন, কিন্তু এই সময় পীড়া বৃদ্ধি হওয়াতে বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ আম্বোহিমাঙ্গায় গমন করিলেন। তথায় পীড়া উপসম না হইয়া বরং সাংঘাতিক আকার ধারণ করিল, শত্রুপক্ষীয় লোকেরা সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া রাজবিদ্রোহি হইল। কিন্তু রাজকর্ম্মচারিগণ তাহাদিগকে দমন করিলেন, এবং রাণীকে পুনরায় নগরে আনয়ন করিলেন। নগরে উপস্থিত হইবার কএক দিবস পরেই রাণীর মৃত্যু হইল, তাঁহার দেহ রাজবাটীস্থ সমাধি ক্ষেত্রে সমাহিত করা হইল। রাসোহারিনা ন্যায়পরায়ণা ও বিচক্ষণ ছিলেন, তাঁহার স্বামী রাডামা যেমন নরশোণিতপাত ঘৃণা করিতেন, তিনিও সেই প্রকার করিতেন। সহসা লোকের জীবন নষ্ট করিতে চাহিতেন না। তিনি বড় দয়াবতী ছিলেন। দূর দেশ হইতে যে সকল দাস ও দাসী বিক্রীত হইবার নিমিত্ত নগরে আনীত হইত, নিজে ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিতেন।

ধর্ম্মবিষয়ে লোকদিগকে তিনি যে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন, কখনই তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই ও হইতে দেনও নাই। খ্রীষ্টীয়ানদিগের সহিত তিনি কোন অন্যায় ব্যবহার করেন নাই, বরং যাহাতে তাহাদের অমঙ্গল না হয়, তদ্বিষয়েই যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমাবস্থায় দেবগণের পরম ভক্ত ছিলেন, কিন্তু শেষ পীড়ার সময়ে দেবতাদিগের অক্ষমতার প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া মরণ কালে খ্রীষ্টীয়ানদিগের ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহারই কনিষ্ঠা ভগিনী রাণাভোলানা উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে অধিরূঢ়া হয়েন।

রাণাভোলানা যে দিবস রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তাহার পর দিবসই মিশনরিদিগকে সংবাদ পাঠাইয়া বলেন, "আপনারা যে প্রকার স্বাধীনতা ভোগ করিতেছেন, সেই স্বাধীনতাই রহিল।" তাহাতে তাঁহাদের হৃদয়ের আশঙ্কা একবারে তিরোহিত হইল।

পূর্ব্ব রাণীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য সমাপন হইলে রাজপুরোহিতেরা দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া নূতন রানীর সহিত সাক্ষাৎ করণার্থ উপস্থিত হইলেন। রাণী তাঁহাদিগকে স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন, "তোমাদিগের দেবতা ইত্যাদিতে আমার শ্রদ্ধা নাই, অতএব রাজবাটী হইতে এ সকল দূর কর।" এই কথা বলিয়া তিনি সকল বিগ্রহ দূর করিলেন, এবং পুরোহিতদিগকে বলিলেন, তোমরা অন্যান্য প্রজাগণের ন্যায় রাজ্যে বাস কর। তাহাদিগের অপেক্ষা তোমাদিগের অধিক কোন স্বত্ব নাই।

দেশাচারানুসারে মৃতদিগের নিমিত্ত শোক করিবার জন্য যে কএক দিবস নিরূপিত ছিল, সেই কএক দিবস অতীত হইলেই রাণী রাজ্যসম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য বিশ্রামবারে স্থগিত রাখিবার জন্য এক সাধারণ আজ্ঞা প্রচারিত করিলেন এবং কএকজন খ্রীষ্টীয়ান উপদেশককে আনয়ন করিয়া রাজবাটীতে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও প্রার্থনা করিতে বলিলেন। কএক সপ্তাহ অতিবাহিত হইলে তিনি আর এক আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া বিশ্রামবারের হাট সকল বন্ধ করাইলেন ও সেই দিবসের পরিবর্ত্তে অন্য দিন স্থির করিলেন।

এ দিকে মিশনরিরা সাহসিক হইয়া খ্রীষ্টকে প্রচার করিতে লাগিলেন এবং যে সকল স্মরণীয় ভজনালয়ের নির্ম্মাণ কার্য্য এপর্য্যন্ত শেষ হয় নাই, সে সমস্ত শেষ করণে যত্নবান হইলেন। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রতি সকলের অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অনেকে মিথ্যা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। প্রতি বিশ্রামবারে ভজনালয় সকলে ধনী, দরিদ্র, স্বাধীন ও অধীন এত লোক উপস্থিত হইতে লাগিল যে, সকল গৃহেই স্থানের অভাব হইয়া পড়িল। তাহাতে আবার গৃহগুলি বড় করিতে হইল।

প্রধান নগরে, নগরের চতুষ্পার্শ্বে এবং রাজপ্রাসাদে খ্রীষ্টের রাজ্য এই প্রকারে বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া মিশনরিরা দূরবর্ত্তী স্থানে ধর্ম্মের কীদৃশ উন্নতি হইতেছে, তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য দুই জন ইংলণ্ডীয় ও কএক জন দেশীয় মিশনরি প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা যে যে স্থানে উপস্থিত হইলেন, প্রায় সকল স্থানেই ধর্ম্মভাবের ও লোক

সংখ্যার বৃদ্ধি দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া পুনরায় নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে দেশাচারানুসারে রাণী মুকুট গ্রহণ করেন। তাঁহাকে মুকুট প্রদান করিবার জন্য রাজবাটীর বহির্দ্দেশে এক চন্দ্রাতপ বিস্তৃত হইল। তাঁহারই আদেশানুসারে চন্দ্রাতপের চারি পার্শ্বে ধর্ম্মপুস্তকের চারিটি বচন বৃহদাক্ষরে লিখিত হইল। তাঁহার সম্মুখদেশে "সদাপ্রভুর গৌরব হউক," দক্ষিণে "সদাপ্রভু আমাদিগের সহিত থাকিবেন," অপর দুই পার্শ্বে "পৃথিবীতে শান্তি" ও "মনুষ্যদিগেতে প্রীতি," এই বাক্যগুলি লিখিত ছিল। তাঁহার দক্ষিণ হস্তের নিকট এক আসনে মুকুট ও অপর হস্তের নিকট, যে ধর্ম্মপুস্তক খানি উপহার স্বরূপে তাঁহার ভগিনীকে প্রদত্ত হইয়াছিল, সেই খানি স্থাপিত ছিল। রাণী উপবিষ্টা হইয়া এক বক্তৃতা করিলেন, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা দেবতাগণের নাম উচ্চারণ করিয়া যে প্রকারে প্রজাদিগের মঙ্গল কামনা করিতেন, তিনি সে প্রকার না করিয়া "পরমেশ্বর তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন," এই বলিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন।

রাণীকর্ত্তৃক প্রকাশ্যরূপে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অনুমোদিত হইল, দেখিয়া মিশনরিদের মনে কিঞ্চিৎ ভয়ের উদয় হইল। তাঁহারা ভাবিলেন, এখন শত্রুগণ মস্তক উত্তোলন করিয়া দরিদ্র খ্রীষ্টীয়ানদিগকে পুনরায় কষ্ট দিলেও দিতে পারে। সুতরাং যাহাতে লোকদিগের বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়, সেই অভিপ্রায়ে নূতন২ প্রার্থনা সভা করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা

প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঈশ্বর সহায় হওয়াতে আর কোন উৎপাত ঘটে নাই।

---

দ্বাদশ অধ্যায়।

১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দের নবেম্বর মাসের ১৭ তারিখে আম্বোহিপট্লির প্রস্তরময় ভজনালয় নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইল। রাণী সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানের প্রথম দিবসের উপাসনায় উপস্থিত হইবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। অন্যান্য সকল বিষয়ের অনুষ্ঠান হইলে রাণী, প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান কর্ম্মচারিবর্গসহ তথায় উপস্থিত হইলেন। উপাসনাকালে প্রথম গীত গাওয়া হইলে প্রধান মন্ত্রী বক্তৃতা করিয়া রাজ্যস্থ সকল লোককে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন, খ্রীষ্টীয়ানদিগের ঈশ্বরের সেবা করিলে পূর্ব্ব পুরুষদিগের সেবা করা হয় না, কিন্তু স্বর্গ মর্ত্ত্যের সৃষ্টি কর্ত্তা ও মনুষ্যের পাপনাশক এক ঈশ্বরের সেবা করা হয়। তৎপরে মিশনরিরা প্রার্থনা করিয়া সে দিবসের কার্য্য শেষ করিলেন। রাণী আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। উক্ত অব্দের ২৫সে ডিসেম্বর তারিখে সমস্ত খ্রীষ্টীয়ান রাজবাটীতে উপস্থিত হইল। রাণী তাহাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

এতদ্ব্যতীত মাদাগাস্কারের আরও অনেক প্রকার উন্নতি সাধিত হইল। বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত নূতন২ বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল। প্রচা-

রকেরা মাদাগাস্কারে যে মুদ্রাযন্ত্র লইয়া গিয়াছিলেন, সেই যন্ত্রে ১০,০০০ খণ্ড প্রথম শিক্ষা পুস্তক মুদ্রিত হইল, এবং বৎসর শেষ হইতে না হইতে আরও ৫০০০ খণ্ড মুদ্রিত হইল। বিদ্যার্থীদিগের সংখ্যা যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছিল, কেবল পুস্তকের সংখ্যা দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতে পারে। পূর্ব্ব বৎসর এক খানি সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ পত্রের গ্রাহক বড় অধিক হয় নাই। কিন্তু ১৮৬৮ অব্দে আশাতীত গ্রাহক হইল। দেশায় ভাষায় এক খানি গীত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। এ বৎসর তাহার সংশোধন ও সংবর্দ্ধন হইল। কিন্তু সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে ধর্ম্ম পুস্তক, তাহা সংশোধিত ও ২০,০০০ খণ্ড ছাপা হইল। যদিও এই পুস্তক ইংলণ্ডে ছাপা হইয়াছিল, তথাচ মাদাগাস্কারস্থ মিশনরিদিগের দ্বারা অনুবাদ কার্য্য সাধিত হইয়াছিল। উক্ত খ্রীঃ অব্দের শেষে জুকস্ সাহেব খ্রীষ্টীয়ানদিগের তালিকা করিয়া দেখিলেন যে, মাদাগাস্কারে ১২ জন ইংলণ্ডীয়, ২০ জন দেশীয় ধর্ম্ম শিক্ষক, ৪৩৭ জন দেশীয় প্রচারক ও শিক্ষক, ৩৭১১২ জন খ্রীষ্টীয়ান আছে। এই খ্রীষ্টীয়ানদিগের নাম মণ্ডলীর পুস্তকে লিখিত ছিল, কিন্তু সমস্ত খ্রীষ্টীয়ানের সংখ্যা ৫০,০০০ সহস্রের ন্যূন ছিল না।

বৎসরের শেষাংশে পরমেশ্বরের কৃপায় এই সমস্ত সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গেল, কিন্তু নূতন বৎসরের আরম্ভে তাহা দ্বিগুণ হইল। আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, রাণী প্রতি বিশ্রামবারে দুই জন উপদেশককে রাজপ্রাসাদে আনয়ন করিয়া

তাঁহাদের নিকট রাজবাটীস্থ সকলের সহিত শাস্ত্রের বচন শ্রবণ করিতেন। দেব পূজায় তাঁহার আর বিশ্বাস ছিল না। ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দের ২১শে জানুয়ারি তারিখে মালাগাসি-দিগের নূতন বৎসর আরম্ভ হয়। পূর্ব্ব কালে সেই সময়ে সকলে মিলিয়া দেব পূজা করিত, কিন্তু এ বৎসর দেবতার নাম গন্ধই পাওয়া গেল না ও কোন দেবপূজককেও দেখা গেল না। লোক অনেক ছিল, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে অনেকে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করণে নিযুক্ত ছিল। এই সময়ে রাণী বা রাজা বক্তৃতা করিয়া দেবতা ও পূর্ব্ব বীর-পুরুষদিগের গৌরব বর্ণন করিতেন। এ বৎসর সে প্রকার বক্তৃতা হইল না। রাণী আর এক প্রকার বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতার সার ভাগ এই "হে প্রজাবর্গ, আমার বক্তৃতার সার এই, এখন অবধি আমার রাজ্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিবে। ভরসা করি, এই সময়াবধি তোমরা প্রত্যেকে ঈশ্বরনিয়োজিত সৎপথে চলিতে যত্নবান হইবে।"

এক মাস অতীত হইলে, অর্থাৎ ২১শে ফিব্রুয়ারি তারিখে রাণী দেশস্থ প্রধান লোকদিগকে রাজ বাটীতে নিমন্ত্রণ করিলেন। তৎপরে পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারে খ্রীষ্টীয়ানগণ গীত গান ও প্রার্থনা এবং উপদেশ দান করিল, পরে রাণী ও প্রধান মন্ত্রী আন্দ্রিয়াম্বেলো নামক দেশীয় উপদেশকের দ্বারা সকলের সমক্ষে বাপ্তাইজিত হইলেন। দেবপূজকেরা রাণীর এই কার্য্য দেখিয়া অবাক হইল, এবং খ্রীষ্টীয়ানগণ পুর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া আনন্দে ক্রন্দন করিতে লাগিল। যে প্রাসাদ হইতে রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইয়া

কত দরিদ্র খ্রীষ্টীয়ান উপদ্রুত ও হত হইয়াছে, আজি সেই প্রাসাদেই প্রভুর আশীর্ব্বাদ বর্ত্তিল। এক রাণাভোলানা খ্রীষ্টীয়ানদের পক্ষে সংসার অন্ধকার স্বরূপ করিয়াছিলেন, আর এক জন দ্বারা রাজপ্রাসাদ মধ্যে প্রভুর জয়পতাকা স্থাপিত হইল, ইহা দর্শন করিয়া খ্রীষ্টভক্তদের চক্ষু হইতে আনন্দ নীর পতিত হইতে লাগিল। তৎপরে রাণী ও মন্ত্রী উভয়ে আন্দ্রিয়াম্বেলোর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। চারি মাস অতীত হইতে না হইতে উভয়ে খ্রীষ্টীয়ানদিগের সহিত সমবেত হইয়া প্রভুর ভোজ গ্রহণ করিলেন।

রাণী এবং প্রধান মন্ত্রী খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করাতে অনেক গুপ্ত খ্রীষ্টীয়ান প্রকাশ্য বাপ্তিস্ম প্রার্থনা করিল। প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদেরা ও গণকেরা ধর্ম্মার্থী হইল। শিক্ষার্থীদিগের সংখ্যা নিত্য বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া, প্রচারকেরা বিদ্যালয়ের ছাত্র দিগকে শিক্ষক স্বরূপে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু পাছে তাহাদিগের দ্বারা আশানুযায়ী ফল না হয়, এই জন্য তাঁহারা ইংলণ্ডীয় ভক্তদিগের সাহায্য যাচ্ঞা করিলেন।

ইংলণ্ডীয় লোকেরা এই সকল উৎসাহবর্দ্ধক সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ত্বরায় মাদাগাস্কারে কএক জন মিশনরি প্রেরণ করিলেন। তৎপরে লোকদিগের সংখ্যা এত অধিক হইল যে, নূতন ভজনা গৃহ প্রস্তুত অথবা পুরাতন ভজনালয় ভাঙ্গিয়া বড় করিতে হইল।

আমরা পূর্ব্বে বেট্সিলি নামক যে প্রদেশের উল্লেখ করিয়াছি, তথায় এ পর্য্যন্ত কোন ইউরোপীয় মিশনরি বাস

করেন নাই ; কখন কখন তাঁহারা মণ্ডলী সকল দেখিয়া ও উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন মাত্র। বেট্সিলিতে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্য কেবল তৎপ্রদেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদিগের দ্বারা হইতেছিল। সেখানে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের উন্নতি বিষয়ে পাদ্রি টয় সাহেব এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন, "আমি বেটসিলিতে উপস্থিত হইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। প্রভু এপ্রদেশস্থ মণ্ডলীকে বিলক্ষণ আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। যে খানে যাই, সেই খানেই লোকদিগের ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া আপ্যায়িত হইতে হয়। যে দিগে যাই, সেই দিগেই উচ্চ ভজনাগৃহ দেখিতে পাই। আইমেধিনা প্রদেশে খ্রীষ্ট রাজ্যের যে প্রকার উন্নতি হইয়াছে, বেটসিলিতেও সেই প্রকার। যে যে স্থানে আমি প্রচার করিতেছি, সেই২ স্থানেই যীশুর প্রেমের কথা শুনিবার জন্য লোকেরা বড় আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। ফিয়ানাবান্টোসা গ্রামে এখন আমি দুই এক দিবস অবস্থান করিব। এস্থানের লোকেরা, ১০০০ লোকের সমাবেশ হইতে পারে, এমন একটি উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছে ; কিন্তু লোক সংখ্যা যে প্রকার বৃদ্ধি হইতেছে, অতি অল্প দিন পরেই ইহাতে স্থানাভাব হইবে। এই গ্রামের চতুষ্পার্শ্বে দূরবর্ত্তী গ্রাম সকলে মণ্ডলী আছে। লোকেরা আমাকে তাহাদিগের তত্ত্ব লইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিতেছে। বোধ করি, তাহাদিগের সকলের নিকট যাইব।"

আন্টানানারিভো ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশে এই প্রকারে যীশুর রাজ্যের বৃদ্ধি হইতেছিল। কিছু দিন পরে মিশ-

নরিরা আপনাদিগের এক জনকে বেটসিলিতে প্রেরণ করিলেন। তিনি বিদ্যালয় প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া তথাকার লোকদিগের নানা উপকার করিয়াছেন। উক্ত অব্দের ২০ শে জুলাই তারিখে মাদাগাস্কারে এক মহৎ কার্য্য আরম্ভ হয়। রাজপ্রাসাদের মধ্যে প্রস্তর নির্ম্মিত উপাসনা গৃহের ভিত্তিমূল প্রস্তর রাণীকর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইল। রাণী এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন, ভবিষ্যতে যদি আমার কোন উত্তরাধিকারি; এই ভজনালয়ে সত্য ঈশ্বরের সেবা না করিয়া কোন দেবতার আরাধনা করে, তবে সে চিরকালের জন্যে রাজ্যচ্যুত থাকিবে।

১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দের শেষে মাদাগাস্কারে ৬০০০০ খ্রীষ্টীয়ান ছিল। এই প্রকারে ঈশ্বর অনুকম্পায় মাদাগাস্কার দ্বীপে ত্রাণপতি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সত্য ধর্ম্মের জ্যোতিঃ বিকাশিত হইল। প্রত্যেক গ্রামে, প্রধান নগরীতে, এমন কি, দেবপূজার প্রধান স্থল রাজবাটীর মধ্য স্থানে খ্রীষ্টের শিষ্য ও তাঁহার আরাধনার নিমিত্ত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ভজনালয় নির্ম্মিত হইল। দেব দেবী অবমানিত হইয়া দেশ হইতে দূরীভূত হইল এবং মানব কুলের মহা শত্রু শয়তানের যে আশ্রয় স্থান ছিল, তাহা ভূমিসাৎ হইল। ৫০ বৎসরের মধ্যে এই মহৎ কার্য্য সমাপ্ত হইল। যে প্রাচীন লোকেরা দীর্ঘজীবী ছিল, তাহারা মাদাগাস্কারের আদিম ও বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া জগদীশ্বরের প্রশংসা করিল। যে দেশ পূর্ব্বে কুসংস্কারে পূর্ণ, যে দেশ অসভ্যতার প্রধান আশ্রয়, যে দেশের লোকেরা পাপরূপ তিমিরাচ্ছন্ন ছিল,

সে দেশ এখন সভ্য দেশ সকলের মধ্যে পরিগণিত হইতেছে এবং খ্রীষ্টের জয়পতাকা তাহার মধ্য দেশে উড্ডীয়মান। এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া কোন্ খ্রীষ্টীয়ান ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও তাঁহার অপার ক্ষমতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে? যে সকল দেশীয় লোক প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া আপনাদের শুভ সংবেদ রক্ষা করিয়াছে, তাহাদিগের যন্ত্রণা ভোগের কথা স্মরণ করিয়া কে না প্রভুর ধন্যবাদ করিবে? যাঁহারা স্বদেশ ও আত্মীয় সজন পরিত্যাগ করিয়া স্বার্থপরতা বিসর্জ্জন দিয়া মাদাগাস্কারে সত্যালোক আনয়ন করিয়াছেন, সেই উদার স্বভাব মহাত্মা-দিগকে কে ভুলিয়া থাকিতে পারে?

---

# পরিশিষ্ট।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে মাদাগাস্কার দ্বীপে এক আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন ঘটিল। ইতিপূর্ব্বে রাণী ও প্রধান রাজকর্ম্মচারিবর্গ প্রকাশ্যরূপে সনাতন খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক জলসংস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য রাজবাটীস্থ সমস্ত দেবমূর্ত্তিও দূরীকৃত হয়। এই ঘটনায় তথাকার পুরোহিতগণ নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইল। তাহাদিগের জীবিকা অর্জ্জনের পথ রুদ্ধ হইল দেখিয়া এক দিবস সকলে রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিবেদন করিল যে, আপনি পূর্ব্ব পুরুষদিগের প্রথানুসারে তাঁহাদিগের উপাস্য দেবগণের হস্তে নিজ রাজ্যভার সমর্পণ করুন। রাণী প্রধান কর্ম্মচারিদিগকে সমবেত করিয়া তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিলেন। তাঁহাদিগের সকলেই এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, রাজপ্রাসাদে আর বিগ্রহ রাখা অবিধেয়। তদনন্তর সচীববর্গের মধ্যে এক ব্যক্তি রাজদেবালয়ে প্রবেশপূর্ব্বক প্রধান বিগ্রহটীকে আনয়ন করিয়া দেবতার আরাধকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বিগ্রহ কাহার্? সকলেই বলিল, রাণীর। রাণী আজ্ঞা করিলেন, এই দেব মূর্ত্তিতে আমার কোন প্রয়োজন নাই—তোমরা ইহা দগ্ধ কর। আজ্ঞামাত্রেই সেটি এবং তৎসহ অন্যান্য সমস্ত দবমূর্ত্তি ভস্মীভূত হইল। রাণীর এই

কার্য্যে দেবপূজকদিগের মনে যে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। যাহা হউক, ইহাতে খ্রীষ্টীয়ানগণ পরম উৎসাহান্বিত হইল এবং যাহারা একাল পর্য্যন্ত বিপদাশঙ্কায় খ্রীষ্টকে অবলম্বন করিতে পারে নাই, তাহারাও অগ্রসর হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

মাদাগাস্কারের এই প্রকার ঘটনার সংবাদ শীঘ্রই ইংলণ্ডে পঁহুছিল। তথাকার ভক্তগণ উল্লাসিত হইয়া মাদাগাস্কারে নূতন২ শিক্ষক ও উপদেশক প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে মাদাগাস্কার দ্বীপের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। শত২ লোকের শোণিত পাতে যে খ্রীষ্ট ধর্ম্মরূপ দীপ মাদাগাস্কারে ঈষৎ প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তাহা এখন অতিপ্রখর রূপে উদ্দীপ্ত হইল এবং তাহার গৌরব দিগদেশান্তরে প্রচারিত হইতে লাগিল। ইহাতে ইংলণ্ডস্থ মিশনরি সোসাইটীর অধ্যক্ষগণের হৃদয়ে এক বিষম চিন্তার উদয় হইল। এত কাল তাঁহারা অতি যত্ন সহকারে অর্থ দিয়া মাদাগাস্কারের দেবপূজকদিগের আত্মার পরিত্রাণার্থ মিশনরি, শিক্ষক ইত্যাদি প্রেরণ করিতেছিলেন। এখন প্রায় সমস্ত লোক খ্রীষ্টকে স্বীকার করিয়াছে, ইহা জ্ঞাত হইয়া তথাকার কার্য্যের সুচারু ব্যবস্থা নির্ণয় করণার্থ চিন্তায় মগ্ন হইলেন। অনেক বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, মাদাগাস্কারে প্রতিনিধি প্রেরণ পূর্ব্বক লোকদিগের প্রকৃত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ না করিলে কিছুই স্থিরীকৃত হইতে পারে না।

যৎকালে ইংলণ্ডে এই বিষয়ের আন্দোলন হইতেছিল,

তৎকালে স্বর্গীয় ডাক্তার মলেন্স ইংলণ্ডে অবস্থান করিতে-ছিলেন। ইংলণ্ডীয় অধ্যক্ষগণ তাঁহাকে ও তৎসহ পাদ্রি পিনা-ন্স নামক আর এক জন সুযোগ্য ধর্ম্মাধ্যক্ষকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া মাদাগাস্কারে প্রেরণ করিলেন। মলেন্স সাহেব তথায় এক বৎসর অবস্থানপূর্ব্বক খ্রীস্টীয়ানদিগের বাহ্য, আভ্যন্তরিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থা বিলক্ষণ পর্যা-লোচনা করিয়া এক খানি বৃহৎ পুস্তক প্রকাশ করিয়া-ছেন। এ পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি ভয়ে আমরা তাহা হইতে যৎকিঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তিনি লেখেন, "কএক মাস জলযাত্রার পর এবং নানা স্থান পরিদর্শন পূর্ব্বক অবশেষে আমরা নিরাপদে মাদাগাস্কারের বাণিজ্য স্থান টামাটেবে উপনীত হই। এই নগরে আমরা চারি দিবস যাপন করি। তথাকার লোকেরা, বিশেষ ইউরোপীয় বণিক ও দেশীয় খ্রীস্টীয়ানগণ আমাদিগের প্রতি যে প্রকার দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা সকলেই পরমা-প্যায়িত হই। এই চারি দিবসের মধ্যে এক দিবস বিশ্রাম-বার। সকল দিনাপেক্ষা প্রভুর দিন আমাদিগের পক্ষে বড়ই উৎসাহবর্দ্ধক হইল। আমরা সে দিবস তথাকার দেশীয় ভ্রাতৃগণের উপাসনামন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখি-লাম যে, তাহাদিগের উপাসনার পদ্ধতির সহিত ইউ-রোপীয় কোন সমাজের পদ্ধতির সামঞ্জস্য নাই। প্রাতে ৮ ঘটিকার সময়ে উপাসনা হয়, এক ঘটিকা ক্রমান্বয়ে যীশুর গুণ গান হইয়া থাকে। তাহাদিগের গীত গুলি বড়ই মনোহর এবং ভাবসিদ্ধ। গীত গান করিবার সময়ে

তাহাদের ভক্তি ভাব দেখিয়া কোন ভক্ত উত্তেজিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। তাহাদিগের গীত সমাপ্ত হইলে আমি (মলেন্স সাহেব) এক উপদেশ দি, এক ব্যক্তি সেই উপদেশের মর্ম্ম দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া বলেন। তৎপরে পাদ্রি পিনাক্স সাহেবও আর একটি উপদেশ দেন। অবশেষে সেই মণ্ডলীর অধ্যক্ষ গাত্রোত্থান করিয়া এমন উপদেশ প্রদান করিলেন যে, আমরা তাহার ভাষা বুঝিতে অক্ষম হইলেও, দেখিলাম যে, সমাজস্থ সকলের হৃদয় প্রফুল্ল হইল। তাঁহার অনুরাগ, উচ্চ, অথচ মিষ্টস্বর যেন আমাদিগের প্রত্যেকের হৃদয় ভেদ করিতে লাগিল। অতঃপর সেই অধ্যক্ষ প্রার্থনা করিলে উপাসনা শেষ হইল। সায়ংকালীন উপাসনার সময়ে আমরা পূর্ব্বোক্ত মন্দিরে উপস্থিত না হইয়া, উক্ত নগরের আর এক ভজনালয়ে উপস্থিত হইলাম। তথায়ও আমরা আশাতীত, সুব্যবস্থা দেখিলাম। এই উভয় মণ্ডলীর লোকসংখ্যা প্রায় ৮০০। তাহারা সকলেই হোবা জাতীয়। তাহাদিগের অধ্যক্ষ বড় উপযুক্ত। এতদ্ব্যতীত তাহাদের নিয়োজিত প্রচারক শিক্ষকাদিও আছে। দেশের অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র২ মণ্ডলীর সহিত সংস্রবও আছে। সকলেই পরস্পরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। এই সকল মণ্ডলী পরিদর্শন ও তাহাদিগকে সুনীতি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ইহারা ইংলণ্ডীয় মিশনরি প্রার্থী। বাস্তবিক তাহারা সাহায্যের যোগ্য।

"চারি দিবস পরে আমরা টামাটেব হইতে প্রধান রাজধানী আন্টানানারিভো অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

কএক দিবস ক্রমান্বয়ে গমন করিয়া আমরা পথিমধ্যস্থ ক্ষুদ্রং খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী পরিদর্শন করিলাম। কখনও উচ্চ, কখনও নিম্ন পথে, কখনও বা বনমধ্যে, কখনও সামান্য পল্লীগ্রাম মধ্য দিয়া গমন করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ করি। যে দিবস আমরা নগরের নিকটবর্ত্তী হইলাম, সে দিবস আমাদের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। দূর হইতে উচ্চ পর্ব্বতের উপরে নির্ম্মিত সুন্দর নগরী দেখিয়া চিত্তপ্রফুল্ল হইল। আবার তথায় উপস্থিত হইয়া পথ-শ্রান্তি দূর করিবার অবকাশ পাইব, ইহাও বড় কম আহ্লাদের বিষয় নয়। নগরের কএক ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক স্থানে উপস্থিত হইলে দেখিলাম, আমাদের কএক জর্ম্মন দেশীয় ভ্রাতা অগ্রসর হইয়া আমাদিগের প্রত্যুদ্গমনার্থ আসিয়াছেন। তৎপরে আর কতক দূর অগ্রসর হইয়া দেখি যে, অনেক খ্রীষ্টীয়ান এক স্থানে সমবেত। তাহা-দিগকে দেখিয়া আমাদিগের যে আহ্লাদ হইয়াছিল, তাহা লেখনী দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে না। ইতি-পূর্ব্বে আমরা যে সকল বিবরণ পাঠ করিয়াছিলাম, তাহাদিগকে দর্শন করিয়া সকলই স্মরণ হইল। তাহা-দিগের তাড়নাভোগ এবং প্রাণ দান যেন আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলাম; এবং তাহাদের সহিত যে সামান্য আলাপাদি হইল, তাহাতেও হর্ষচিত্ত হইলাম। দেশীয় খ্রীষ্টীয়ানদিগের প্রেমে আমরা বিমোহিত হইলাম। তাহারা প্রায়ই দরিদ্র, কিন্তু প্রেমের পরিচয় প্রদান করিতে তাহাদের ত্রুটি হয় নাই। বস্তুতঃ তাহাদিগের

প্রেম বাক্যাড়ম্বর নয়, প্রকৃত প্রেম। তাহাদিগের প্রেমের পরিচয় স্বরূপ নিত্যই নানা প্রকার ক্ষুদ্র২ দ্রব্য আমরা উপঢৌকন প্রাপ্ত হইতাম। আমাদের বিবেচনায় তাহাই বহুমূল্য, কেননা প্রেমের দান। দেশীয় ও ইংলণ্ডীয় সকলেই আমাদিগকে দেখিয়া ও আমাদিগের উদ্দেশ্য জ্ঞাত হইয়া বলিলেন যে, আমাদের এই পরিদর্শনে সকলের আধ্যাত্মিক মঙ্গল হইবে।

মাদাগাস্কারের প্রধান নগরী হইতে আমরা দক্ষিণাঞ্চল পরিদর্শনার্থ যাত্রা করিলাম। এই প্রদেশ বেট্সিলিও নামে বিদিত। আমরা গিয়া মহানগরীতে রাণীর সাক্ষাৎ পাই নাই, তিনি সেই সময়ে বেটসিলিও প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। উক্ত প্রদেশের লোক ইতিপূর্ব্বে হোবাদিগের বিষম শত্রু ছিল। রাডামা যদিও নিজ বাহুবলে তাহাদিগকে অধীন করিয়াছিলেন, তথাচ সম্পূর্ণ রূপে বশতাপন্ন করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু এ সময়ে সেই বেট্সিলিও ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। হোবা জাতীয় লোকেরা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তাহাদিগের প্রতি এত সৌহার্দ প্রকাশ করিয়াছিল যে, তাহারা প্রেমেতে বশতাপন্ন হইয়া হোবাদিগকে ভ্রাতৃবৎ জ্ঞান করিত। পরস্পরের সাহায্য ও মঙ্গলকামনায় কোন জাতিই বিরত হইত না। হোবারা তাহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা ও তৎসহ অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষা দিয়া তাহাদিগের অনেককে যীশুর পশ্চাৎবর্ত্তী করিয়াছিল। বিদ্যালয়াদি স্থাপনপূর্ব্বক তাহাদিগের সন্তানদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিতেছিল। কএক দিবস গমনের

পর আমরা তথাকার রাজধানীতে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম যে, বেট্‌সিলিওর লোকেরা রাণীকে আপনাদের প্রদেশে প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত আহ্লাদিত। নানা প্রকার উপঢৌকন রাণীর নিকট প্রেরিত হইতেছে। রাণীও তাহাদিগের প্রধানবর্গের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন।

বিশ্রামবার উপস্থিত হইল, রাণীর শিবিরে উপাসনার ব্যবস্থা হইল। এই স্থানে ন্যূনাধিক ৮০০ লোক উপস্থিত ছিল। সকলেরই পরিচ্ছদাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। উপাসনার সময়ে তাহাদিগকে দেখিলে সভ্য ও উন্নতিশীল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উক্ত শিবিরের যে পার্শ্বে রাণী উপবিষ্টা ছিলেন, সেই অংশেই গায়কগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বসিয়াছিল, আর আর লোকেরা চতুর্দ্দিগে গম্ভীরভাবে বসিয়াছিল। ইংলণ্ডীয় সভ্য সমাজে যে প্রথানুসারে উপাসনা সমাধা হইয়া থাকে, সেই প্রথাতেই দেশীয় অধ্যাপক উপাসনাদি করিলেন; এবং গীত প্রার্থনাদির পর "এখন পরিত্রাণ যদি অবহেলা করি, তাহা হইলে কি প্রকারে রক্ষা পাইব," এই পদ সম্বন্ধে একজন দেশীয় অধ্যক্ষ উপদেশ দিলেন। শ্রোতৃবর্গ ধৈর্য্য ও মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ করিল।

"বুধবারে প্রধান মন্ত্রী ও রাণীর সম্মুখে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পরীক্ষা হইল। প্রায় ২০০০ ছাত্র একত্র হইয়াছিল। প্রধান মন্ত্রী ও মিশনরি তাহাদিগের পরীক্ষক হইলেন। প্রজাদের সন্তানগণ বিদ্যাভ্যাস করিয়া জ্ঞানোন্নতি

করে, রাণীর এই একান্ত বাসনা। পূর্ব্বাপর তিনি বিদ্যা বিষয়ে একান্ত অনুরাগও প্রকাশ করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং বালক বালিকাদিগকে পুরস্কার প্রদান করিলেন। মিশনরি পরীক্ষা করিয়া যাহাদিগকে পারিতোষিকের যোগ্য বোধ করিলেন, তাহারাই পারিতোষিক পাইল। রাণী প্রত্যেককে এক২ খণ্ড গীত পুস্তক এবং এক২ খণ্ড নূতন নিয়ম প্রদান করিলেন, এতদ্ব্যতীত প্রধান মন্ত্রী পারিতোষিক স্বরূপ তাহাদিগকে টাকাও দিলেন। পারি-তোষিক বিতরণ করিতে প্রায় ২ ঘন্টা লাগিল; তথাচ কেহই ক্লান্ত হইল না। রাণী এই কার্য্যে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিলেন। তৎপর দিবস তিনি উচ্চশ্রেণীস্থ লোকদিগকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা সমবেত হইলে তিনি নিজ সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ, তোমরাই আমার পিতা মাতা, তোমরা থাকাতে আমার সর্ব্বস্ব আছে। আর তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস্ কর, আমিও তোমা-দের পিতা মাতা।" এই কথা কহিবামাত্র সমাজস্থ সকলে বলিয়া উঠিল, যথার্থ কথাই বটে। তৎপরে রাণী বলি-লেন, আমি আর অধিক কাল তোমাদিগের এই প্রদেশে থাকিব না। আমাকে আইমিরিনাতে যাইতে হইবে। এই নিমিত্ত আমি এই অবকাশে তোমাদিগের সকলকে— কি উচ্চ কি নীচ, ধনাঢ্য কি দরিদ্র, সকলকে এই নিবেদন করি, তোমরা নিজ২ সন্তান সন্ততীকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ বিষয়ে যত্নবান হও। তাহারা জ্ঞানী হইবে। তৎপরে মন্ত্রী রাণীর নামে বক্তৃতা করিয়া তাহাদিগের পূর্ব্ব ঋণ

ক্ষমা করিলেন। পরে প্রধানবর্গ একেং অগ্রসর হইয়া রাণীকে ধন্যবাদ করিল এবং এক ব্যক্তি রাণীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'আপনি বেট্‌সিলিও বাসিদিগকে ভয় করিবেন না। তাহারা এখন ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, যাহারা ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করে, তাহারা নম্র ও বাধ্য না হইয়া থাকিতে পারে না। অতএব আপনি আমাদিগের বিষয়ে নিঃশঙ্ক থাকিবেন।' কার্য্য সমাপ্ত হইলে সকলে নিজং গৃহে প্রস্থান করিল।

"আধ্যাত্মিক বিষয়ে বেট্‌সিলিও নিবাসীগণ, আইমেরিনা বাসিদিগের মত উন্নত নহে। শোমান্ট প্রদেশে অনেক দিনাবধি মিশনরিগণ প্রচারাদি করিয়া লোকদিগকে এক প্রকার উন্নত করিয়াছিলেন, কিন্তু বেট্‌সিলিওতে প্রায় প্রথমাবধি কেহ ছিল না। তাহারা হোবাদিগের নিকট সুসমাচার শ্রবণ করিয়াছিল। আমরা এই প্রদেশে গিয়া কেবল দুই জন মিশনরি দিখি। উক্ত দ্বীপে অবস্থান কালে আরও দুই জন সেই দেশে আগমন করেন এবং এই ৪ জন ব্যতীত আরও ৭ জনের ব্যবস্থা করা এবং তাঁহাদিগের থাকিবার স্থানও নির্দ্ধারিত হয়। এই প্রকার ব্যবস্থা করিয়া আমরা প্রধান নগরী আন্টানানারিভোতে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। কয়েক মাস ক্রমাগত পর্য্যটন করিয়া আমরা বড় ক্লান্ত হইয়াছিলাম ও আমাদিগের কাহারং পীড়াও হইয়াছিল। এই সকল কারণনিবন্ধন আমরা কিছু দিন পর্য্যটন না করিয়া বিশ্রাম করিলাম। অতি অল্প কাল পরে রাণীও প্রধান নগরে উপস্থিত হইলেন, আমরা

ইংলণ্ড হইতে যে সকল উপঢৌকন আনয়ন করিয়াছিলাম, তাহা লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতাসহকারে আমাদিগের উপঢৌকন গ্রহণ করিলেন ও নানা উৎসাহ প্রদায়ক বাক্যে আমাদিগকে বিদায় করিলেন।

"কিছু দিন পরে আমরা বেৎসিলিজাঙ্গো নামক ক্ষুদ্র প্রদেশে গমন করিলাম। এই স্থানের লোকেরা বড় সাহসী, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও বিশ্বাসে বলবান। ইহাদিগের মধ্যে অনেকে তাড়না কালে নানা প্রকার যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে ও প্রাণ দিয়াছে। তাড়না ভোগীদের কেহ২ এই সময়ে জীবিতও ছিল। ইহাদিগের পারমার্থিক অবস্থা দেখা আমাদের আবশ্যক বোধ হইল। পাদ্রি মেথিউস এই প্রদেশের তত্ত্বাবধারণ করিতেন। বেৎসিলিজাঙ্গো লোকদিগের অধ্যক্ষের নাম ফিহাওনানা। ইহার বিষয় মেথিউস সাহেব আমাদিগকে যাহা বলিলেন, তাহাতে আমরা চমৎকৃত হইলাম। এই ব্যক্তির হস্তে তৎপ্রদেশস্থ সাংসারিক ও পারমার্থিক কার্য্য ভারও এক প্রকার নিহীত ছিল। তিনি অকুতোভয়ে লোকদিগের নিকট সুসমাচার প্রচার করেন। তাহারই যত্নে ঐ প্রদেশে খ্রীষ্টীয়ানদিগের সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছে। ফরাসীরা মাদাগাস্কারে উপস্থিত হইলে রাডামা তাহাদিগের ভাবগতি পর্য্যালোচনা করিবার জন্য তাঁহাকে পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরণ করেন। খ্রীষ্টীয়ান জানিয়া লোকেরা তাঁহাকে ধরিয়া ফরাসীদিগের হস্তে সমর্পণ করে, পরে তিনি বোরবোঁ দ্বীপে নীত হয়েন। রোমান কাথলিকগণ

তাঁহার যোগ্যতা দেখিয়া আপনাদের সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া পৌরোহিত্য প্রদান করিবার যত্ন করে। কিন্তু তিনি তাহাদিগের প্রলোভনে মুগ্ধ না হইয়া বরং তাহাদিগের কাহাকে২ নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া তুলিলেন। ইহা দেখিয়া ফরাসিরা তাঁহাকে পুনরায় মাদাগাস্কারে রাখিয়া গেল। সেই অবধি তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর ভক্তদিগের তত্ত্বাবধারণ ও তাঁহার মধুময় নাম ঘোষণা করিয়া দিন যাপন করিয়া থাকেন। যে পর্ব্বত-গুহায় তাহারা তাড়নাকালে একত্র হইয়া গোপনে উপাসনা করিত এবং যে স্থান হইতে লোকেরা নিম্নে নিক্ষিপ্ত হইয়া হত হইয়াছিল, সেই সকল স্থান দেখিলাম। এই স্থানে দশ দিন থাকিয়া আমরা স্থির করিলাম যে, প্রত্যেক মিশনরি এক২ স্থানে থাকিয়া চতুর্দ্দিগস্থ কার্য্যাদির উপর দৃষ্টি রাখিবেন। সকল স্থানে মিশনরি রাখা সুবিধাজনক নহে। অতএব সেই মিশনরি সময়ে২ চতুর্দ্দিগস্থ ক্ষুদ্র মণ্ডলীর তত্ত্বাবধারণ করিবেন। নতুবা ধর্ম্মসম্বন্ধে শিশুবৎ লোকদিগের ধর্ম্মোন্নতি হওয়া কষ্টকর। দ্বীপস্থ সকল স্থানেই এই প্রকারে কার্য্য হইয়া থাকে। মিশনরি ভ্রাতৃগণ প্রায়ই দুই তিনটি মণ্ডলীর ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এই স্থানেও সেই প্রকার বিধেয় বোধ হইল।

বোণিজাঙ্গো হইতে আমরা আম্বাহিমাঙ্গায় যাত্রা করিলাম। পাদ্রি শেবরি সাহেব এই স্থানে থাকেন। তাঁহার অধীনে বালক ও বালিকা বিদ্যালয়, ও তিনটি মণ্ডলী। তিনি এই সকলের তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন। আমরা

ইহাঁকে পূর্ব্বে কোন সমাচার পাঠাইবার সুবিধা পাই নাই, সুতরাং হঠাৎ এই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখি যে, তিনি এবং তাঁহার পত্নী উভয়ে বিদ্যাল্লয়ের শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদিগের কার্য্য এবং বিদ্যালয়ের উন্নতি দেখিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি সন্তোষ লাভ করিলাম। এই প্রদেশে আরও অনেক ক্ষুদ্র২ মণ্ডলী আছে। মিশনরিগণ ইহাদিগের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। আমরা অনেক গুলি মণ্ডলী পরিদর্শন করিলাম। সকল ক্ষুদ্র মণ্ডলীর বিবরণ বিবৃত করা দু[illegible]। অতএব এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যত গুলি আমরা দেখিয়াছি, প্রায় সকল গুলিরই আধ্যাত্মিক অবস্থা সন্তোষজনক। কিন্তু তাহাদিগের এখনও অনেক অভাব আছে। তাহারা এখনও শিশু, অতি যত্ন আবশ্যক, নতুবা তাহারা শৈশবাবস্থা অতিক্রম করিতে সক্ষম হইবে না। এই সকল স্থান ও মণ্ডলী দর্শন করিয়া ও তাহাদিগের আধ্যাত্মিক ও সাংসারিক অবস্থা জ্ঞাত হইয়া আমরা পুনরায় মহানগরীতে অর্থাৎ যে স্থান হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম, তথায় প্রত্যাগমন করিলাম।

"নগরে উপস্থিত হইয়া এই স্থির করিলাম যে, দ্বীপস্থ মিশনরিদিগকে আন্টানানারিভো নগরে একত্র করিয়া লোকদিগের উন্নতি সাধন বিষয়ে পরামর্শ করি। আমরা সকলকে আমাদিগের মনোগত ভাব জ্ঞাত করাতে সকলেই এই কার্য্যে আমাদিগের সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। তৎপরে দিন ধার্য্য করিয়া আমরা এক স্থানে সমবেত হইলাম। ধর্ম্মবীরদিগের স্মরণার্থ যে উপাসনা মন্দির নির্ম্মিত

হইয়াছিল, সেই মন্দিরে একত্র হওয়া বিহিত বিবেচনা করা গেল। আমরা সর্ব্বশুদ্ধ ৬০ জন ছিলাম, এবং যে যে বিষয়ের প্রস্তাব হইল, আমরা সকলেই তাহাতে একমত হইলাম। কয়েকদিবস ক্রমাগত আমাদিগের এই সভা হয়, এবং নানা বিষয়ের মীমাংসাও হয়, কিন্তু সকল বিষয়ের বিবরণ এই স্থানে লেখা যাইতে পারে না। প্রধান কয়েকটি বিষয় অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

১। ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য একটী উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের প্রয়োজন। সকল স্থানে ইংরাজী বিদ্যার চর্চ্চা হইলে ছাত্রেরা এই প্রধান প্রেরিত হইবে।

২। বিশেষ২ স্থানে মিশনরিগণ থাকিয়া চতুর্দ্দিগস্থ ক্ষুদ্র২ মণ্ডলীর তত্ত্ব লইবেন।

৩। দেশের অভ্যন্তরে মিশনরিদিগের যাওয়া কর্ত্তব্য। আর যাঁহারা নূতন২ স্থানে কার্য্য আরম্ভ করিতে প্রস্তুত, তাঁহারা যেন সত্বর কার্য্য স্থানে গমন করেন।

৪। নূতন লোকদিগকে মণ্ডলীতে গ্রহণসম্বন্ধে সকলের সাবধান হওয়া আবশ্যক। মণ্ডলীগণকে তাহাদিগের কর্ত্তব্য সাধনে উত্তেজনা ও শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। যে রীতিতে ঈশ্বর উপাসনা হয়, তাহা পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক উন্নত রীতি অবলম্বন করিতে হইবে।

৫। মণ্ডলীগণের নিকট হইতে যে অর্থ সংগ্রহ হয়, তাহা গ্রহন করা আবশ্যক। কিন্তু সমাজের মধ্যে এমন লোক নাই যে অর্থদ্বারা আপনাদিগের শিক্ষক ও প্রচারক-

দিগের প্রতিপালন করে। অতএব এ বিষয় ইংলণ্ডীয় সমাজকে জ্ঞাত করা হইবে।

৬। মিশন কার্য্য সুচারুরূপে সমাধা করিবার জন্য প্রায় প্রত্যেক মণ্ডলীতে ক্ষুদ্র২ সমাজ সংস্থাপিত হইবে। ইহাঁরা নিজ২ প্রদেশে প্রভুর কার্য্য যাহাতে উত্তম রূপে চলিতে পারে, এমন ব্যবস্থা করিবেন।

যে দিবস সভা শেষ হইল, সেই দিবস এক ভোজ হইল, তাহাতে সকলে একত্র হইয়া, আ..ন্দ সহকারে, যাহা প্রস্তুত হই আহার করিলাম। তৎপরে গীত প্রার্থ নাদি হইল।”

ম.... ...রিস্থ মণ্ডলীগণের তত্ত্বাবধারণ ও শিক্ষাদির ব্যবস্থা করিয়া মলেন্স ও পি..নস্ সাহেবদ্বয় আরও কএক মাস তথায় থাকেন। সেই অবস্থান কালে তাঁহারা নিষ্কর্ম্ম ছিলেন না। যাহাতে মণ্ডলীর উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টিত ছিলেন।

---

BHOWANIPORE

Printed by B. M. Bose, at the Saptahik Sambad Press, and Published by the Calcutta Christian Tract and Book Society, 23 Chowringhee Road, 1880.